উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৯৩৮.২৮ (+১,৫০২.২৯)

নিফটি : ২৫,৮১৯.২৫ (+৪৬৯.৬০)



ভারতীয় পণ্যে ফের ট্রাম্পের শুল্ক-কাঁটা ৮



শত্রু বামপন্থীরা, ‘দয়ায়’ ঋত-তৃণমূল ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৬°	২৯°	১৫°	২৯°	১৪°	২৯°	১৪°



যুবরাজের ফোনেই বাজিমাত বৈভবের ১১

শিলিগুড়ি ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 November 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 187



শিলিগুড়ির ক্ষুদিরামপল্লির বাজারে ক্রেতার অপেক্ষায়। বুধবার।

বাজার আগুন, ক্ষোভও বাড়ছে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ‘মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন অভিযানে নামতে হবে, তাই হয়তো নেমেছে। কিন্তু কী লাভ এমন অভিযানের? দু’দিন পর তো আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার দাম বাড়বে। পকেট ফাঁকাই হবে আমাদের। নেতাদের তো আর কিছু যায়-আসে না।’

বাজারের থলে হাতে বিরক্তির সুরে বলছিলেন সমর ঘোষ। তবে শুধু তিনি একা নন, শহরের সব বাজারে ক্রেতারা এখন মূল্যবৃদ্ধিতে দিশেহারা হয়ে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। তাঁরা যতটা বিরক্ত ব্যবসায়ীদের ওপর, ততটাই ফুঁসছেন প্রশাসনের কর্তাদের বিরুদ্ধে। অনেকে আবার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

শহরের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লির বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সুশীল চক্রবর্তী বুধবার থলে হাতে শহরের সুভাষপল্লি সবজি বাজারে কেনাকাটা করছিলেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে সবজির আকাশছোঁয়া দাম শুনতে শুনতে একসময় তিনি ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করলেন। বললেন, ‘এভাবে দাম বাড়লে তো সমস্যা অনেক। কেউ তো দেখার নেই। চাল থেকে শুরু করে তেল, সবজির দাম হুহু করে বাড়ছে। কোথাও নজরদারিও নেই। এসব কিনতেই তো পেনশনের টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বলতে পারেন, মাস কীভাবে চলবে?’

শহরের আমজনতা বলছেন, সীমিত আয়ের ওপর নির্ভর করে এহেন দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাচ্ছে না। এদিনের বাজারদর অনুযায়ী খুচরো বাজারে চালের দর

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা?
হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

কেজি প্রতি প্রায় ১০ টাকা করে বেড়েছে। বাজারে খোঁজ নিতেই জানা গেল, ক’দিন আগেও ২৬ কেজি ভাঙা বাসমতী চালের বস্তার দাম ছিল ১১৭০ টাকা। সেই বস্তা এখন ১৪৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ৮০ টাকা কিলো দরের ৩০ কেজি বাসমতী চালের বস্তার দাম ছিল ২৪০০ টাকা। সেই বস্তার এখন দাম পড়ছে ২৭০০ টাকা। মিনিকিট চালের দরও কেজি প্রতি ১০ টাকা

এরপর দশের পাতায়

অনুপ্রবেশে কড়া শুভেন্দু

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : ‘উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে’– রাসমেলার মঞ্চ থেকে ঠিক এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহারে থাকা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে তাঁর কনভয়ে হামলা চালায় তৃণমূল। সেই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, ‘আমি অনেক সহ্য করেছি। খাগড়াবাড়িতে আমার গাড়িতে পেট্রোল ঢালা হয়েছিল। সেই ছবিগুলি আমার গোছানো আছে। উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে।’

বুধবার দুপুরে রাসমেলা উদ্বোধন করার পর সেই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন এখানকার কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নয়নের দিকে জোর দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তেমনই তাঁর ভাষণে বারবার হুঁশিয়ারির সুর ফুটে উঠেছে। কখনও তৃণমূলের দিকে, কখনও অনুপ্রবেশকারীদের দিকে, আবার কখনও মা-বোনেদের দিকে আঙুল তোলা দুষ্কৃতীদের নিশানা করেছেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মুসলিমদের অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ সুপার মণীশ যোশির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, ‘পুলিশ সুপার শুনে রাখুন। এই জেলায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। যে রাস্তা দিয়ে ওরা এসেছে, ওই রাস্তা দিয়েই বের করতে হবে, তাড়াতে হবে। আর যাঁরা ধর্ম বাঁচানোর জন্য প্রাণ বাঁচাতে এসেছেন, সেই হিন্দুরা অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা শরণার্থী। তাঁদের আশ্রয় দিতে হবে।’



মদনমোহনবাড়িতে রাসচক্র ঘোরাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : জয়দেব দাস

> আমি অনেক সহ্য করেছি। খাগড়াবাড়িতে আমার গাড়িতে পেট্রোল ঢালা হয়েছিল। সেই ছবিগুলি আমার গোছানো আছে। উন্নয়ন হবে, হিসেবও হবে।
> -শুভেন্দু অধিকারী

বিএসএফের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও ভালো করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘সীমান্তে বিএসএফের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়তে হবে। সেখানে জমি দিয়েছি। যতটা বাকি ছিল, বেড়া দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধ মাদ্রাসা থেকে শুরু করে গাঁজা চাষ, নকল টাকা, কাফ সিরাপ, মাদক- সব পাচার বন্ধ করতে হবে।’

তৃণমূলের আমলে তো বটেই, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেও কোচবিহার জেলায় একাধিক

এরপর দশের পাতায়



অমল স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন কার্টুনিস্ট অভি

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : প্রয়াত বর্ষীয়ান ব্যঙ্গচিত্রী অমল চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘অমল স্মৃতি কার্টুনমেলা’। দ্য বেঙ্গল স্টোরের আয়োজনে ও কার্টুনদলের উদ্যোগে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ব্যতিক্রমী আসর। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর পাঠকদের জন্য এবারের আয়োজন বিশেষভাবে গর্বের।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর পাতায় জনপ্রিয় পকেট কার্টুন ‘বিন্দুবিসর্গ’ এঁকে চলেছেন ব্যঙ্গচিত্রী মলয় মুখার্জি ওরফে ‘অভি’। তাঁর দীর্ঘ সৃজনশীল কাজকে উদযাপন করার উদ্দেশ্যেই এবারের মেলা নিবেদিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এবছর প্রথমবার প্রবর্তিত ‘অমল স্মৃতি পুরস্কার’ তুলে দেওয়া হবে কার্টুনিস্ট অভির হাতে।

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট রোডে দ্য বেঙ্গল স্টোরে প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা চলবে। ব্যঙ্গচিত্রপ্রেমীদের জন্য অন্যতম বড় আকর্ষণ এর সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। মূল শিল্পকর্মের পাশাপাশি প্রদর্শনীতে থাকছে প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর আসল কার্টুন। এছাড়া ‘শঙ্কর’স উইকলি’-র মতো দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা এবং কার্টুনের দুর্লভ বইয়ের এক অসামান্য মহাফেজখানা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শকরা।

মেলার আবহে প্রকাশিত হতে চলেছে দুটি বিশেষ বই- প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট সতীশচন্দ্র সিংহের কাজ নিয়ে সংকলন ‘সতীশচন্দ্র সিংহ’ এবং ব্যঙ্গচিত্রী অভির ভাবনার খাতা ‘অভিভাবনীয়’। কার্টুনের ঐতিহ্য, সূক্ষ্ম রসবোধ আর স্মৃতিচারণার টানে নয়দিন ধরে জমজমাট হয়ে উঠবে দক্ষিণ কলকাতার এই ঠিকানা।

সাদা চোখে সাদা কথায়

কে যে কখন কার জোটে, গুলিয়ে যায় হালহকিকতে

গৌতম সরকার

সকালে জমা, বিকেলে খরচ। কথাটা শুধু মানুষ খালাসের প্রসঙ্গে সত্য নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সকালে কেউ ‘ক’ দলে থাকলে বিকেলে দেখা যাবে ‘খ’ দলে। ‘ক’ আর ‘খ’ দলের অবস্থানে হয়তো অনেক ফারাক। তাতে কী! দলগত ভোল বদলে কখনও কারণ ক্ষমতার গুড় খাওয়া। কখনও দলীয় স্বার্থসিদ্ধি। ব্যক্তিগত ডিগবাজিতে আবার শুধুই ধান্দাবাজি আর পদের আসক্তি।

কৃষি ও কৃষক প্রসঙ্গে বিজেপি ও অকালি দলের মতপার্থক্য আকাশপাতাল। তিনটি কৃষি বিলের বিরোধিতায় পদ্মবৃত্ত থেকে নিজেকে অতীতে সরিয়ে নিয়েছিল অকালি। আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার বিল তিনটি প্রত্যাহার করলেও বিষয়টি নিয়ে তাদের মনোভাবের বদল ঘটেনি। তা সত্ত্বেও ক্ষমতা বড় বালাই আর পদের মোহ চিটেগুড়ের মতো। লাগলে পড়ে ছাড়ে না।

চিটেগুড়ের মতো স্বভাবদোষে জনগণ প্রত্যাখ্যান করলেও অনেকে সহজে ক্ষমতা ও পদ ছাড়তে চান না। তামিলনাড়ুতে গত বিধানসভা

এরপর দশের পাতায়

বরো অফিসে কাজে গিয়ে চরম ভোগান্তি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ২ নম্বর বরোতে সস্ত্রীক গিয়েছিলেন প্রবীর মজুমদার। তাঁরা ‘আয়ুষ্মান ভারত’ কার্ডের আবেদন করতে চান। কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁদের ফিরে যেতে হয়েছে। প্রবীর বলেন, ‘কাউন্সিলার নেই। যাঁদের কাছেই যাই, সকলেই বরো অফিসে যাওয়ার কথা বলেছেন। গিয়েওছিলাম। কিন্তু ভিড়ে থাকতে পারলাম না। আধিকারিকরা অন্য দিন হবে বলে দিলেন।’ বরো অফিসের কর্মীরা অবশ্য বলছেন, চাপের কারণে একেকটি ওয়ার্ডের কাজ একেকদিন করা হচ্ছে।

প্রমীলা দাস অবশ্য শংসাপত্রের জন্য ২ নম্বর বরোতে তাঁর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হবে না বলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘কাজের চাপ’-এর কথা বলে তাঁকেও কয়েকদিন পরে যেতে বলা হয়েছে। প্রমীলা বললেন, ‘কাজ ফেলে বরো অফিসে কি বারবার যাওয়া যায়, বলুন? কাউন্সিলার নেই। কবে এই সমস্যা মিটবে জানি না।’

পুরনিগমে প্রশাসক বসার পর শিলিগুড়িতে কাউন্সিলারদের আর ক্ষমতা নেই। তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন। তারপর থেকে নাগরিক পরিষেবায় মারাত্মক জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। এতদিন যে সমস্ত শংসাপত্রের জন্য সাধারণ মানুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের কাছে গেলেই কাজ হত, বর্তমানে সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে বরো অফিসারদের ঘাড়ে। প্রতিটি বরোর অন্তর্গত ৯-১০টি করে ওয়ার্ড থাকায় বিপুল সংখ্যক ওয়ার্ডের কাজ সামলাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। ফলে বরো চেয়ারম্যানদের টেবিলে আবেদনের পাহাড় জমছে। সেইসঙ্গে নাগরিকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

সাধারণত ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের হাতে আবাসিক বা বসবাসের শংসাপত্র, আয় বা আয়ের সীমা সংক্রান্ত শংসাপত্র, চারিত্রিক শংসাপত্র, পারিবারিক বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত শংসাপত্র, অভিভাবকত্ব বা নির্ভরশীলতার শংসাপত্র, অবিবাহিত বা বৈবাহিক অবস্থার শংসাপত্র, বেকারত্বের শংসাপত্র, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংক্রান্ত শংসাপত্র এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বা বৃত্তি ও ভাতার আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ ও সুপারিশ শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষমতা থাকে।

এরপর দশের পাতায়



মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ঢাকায় বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরে আহত পুলিশকর্মী। বুধবার। -এএফপি

পরিবর্তন কেমন লাগছে ?

এই বাংলায়
কত ঘর, কত গল্প
কত আশা,
কত অপেক্ষা

সরকার বদলের ছ’মাসে
উত্তরবঙ্গের মানুষ কী ভাবছেন?
তাঁদের কাছে পৌঁছোনোর, তাঁদের কথা
জানার এক আন্তরিক প্রয়াস

ঘরে বসে মনগড়া কথা নয়
মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে,
মানুষের মুখোমুখি



উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ অনুসন্ধান
শীঘ্রই আসছে
উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
খবরের দায়বদ্ধতা আমাদের।।

In association with Maxwell HOSPITAL & RESEARCH CENTRE

বাংলা ভাসছে রাজ আবেগে



সৌভিক সেন

রাজবীর, নাম তো সুনাহি হোগা!

বিধান মার্কেট থেকে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের দিকে এগোলে রাস্তার বাঁদিকে মাঝারি মাপের একটি দোকান। ভিতরে দুজন কর্মী ক্রেতাদের সামলাতে ব্যস্ত। দোকানের একেবারে পিছনে ছোট্ট টেবিল। তার ওপারে বসে এক ভদ্রমহিলা। মাথা নীচু করে স্মার্টফোনে চোখ রেখেছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলে হাসলেন। ফোনের পর্দায় তখন একটি রিলস। বাংলা টেলিভিশনের এই মুহূর্তের অন্যতম চর্চিত মুখকে নিয়ে তৈরি। আঙুলের এক ছোঁয়ায় পরের ভিডিও। সেখানেও সেই তরুণ। তার পরেরটিতেও। যেন ফোনের অ্যালগরিদমও জানে, এই মুহূর্তে তাঁর সবচেয়ে বড় আগ্রহ কোথায়। রিতা দে। রাজবীর দে-র মা।

দোকানে বসে মিনিট কুড়ি কথা হল। এর মধ্যে অন্তত পাঁচজন এসে বলে গেলেন, ‘আমি কিন্তু রাজবীরের ফ্যান, কাকিমা। এদিক দিয়েই যাতায়াত করি। আজ ভাবলাম, বলে যাই একবার।’ কেউ কেনাকাটা করতে এসেছেন, কেউ হয়তো শুধু এইটুকু জানাতে। প্রত্যেকের কথা শুনে একগাল হাসছেন রিতা। মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। চোখে চশমা, মাথাভর্তি পাকা চুল। ছেলের জনপ্রিয়তার এই নতুন ঠিকানায় বসে তিনি যেন নিজেই একটু অবাক।

রাজবীরের নাম এখন আর শুধু শিলিগুড়ির পরিচিত মহলে সীমাবদ্ধ নেই। বিগ বস বাংলার ঘরে উপস্থিতি তাঁকে পৌঁছে

এরপর দশের পাতায়

রাসমেলার উদ্বোধনে আমল দিলেন না শুভেন্দু

প্রশাসনিক বৈঠকে ডাক নেই নগেন্দ্রর




কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে মেলা উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। - জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : তিনি রাজবংশী নেতা। কিন্তু রাজবংশীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে ডাক পেলেন না বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়। রাসমেলার উদ্বোধন মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি ঘটলেও বাকি অতিথিদের মতো তাঁর নাম উল্লেখ করলেন না শুভেন্দু অধিকারী। তবে অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে নগেন্দ্রকে কাছে ডেকে একটি উত্তরীয় পরিয়ে দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু। যাতে কিছুটা মানরক্ষা হল বটে, কিন্তু দূরত্ব কতটা ঘুচল, তা নিয়ে সংশয় থেকেই গেল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের রোষানলে পড়া নগেন্দ্র যে এখনও নিজের গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করতে পারেননি, এদিনের ঘটনায় তা নতুন করে স্পষ্ট হয়েছে। যদিও এটি নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজবংশীদের কোনও বৈঠকেই এখন আর তাঁকে আমন্ত্রণ জানান না বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের মতে, নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এখন সংকটে রয়েছেন নগেন্দ্র। সেজন্য বিজেপির বিরুদ্ধে বারবার তোপ দাগলেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এদিন মেলার উদ্বোধনে হাজির ছিলেন তিনি। নগেন্দ্র বলেছেন, 'আমাকে বৈঠকে ডাকা হয়নি, তাই যাইনি। মেলার উদ্বোধনে ডেকেছে, তাই এসেছি। রাসমেলাতে সবাই আসতে পারে।'

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই বিজেপির সঙ্গে নগেন্দ্রর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তারপর থেকে দলের কর্মসূচিতে তাঁকে খুব একটা দেখা যায় না। আবার বিজেপির সাংসদ হয়েও বারবার প্রকাশ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এমনকি নগেন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা হলে তবেই তিনি সেখানে যাবেন, নচেৎ নয়।

> **আমাকে বৈঠকে ডাকা হয়নি, তাই যাইনি। মেলার উদ্বোধনে ডেকেছে, তাই এসেছি। রাসমেলাতে সবাই আসতে পারে।**
> **নগেন্দ্র রায়,** সাংসদ

এ বছরের বিধানসভা নির্বাচনে নগেন্দ্র-ঘনিষ্ঠ হরিহর রায়কে শীতলকুচি থেকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সরকার নগেন্দ্রকে 'বঙ্গরত্ন' সম্মানও দেয়। বিষয়গুলি বিজেপি যে ভালোভাবে নেয়নি, তা স্পষ্ট হতে বেশিদিন লাগেনি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিজেপি ক্ষমতায় এসে সেই 'বঙ্গরত্ন' কেড়ে নেয়। যদিও নেতাজিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরেই তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। উত্তরবঙ্গে একাধিকবার রাজবংশীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও বৈঠকেই নগেন্দ্র ডাক পাননি। তিনি প্রচারে না থাকলেও এবারের নির্বাচনে কোচবিহারে ভালো ফল করেছে বিজেপি। আবার রাজবংশী সংগঠনে নগেন্দ্রর প্রতিদ্বন্দ্বী বংশীবদন বর্মনকে বিজেপি গুরুত্ব দেওয়ায় নগেন্দ্র বেশ চাপেই রয়েছেন।

এদিন মেলা চত্বরে ঢুকে রাজ্যসভার এই সাংসদ প্রথমে নীচের আসনেই বসেছিলেন। এরপর আয়োজকরা তা দেখে নগেন্দ্রকে মঞ্চে নিয়ে যান। তিনি মঞ্চের দ্বিতীয় সারিতে বসেছিলেন। সেই মঞ্চে বংশীবদন বর্মনও ছিলেন। চারদিক থেকে কোণঠাসা হতে থাকায় এদিন সেই ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই তিনি রাসমেলার উদ্বোধনে হাজির হয়েছিলেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতির আশ্বাস

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : রাজবংশীদের সামগ্রিক উন্নয়নের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কোচবিহারের জেলা শাসকের দপ্তরের ল্যান্সডাউন হলে ৩৬টি রাজবংশী সংগঠনের ১৩১ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তাঁদের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে দিল্লিকে জানিয়েছি, সেখান থেকেই দ্রুত সিদ্ধান্ত হবে।'

বৈঠকে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মন, কামতাপুরি স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের তপতী রায় মল্লিক, দ্য রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জীতেন্দ্রনারায়ণ, দি কোচবিহার ক্ষত্রিয় সোসাইটির রাজশেখর অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বংশীবদন বর্মন বলেন, 'রাজবংশী স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। অন্যান্য জায়গায় পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বেড়েছে, তাহলে রাজবংশী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে তা হবে না কেন?'

কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের শুধু একটি মন্দিরের উন্নয়ন হলেও বাকি ২৮টির হয় না। সেগুলির উন্নয়নের দাবি করেছি। পাশাপাশি বোর্ডের মন্দিরের পুজো সহ কোনও অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ না জানানোর কথা তুলেছি। তিনি পরের মিটিংয়ে এ নিয়ে জানাবেন বলেছেন। এছাড়া অষ্টম তফশিলে ভাষার দ্রুত অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছি।' এদিন তাঁর লেখা একটি বইও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক সূত্রে খবর, তপতী রায় মল্লিক বলেছেন, ভাষা কামতাপুরি (রাজবংশী) কিংবা রাজবংশী (কামতাপুরি) যা-ই হোক, তাঁদের সমস্যা নেই।

প্রায় ৫০ মিনিট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওঁদের সব কথা শুনেছি। বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরিয়ে কাজ দেওয়ার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। লোকশিল্পীদের কিছু ভাতার সমস্যা রয়েছে, সেগুলি দেখা হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, '২০১৯ সাল থেকে রাজবংশীরা নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থা রেখেছেন। তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি, আর্থিক সুরক্ষা ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আমরা যত্নবান।' এছাড়া হেরিটেজ কমিটি গঠন সহ বিভিন্ন বিষয়েও তিনি বলেন।

অতিরিক্ত স্টপ ৫ স্পেশালের

মালদা, ২৫ নভেম্বর : বোল্লা কালীপুজো উপলক্ষ্যে মালদার একলাখি স্টেশনে অতিরিক্ত ট্রেনের স্টপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। ভক্তদের সুবিধার্থে রেলের পক্ষ থেকে একলাখি স্টেশনে পাঁচটি স্পেশাল ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ট্রেনগুলি ওই স্টেশনে দু'মিনিট করে দাঁড়াবে। ট্রেনগুলি হল— ডিব্রুগড়-কলকাতা-ডিব্রুগড় স্পেশাল, হাওড়া-লামডিং-হাওড়া স্পেশাল, হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া, কলকাতা-নিউ জলপাইগুড়ি-কলকাতা স্পেশাল এবং কলকাতা-নিউ কোচবিহার-কলকাতা স্পেশাল।

বাংলাদেশি বৃদ্ধা আটক

হিলি, ২৫ নভেম্বর : সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বুধবার দুপুরে হিলি থানার খারুন এলাকা থেকে বাংলাদেশের এক বৃদ্ধাকে আটক করল পুলিশ। ধৃত সাহার বানু (৬৫) রংপুরের বদরগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বছরখানেক আগে বালুরঘাটের এক উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন তিনি। তাঁকে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে স্বীকার করেছেন বৃদ্ধা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-NIT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/42(3rd Call)
E-Tender is hereby invited for Desk Top computer, Printer under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T20204(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for e-NIT No. WBPWD/SE&BEC/eNIT-04/2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5082200_1 is extended upto 04/12/2026 upto 02.00 p.m. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.D., GOVT. OF W.B. ICA-T20232(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NVBDCP/41
Sealed Tender are hereby invited for Supply Entomological laboratory items under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.wbhealth.gov.in, www.tenders.wb.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T20203(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Malda Sub-Division, SS, P.W.Dte., invites Online e-Tender WBPWD/AE/MSD/SS/NI(e)T-04/2026-2027 for "One no new Deep tubewell with 3HP Submersible pump at Malda Social Sector(pwd) office compound, in the dist of Malda." Bid submission Closing Date on 09.12.2026 at 2:00 PM, Tender ID: 2026_WBPWD_5088725_1. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Malda Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte. ICA-T20231(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 30). Tender Id: 2026_WBPWD_5088829_1, 2026_WBPWD_5088829_2, 2026_WBPWD_5088829_3, 2026_WBPWD_5088829_4 & 2026_WBPWD_5088829_5. Bid submission start date: 30.11.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 07.12.2026, 18.30 hrs. (Sl. No. 1 to 3) & 14.12.2026, 18.30 hrs. (Sl. No. 4 & 5) respectively. Downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T20236(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum Notice to e-N.I.T No - WBIW/EE/NDID/e-NIT-11 of 2026-27, Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B. Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur Invites Corrigendum Notice to e-N.I.T No - WBIW/EE/ NDID/ e-NIT-11 of 2026-27, Sl. No. 01, Vide Memo no – 937 dated. 20.11.2026 of the EE/NDID. Change of Document Download end date & bid submission end date in 02.12.2026 at 17.00 Hrs. instead of 20.11.2026 at 17.00 hrs. Technical bid opening date is 03.12.2026 at 14.00 hrs. instead of 23.11.2026 at 14.00 hrs. For details please visit website www.tenders.wb.gov.in. & www.iwd.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer North Dinajpur Irrigation Division. ICA-T20193(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/FOOD SAFTY/44 (3RD Call)
E-Tender is hereby invited for various laboratory items for DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T20205(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. TENDER NOTICE
Tender Ref No : WBPWD/EE/CED/eNIT-63/2026-2027 (Tender ID: 2026_WBPWD_5089088_1)
EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work : Name of Work : (1) Urgent Electrical Repair and Renovation of Meeting Hall of Uttar Lata Bari RH in the district of Alipurduar. Bid Submission Start Date : 01.12.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 14.12.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date : 16.12.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Simson Thakur, Executive Engineer, P.W.D. Cooch Behar Electrical Division. ICA-T20228(3)/2026

Notice
E-Tender is being invited from the bonafied Suppliers vide e-NIQ No.: 01/VB-G RAM G/Phd/2026-27(3rd call), Dated:- 19/11/2026, Memo No:- 425/1(15)VB-G RAM G/Phd/2026-27, Date:- 19/11/2026, Last date for Submission of Bids- 26/11/2026 up to 6.00 PM. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/-
Programme Officer
&
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Recruitment of Staff at R-SETI Alipurduar in Coochbehar Region.
Available vacancies in R-SETI are as under-

R SETI Name	Faculty	Office Assistant (OA)	Attender
Alipurduar	2	2	1

The last date for receipt of application will be 15.12.2026.
Sd/- (Vikram Vishwakarma), Chief Manager

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
Accredited by NAAC with Grade B++
ADMISSION TO POSTGRADUATE DIPLOMA COURSE IN TEA MANAGEMENT
Applications are invited from candidates having Bachelor's Degree in any discipline, obtained under 10+2+3 system for admission one year Postgraduate Diploma in Tea Management (PGDTM) Course.
For details visit University's Website : www.nbu.ac.in
Advt. No. 15/R-2026, Dated : 26.11.2026 Registrar (Addl. Charge)

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Jalpaiguri
(Nezarath Section)
e-tender is invited by the District Magistrate, Jalpaiguri, online Item Wise / percentage rate / two bid system tender at https://tenders.wb.gov.in/ for the following work :
NIT No. 2575/NZT **Date : 25/11/2026**
Tender ID : **2026_DMJ_5089320_1 Date : 25/11/2026**
Name of Work : **SUPPLY OF FOOD INCLUDING TEA TIFFIN LUNCH DINNER FOR THE DISTRICT MAGISTRATE JALPAIGURI.**
Earnest Money - **Rs. 10,000/-**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Survey Division-VI, P.W. (Raods) Dte., Malda Abridge Notice Invites online e-quotation for the Providing for 24 hrs (round the clock) security services by deploying 03 (Three) nos. Security personnel (without arms) (Unskilled) on purely temporary basis guarding to the office of the Executive Engineer, Survey Division–VI, P.W. (Roads) Dte. Malda, during the year 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5088598_1. eNIQ No. 01 of 2026-27 of the Survey Division-VI, P.W. (Raods) Dte, Malda. Bid Submission start date (online) : 25/11/2026 after 6:00 P.M. Bid Submission closing date (online) 11/12/2026 upto 12:30 P.M. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Survey Division-VI, P.W (Roads) Dte. Malda ICA-T20224(2)/2026

সংশোধনী
নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে নবেম্বর/২০২৬ মাসের জন্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণ ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু বিশেষ ই-নিলাম কার্যসূচী পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভের তারিখ/সময়
১	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০২	২৩-১১-২০২৬/১১.০০.০০
	কিছু কারিগরি কারণে ২৩-১১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘটিকায় শুরু হতে যাওয়া উপরোক্ত নিলাম সূচি নং এনএফআরসিওএন০২ এতদ্বারা পরিবর্তন করে আগামী ২৫-১১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সূচি নং এনএফআরসিওএন০৪ করা হলো।		
২	নবেম্বর/২০২৬	এনএফআরসিওএন০৪	২৭-১১-২০২৬/১১.০০.০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আমন্ত্রণ করার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/সিওএন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিম্নলিখিত স্টেশনে ২২টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** C-AP-Catg-22-26; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১১:৩০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৭৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ তে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১২ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৯-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পূর্বের পেনশনার অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং-এর নিকট) জুস টি স্টল-১ এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৮-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) জুস বার/ফ্রেস ফুট-২ এর ব্যবস্থা।
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-২ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৯১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৬-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) টি স্টল-৩ এর ব্যবস্থা।
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮১-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ তে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১০ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২-৩ তে টি স্টল-৩।
এএ/৯	সিএটিজি-এপিডিজে-জিইউপি-জিএমইউ-৫৬-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গৌরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-১।
এএ/১০	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮০-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ তে অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-১৩ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৮-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৪ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১২	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৯-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৩ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৩	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৭-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৫ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৪	সিএটিজি-এপিডিজে-জিকেজে-জিএমইউ-৫০-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-১।
এএ/১৫	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৩-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৯ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৬	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-২।
এএ/১৭	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৭-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) টি স্টল-৪ এর ব্যবস্থা।
এএ/১৮	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-১৮৪-২৬-২ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ অসংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)-তে টি স্টল-৮ (ক্যাটারিং সার্ভিসেস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/১৯	সিএটিজি-এপিডিজে-এনসিবি-জিএমইউ-১৯৫-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় (পুরানো পিআরএস বিল্ডিং-এর নিকট) টি স্টল-২ এর ব্যবস্থা।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এইচএসএ-এসএমইউ-১৫-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ টি স্টল-১।
এসি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএস-১৯৩-২৬-১ (মিল্ক স্টল)	প্ল্যাটফর্ম ১ এ মিল্ক স্টলের ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থার জন্য ই-নিলাম (উল্লিখিত স্কেচ প্লান)।
এসি/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এমএস-১৯২-২৬-১ (মিল্ক স্টল)	প্ল্যাটফর্ম ১ এ মিল্ক স্টলের ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থার জন্য ই-নিলাম (উল্লিখিত স্কেচ প্লান)।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম ক্যাটারিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে কাপড়ের দোকানে সেলসের কাজের জন্য কাজ জানা স্থানীয় পুরুষ/মহিলা কর্মী চাই। (M) 98320-63621. (P/A)

•

শিলিগুড়িতে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। যোগাযোগ- 7699002805. (C/124523)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mostaque Ahmed, পিতা- Jamir Ahamed, গ্রাম-জালালপুর, পোস্ট :- এইচ জালালপুর, থানা- চাঁচল, জেলা-মালদা। আমার বার্থ রেজিস্টারে (চাঁদমণি-২ পঞ্চায়েত) আমার নাম ভুলবশত Mostak Ahamed উল্লেখ রয়েছে। গত ২০/১১/২৬ তারিখে চাঁচল JM, 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mostaque Ahamed ও Mostak Ahamed একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124737)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৪৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪৪৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে


নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ রক্তরহস্য, ১০.০০ রাম লক্ষ্মণ, দুপুর ১.১৫ ককপিট, বিকেল ৪.১৫ আশ্রিতা, রাত ৯.৩০ জোর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নবাব, দুপুর ১.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.৩০ গুগলি, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১১.৩০ ওগো বিদেশিনী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাজি, বেলা ১১.৩০ আক্রোশ, দুপুর ২.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৫.০০ অভিমান, রাত ৮.০০ অভিমন্যু, ১০.৩০ তোর নাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হার মানা হার
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ দাদু নম্বর ওয়ান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫৯ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ২.১৪ বাগি-ফোর, বিকেল ৪.৫০ আধি শব্দম, সন্ধে ৭.২৯ সিম্বা, রাত ১১.৩৯ রাবণাসুরা
স্টার গোল্ড : দুপুর ১.৩০ মিরাই, সন্ধে ৭.৫০ ব্লাস্ট জোন, রাত ১০.৪১ এক থা টাইগার
স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ১০.৩২ বেতাব, দুপুর

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

খড়িবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : নেপাল সীমান্তের দিলশারামজোত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত বিজয় সিংহ খড়িবাড়ির জোড়পাখুঁড়িজোতের বাসিন্দা। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। মোটরসাইকেলে করে মাদক বিক্রি করতে আসার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে বলে পুলিশ। মাদক কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন এবং কার কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাতবদল

চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির পর এবার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণও গেল এনসিপিআইয়ের হাতে। তৃণমূল ছেড়ে প্রধান কাইয়ুম আলম, উপপ্রধান নরেশচন্দ্র সিংহ সহ ২৪ জন সদস্য ওই দলে যোগ দেন। বুধবার সন্ধ্যায় ইসলামপুরে জেলা পরিষদ ভবনে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি মহম্মদ জাহেদুল ও ব্লক সভাপতি গোপাল ভৌমিক। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩০টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল তৃণমূল। পরে একজন সদস্য বিজেপিতে যোগ দেন। উন্নয়নের স্বার্থে দলবদলের কথা বলেন প্রধান ও উপপ্রধান। এর আগে মঙ্গলবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির ১৯ জন সদস্যও এনসিপিআইয়ে যোগ দেন। সূত্রের খবর, আরও কয়েকটি পঞ্চায়েতেও দলবদলের প্রস্তুতি চলছে।

ট্রাইবিউনালে আবেদন না জানানোর কারণ অনুসন্ধান

বাড়ি বাড়ি খোঁজ পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পুজোর মরশুমেও সরকারের নজর এসআইআর-এর দিকে। সূত্রের খবর, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত সিভিক রিসার্চ গ্রুপের মাধ্যমে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ৮৮ হাজার ৩৭১ জন ভোটারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মাস পাঁচেক আগে প্রশাসনের তরফে ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া হয়েছিল। দ্রুত ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য ওই ভোটারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে এরপরেও এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের ট্রাইবিউনালে আবেদন না করার সঠিক কারণ জানতে চাইছে প্রশাসন।

উত্তর পেতে, এখনও ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে থানা ও ফাঁড়িগুলোর কাছে। সংশ্লিষ্ট থানা ও ফাঁড়িগুলোতে ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারদের লিস্ট পাঠানো শুরু করেছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, ভালোভাবে ভেরিফিকেশন করার জন্য থানা ও ফাঁড়ি হিসাবে একাধিক ধাপে ভোটার লিস্ট পাঠানো হবে। প্রতিটি ভোটার লিস্ট পাঠানোর সাতদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এসডিও ও বিডিও অফিসে সেই ভেরিফিকেশন রিপোর্ট দিতে হবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়িতে ইতিমধ্যেই ভোটার লিস্ট চলে আসায় কাজের পদ্ধতি বোঝানোর জন্য আইসি ও ওসিদের নেতৃত্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করা হচ্ছে। এদিন শিলিগুড়ি থানাতেও দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, নির্দেশিকা মেনে আবেদন না করা প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে গিয়েই ভেরিফিকেশন করা হবে।

উত্তরবঙ্গের নিরিখে ট্রাইবিউনালে এখনও আবেদন না করা ভোটারদের মধ্যে জেলা হিসাবে সবার প্রথমে রয়েছে কোচবিহার। সেখানে ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারের সংখ্যা ১৪ হাজার ৫। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম কালিম্পংয়ে। সেখানে ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারের সংখ্যা ১,৮৭২। তবে বিধানসভা হিসাবে কালিম্পং বিধানসভাতেই ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারের শতকরা হার সবচেয়ে বেশি- ৭৭.৮ শতাংশ। সেখানে অযোগ্য হিসাবে বাদ গিয়েছেন ২,৪০৭ জন। তাঁদের মধ্যে ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছেন মাত্র ৫৩৫ জন।

সবচেয়ে কম আবেদন না করা ভোটার রয়েছেন মালদা জেলার মোথাবাড়ি বিধানসভা আসনে, প্রায় ১.৫ শতাংশ। সেখানে 'অযোগ্য' ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ২৫৫। এর মধ্যে ৫৭৪ জন ভোটার এখনও পর্যন্ত ট্রাইবিউনালে আবেদন করেননি।

অন্যান্য জেলাগুলোর মধ্যে আলিপুরদুয়ারে ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারের সংখ্যা ১২ হাজার ৭২৫। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই সংখ্যা ১২ হাজার ৯৩২, মালদায় ১২ হাজার ৪৮৮, উত্তর দিনাজপুরে ১১ হাজার ২৬ ও জলপাইগুড়িতে ৯,৫৫২।

দার্জিলিং জেলায় আবেদন না করা ভোটারের সংখ্যা ১৩ হাজার ৭৭১। এর মধ্যে দার্জিলিং বিধানসভায় এই সংখ্যা ৩,৮৯৪। শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায় ভোটারদের মধ্যে আবেদন করেননি ৩,০২০ জন। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা আসনে এই সংখ্যা ৩,৮০৪, কার্সিয়াংয়ে ২,০২২ ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা আসনে ১,০৩১।

বিধানসভা ভিত্তিতে ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারের শতাংশ হিসাবে সবচেয়ে বেশি শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায়। আবেদন না করা ভোটারের শতাংশ ৪৫.৯। আবেদন না করা ভোটারের হার সবচেয়ে কম ফাঁসিদেওয়ায়- ৭.৭ শতাংশ।

ট্রাইবিউনালে আবেদন না করা ভোটারদের জন্য একাধিক প্রশ্ন তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেই প্রশ্নের প্রথমেই রয়েছে, ট্রাইবিউনালে আবেদন করার পরেও এখনও কেন আবেদন করলেন না? কবে থেকে এলাকায় বসবাস করছেন? কী কারণে বিচারাধীন ভোটারের তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়ে অযোগ্য তালিকায় রয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়াও পরিবারের বাকি সদস্যদের নাম উঠেছে কি না, উঠে থাকলে কীভাবে উঠেছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখার পাশাপাশি এসআইআর-এর এই চাপে পুলিশের অন্দরে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। এক পুলিশকর্তার কথায়, নির্দেশ যখন দেওয়া হয়েছে, তখন পালন করতেই হবে। ভেরিফিকেশন করার ক্ষেত্রে যাতে কোনও খামতি না থাকে, সে ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।



- উত্তরবঙ্গে এখনও ৮৮ হাজার ৩৭১ জন ভোটারের অবস্থানে প্রশ্ন
- আবেদন না করা ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কোচবিহারে, সবচেয়ে কম মোথাবাড়িতে
- শতাংশের হারে আবেদন না করা ভোটার সবচেয়ে বেশি কালিম্পংয়েই- ৭৭.৮ শতাংশ

আবর্জনায় কড়া পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার বাড়ি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে কি না, সেদিকে নজরদারি চালাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই দায়িত্বে থাকবেন ওয়ার্ড মাস্টার ও নির্মল সাথিরা। বুধবার পুরনিগমের কনফারেন্স হলে প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগমের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেখানে শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড মাস্টার ও নির্মল সাথিরা উপস্থিত ছিলেন। আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ফি আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়।



টিকিট দিচ্ছেন না, অভিযুক্ত কনডাক্টর

ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিতর্ক

শমিদীপ দত্ত



শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তরফে যখন বাসপ্রতি খরচ কমানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ওই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, এক যাত্রী এনবিএসটিসি-র এক কনডাক্টরের সঙ্গে টিকিট কাটা নিয়ে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ছেন।

ভিডিওর কথোপকথন অনুযায়ী, ওই যাত্রী অভিযোগ করছেন, কয়েকজন ভাড়া কম দিয়ে ফাটাপুকুরে নেমে গেলেন। তাঁর বক্তব্য, ওই যাত্রীদের থেকে নির্ধারিত ২৩ টাকার বদলে ২০ টাকা নেওয়া হল এবং কনডাক্টর তাঁদের কাছ থেকে ওই টাকা নিলেও কোনও টিকিট দিলেন না। অথচ ওই যাত্রীরা পুরো পথ বসে এসেছেন। ওই যাত্রীর প্রশ্ন, 'ওই বিনা টিকিটের যাত্রীদের জন্য কেন তিনি টিকিট কেটেও দাঁড়িয়ে যাবেন?' কনডাক্টর বেশ কিছুক্ষণ পর বলেন, তাঁরা রাস্তায় এভাবেই খাবারের টাকা জোগাড় করেন।

এমন ঘটনায় অবশ্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়। তাঁর বক্তব্য, 'নিগমকে ফাঁকি দেওয়ার সঙ্গে কোনও কনডাক্টর যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

টিকিট নিয়মিত কাটা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে নজরদারির জন্য নিগমের অন্দরে সাব-ইনস্পেকটর পদ থাকলেও সেগুলো দীর্ঘদিন ধরেই খালি রয়েছে। অভিযোগ, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই কনডাক্টরদের একাংশ মুখচেনা যাত্রীদের টিকিট না দিয়ে কম টাকা নিচ্ছেন। সেই টাকার পুরোটাই আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

যিনি ওই ভিডিও করেছেন সেই সুদীপ ঘোষ বলেন, 'আমি সম্প্রতি তিনবাত্তি থেকে বাসে উঠেছিলাম। আমার সঙ্গে আরও তিনজন উঠলেন। ফাটাপুকুরে ২৩ টাকা ভাড়া থাকলেও দেখলাম, ওঁদের থেকে ২০ টাকা করে নেওয়া হল। কোনও টিকিটও দেওয়া হল না। তবে ওঁরা সিটে বসে পড়লেন। আমার থেকে ২৩ টাকা নিয়ে টিকিট দেওয়া হল। অথচ আমাকে বসার সিটই করে দেওয়া হল না।' তাঁর বক্তব্য, এভাবে তো তাহলে প্রতিটি বাসের ট্রিপ থেকে খাবারের টাকা তোলা হচ্ছে। পুরোটাই তো দুর্নীতি হচ্ছে।

এনবিএসটিসি-র বাসে নিত্য যাতায়াতকারী অনেকেই বলছেন, এই ধরনের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে। প্রায়দিনই বাসে জলপাইগুড়ি যান শিলিগুড়ির বাসিন্দা হেমন্ত দাস। তিনি বলছিলেন, 'প্রতিদিন একই সময় বাসে যাওয়ায় এক কনডাক্টরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে আমাকে বললেন, উনি টিকিট দেবেন না। পালটা আমার থেকে কম ভাড়া নেবেন। আমি অবশ্য সেই প্রস্তাবে রাজি হইনি। তবে আমার পরিচিত অনেকেই এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। এখন অন্যদের তো আমি মানা করতে পারি না।'

নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা এ ধরনের কার্যকলাপকে কোনওভাবেই সমর্থন করি না। তবে সব কনডাক্টর সমান নন। এইটুকুই শুধু বলার।'

হাসপাতাল পরিদর্শনে কেন্দ্রের দল

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলার স্বাস্থ্যকাঠামো পরিদর্শনে এসে 'সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা' শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের হাল খতিয়ে দেখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কমন রিভিউ মিশন (সিআরএম)-এর প্রতিনিধিরা। বুধবার সন্ধ্যায় ১৫ জনের দলটি তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও অবজার্ভেশন থেকে শুরু করে প্যাথলজি, অপারেশন থিয়েটার— সমস্ত কিছু পরিদর্শন করে। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে থাকা যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না এবং জরুরি বিভাগ ও অবজার্ভেশনে ইনজেকশন, ওষুধপত্র ঠিকঠাক রয়েছে কি না, সবই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা দেখেন।

এর আগে মঙ্গলবার দলটি দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল ঘুরে দেখে। এদিন সকালে দলটি উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। ধনীরহাট ও দিঘিকলোনির আরোগ্য আয়ুষ্মান মন্দির (আম) পরিদর্শনের পাশাপাশি দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো ও পরিষেবা খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধিরা। চোপড়া গার্লস হাইস্কুলে গিয়েও পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ নেন তাঁরা। জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় দলটির সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক ও হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ।

প্রতিটি বিভাগে সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে খাতায় লিখে রাখা হয় কি না, সেই বিষয়টি এদিন কেন্দ্রের দলটি খতিয়ে দেখে। কুকুর বা অন্য কোনও প্রাণী কামড়ালে ক্ষতের জায়গাটি সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। হাসপাতালে সেই ব্যবস্থা রয়েছে কি না, তা আধিকারিকরা খোঁজ নেন। পুলিশ কেস হওয়া রোগীদের তথ্য ঠিকঠাক রাখা হয় কি না, সেই বিষয়টি তাঁরা দেখেন। হাসপাতালে কীভাবে রান্না করা হচ্ছে এবং ওষুধপত্র ঠিকঠাক রয়েছে কি না, দুটি দলে বিভক্ত হয়ে সেসবও ঘুরে দেখে দলটি। সিআরএম-এর দলটির মাথায় ছিলেন ন্যাশনাল হেলথ মিশনের কমিশনার ডাঃ সুশীলকুমার বিমল। তিনি বলেন, 'হাসপাতালের সমস্তটা আমরা ঘুরে দেখেছি। সব ঠিকঠাক রয়েছে। ওষুধও রয়েছে।'

সিআরএম দল আসার আগে হাসপাতালকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বাইরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে কল চুরি হয়ে গিয়েছিল। সিআরএম-এর প্রতিনিধিদলের ভিজিটের জন্য সেখানে নতুন করে কল লাগানো হয়। চিকিৎসকদের প্রায় সকলেই হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।



শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

পূর্বনির্ধারিত সূচি ছাড়াই প্রতিনিধিদলটি চোপড়ার দিঘিকলোনির আরোগ্য আয়ুষ্মান মন্দিরে যায়। রাস্তার ধারের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আরোগ্য আয়ুষ্মান মন্দির চলায় কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। নিজস্ব ভবন তৈরির পরিকল্পনার কথা জানানো হলে পরিকাঠামোগত সমস্যায় বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শ দেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যুতে প্রশ্ন

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি হাতির। বুধবার সাতসকালে খড়িবাড়ির চরনাজোত এলাকার একটি চাষের জমিতে হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রাথমিকভাবে বন দপ্তরের অনুমান, বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসাতেই এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে। এদিন আর্থমুভারের সাহায্যে বনকর্মীরা হাতির মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। কীভাবে চাষের জমিতে ফসল সুরক্ষার জন্য লাগানো তারে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়ল এবং এর পেছনে কারও কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে যৌথভাবে তদন্ত করে দেখছেন বন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা।

স্থানীয় ও বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, খাবারের খোঁজে প্রায় প্রতি রাতেই পার্শ্ববর্তী টুকুরিয়াঝাড় জঙ্গল থেকে লোকালয়ে হানা দেয় হাতির দল। মঙ্গলবার রাতেও একটি মাদি হাতি চরনাজোত এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। ফসল বাঁচাতে ওই এলাকার কিছু কৃষক তাঁদের চাষের জমিতে কম ভোল্টেজের ব্যাটারিচালিত 'ঝটকা' মেশিনের তার লাগিয়ে রাখেন। জানা গিয়েছে, এক কৃষক ফসল বাঁচাতে তাঁর জমিতে ওই মেশিন লাগিয়েছিলেন। বন আধিকারিকদের অনুমান, রাতের অন্ধকারে হাতিটির ধাক্কায় পাশের একটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে সরাসরি ওই ঝটকা মেশিনের তারের ওপর পড়ে যায়। এর ফলে কম ভোল্টেজের তারটিতে উচ্চক্ষমতার বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায়। সেই তারের সংস্পর্শে আসায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হাতিটির।

জমিতে তড়িৎবাহী তারে বিপত্তি

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান কার্সিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের এডিএফও, টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের বনকর্মী এবং খড়িবাড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রশাসনের তরফে হাতিমৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করা হয়।

স্থানীয়দের মধ্যে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুষণা মার্ডি বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। দুটো বিদ্যুৎবাহী তারের খুঁটি ভেঙে গিয়েছে। ওখানে ঝটকা মেশিনের তার ছিল। মনে হচ্ছে, বিদ্যুতের শকে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন তিনি।

সুরেশকুমার হাজরা নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'টুকুরিয়াঝাড় জঙ্গলে পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে প্রতিনিয়ত লোকালয়ে কিংবা চাষের জমিতে খাবারের খোঁজে চলে আসছে হাতির দল। শুধুমাত্র প্রশাসনিক উদাসীনতা ও নজরদারির অভাবে টুকুরিয়া জঙ্গলের একটি হাতি অকালে প্রাণ হারাল।'

টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুরাজ মুখিয়া বলেছেন, 'মৃত হাতিটি ছয় বছর বয়সের ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। চাষের জমিতে ঝটকা মেশিনের তার লাগানো এবং ফসল তোলার পরও সেই সেই তার না খোলার অভিযোগে অভিযুক্ত চাষির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করবে বন দপ্তর।'



খড়িবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত হাতির দেহ ঘিরে বনকর্মী ও স্থানীয়রা। বুধবার।

রাস্তা নিয়ে আন্দোলন

খড়িবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : খড়িবাড়ি বাজারের ভিতর দিয়ে ফোর লেনের মহাসড়ক তৈরির দাবিতে আন্দোলনে নামলেন ব্যবসায়ীরা। বুধবার দুপুরে খড়িবাড়ি এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বিডিও অফিসে পৌঁছায়। পরে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল বিডিওর মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেয়।

আন্দোলনকারীদের দাবি, সম্প্রতি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের ঘোষণা অনুযায়ী খড়িবাড়ি মূল বাজারের ভেতর দিয়ে মহাসড়কটি ভালুকগাড়া থেকে ঘোষপুকুর পর্যন্ত করতে হবে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে তন্ময় সিংহ বলেন,'সাংসদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খড়িবাড়ি বাজারের ভেতর দিয়ে রাস্তাটি করতে হবে। না হলে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। বিডিও দীপ্তি সাউ স্মারকলিপিটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্ষুব্ধ বিধায়ক

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েত অফিসে দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি অ্যাম্বুল্যান্স। বুধবার এলাকায় গিয়ে ধুলোমাখা অ্যাম্বুল্যান্সটি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল আমলে সেটি সারাই করে চালু করার বদলে ফেলে রাখা হয়েছিল কেন, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিধায়ক বলেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সটি ঘুরে বেড়ানোর জন্য রাখা হয়েছিল। খারাপ হওয়ার পর সেটি ঠিক করা হয়নি। নতুন প্রধান যিনি হবেন, তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্স ঠিক করে পরিষেবা দিতে বলব।'

বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ নভেম্বর : নদীর বালি পাচারের অভিযোগে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ও ট্রলি বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। বুধবার রাতে ফাঁসিদেওয়া থানার মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে নাকা তল্লাশির সময় নীল রঙের গাড়িটি আটক করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বালি সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশির পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



GOVERNMENT OF WEST BENGAL

COMMISSION ON INSTITUTIONAL CORRUPTION IN WEST BENGAL

PUBLIC NOTICE

The Government of West Bengal has constituted the **Commission on Institutional Corruption in West Bengal** under the Commissions of Inquiry Act, 1952, under the Chairmanship of **Hon'ble Justice Biswajit Basu**, Retired Judge of the High Court at Calcutta.

The Commission will inquire into allegations of institutional corruption, financial irregularities, bribery, extortion, misuse of public funds and abuse of authority in various government departments and schemes during the period **2011 to May 2026**.

All members of the public who have any information or complaint relating to the above matters are invited to submit the same to the Commission.

How to submit complaints: In person / By post / By e-mail

Address:
Commission on Institutional Corruption in West Bengal
4th Floor, HRBC Bhawan, Munshi Prem Chand Sarani, Kolkata-700021.

E-mail: inst.corruption-wb@bangla.gov.in
inst.corruption.wb@gmail.com

WhatsApp No.: 7044206665

Complaints should be specific, supported by available documents, and preferably verified by affidavit.

Secretary
Commission on Institutional Corruption in West Bengal

ICA-N339(4)/2026

হাতি, ঘোড়ায় রাসের জমকালো শোভাযাত্রা

মদনমোহনবাড়িতে পুজো দিয়ে রাসচক্র ঘোরানো থেকে এমজেএন স্টেডিয়ামে রাসমেলার উদ্বোধন, বুধবার প্রতিটি পর্বেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ঘুরেফিরে এসেছে 'ডেস্টিনেশন কোচবিহার'-এর কথা।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ নভেম্বর : রাজকীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় আবেগ আর লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধনকে পুঁজি করেই এবার কোচবিহারকে পর্যটনের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে তুলে ধরার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মদনমোহনবাড়িতে পুজো দিয়ে রাসচক্র ঘোরানো থেকে এমজেএন স্টেডিয়ামে রাসমেলার উদ্বোধন, প্রতিটি পর্বেই তাঁর মুখে ঘুরেফিরে এসেছে 'ডেস্টিনেশন কোচবিহার'-এর কথা। শুধু মেলা বা উৎসব নয়, কোচবিহারের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা, মন্দির সংস্কার, বিমানবন্দর, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে তৈরি 'দুর্গা স্কোয়াড'-এর সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার দুপুরে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুখ্যমন্ত্রীর রাসমেলা সফর। রাজবাড়ির সামনে থেকে মদনমোহনবাড়ি পর্যন্ত সেই শোভাযাত্রায় পা মেলান তিনি। জয়পুর থেকে আনা দুটি হাতি, সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ি, ঢাকঢোল, দোতারা আর বিভিন্ন জনজাতির সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় রাজপথ যেন হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির মিলনমঞ্চ। রাজবংশী, রাভা, মেচ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা নিজেদের কৃষ্টি তুলে ধরেন। শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'পাশে ভিড় উপচে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে, হাত মেলাতে এবং সেলফি তুলতেও দেখা যায়। হরিশ পাল মোড়ে নতুন করে তৈরি ঘড়িঘরটির উদ্বোধন করেন তিনি।

এরপর মদনমোহনবাড়িতে পুজো দিয়ে ঐতিহ্যবাহী রাসচক্র ঘোরান মুখ্যমন্ত্রী। বৃক্ষরোপণও করেন। পরে এমজেএন স্টেডিয়ামে বৈদ্যুতিক প্রদীপ জ্বালিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাসমেলার উদ্বোধন করেন। একই মঞ্চ থেকে গৌরীমেলারও সূচনা হয়। এদিন কোচবিহারের ২৯টি মন্দির, গৌড়ীয় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। শিল্পী হরিদাস সান্যালের তৈরি কাঠের মদনমোহনের প্রতিকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন জেলা শাসক জিতিন যাদব। মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে গঠিত 'দুর্গা স্কোয়াড'-এর সূচনাও এদিনের কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ।

ভাষণের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, এবারের রাসমেলার আয়োজন আগের বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে কি না। উপস্থিত মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যে গণতন্ত্রের ভোট সঠিক জায়গায় দিয়েছিলেন, এটি তারই প্রমাণ। হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে আমরা ফিরিয়ে আনার কাজ করব।' এরপরই পর্যটনকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি।



*রাসমেলা উপলক্ষ্যে কোচবিহার রাজবাড়িত

বোর্ড দখলের পথে বিজেপি

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ নভেম্বর : গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩ জন সদস্য থাকা সত্ত্বেও প্রধান নির্বাচনের বৈঠকে হাজির হলেন না তৃণমূলের কেউই। ফলে প্রথম বৈঠকে কোরামের অভাবে নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের। তবে পরবর্তী বৈঠকে কোরামের নিয়ম শিথিল হওয়ায় মাত্র তিনজন বিজেপি সদস্যের উপস্থিতিতেই প্রধান নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শাসকদলের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বিজেপির বোর্ড দখলের পথ প্রশস্ত হল।

পুজোর ঠিক আগে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে প্রধান অণিমা রায় পদত্যাগ করেন। ওই আসন তপশিলি জাতিভুক্তের জন্য সংরক্ষিত। চলতি মাসের শুরুতে বিডিও তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন। এরপর থেকে উপপ্রধান পার্থ বিশ্বাস দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। গত ১৩ নভেম্বর বিডিও অফিস থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বুধবার দুপুর ১২টায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে নতুন প্রধান নির্বাচনের দিন ঠিক হয়।

১৬ আসনের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনে তৃণমূলের ৯ জন, বিজেপির ৪ জন, কংগ্রেসের ২ জন এবং এক নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। তবে বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের পাঁচজন সদস্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে তৃণমূলের চারজন, বিজেপির চারজন, কংগ্রেসের একজন এবং নির্দলের একজন সদস্যের সমর্থনে বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে দলবদল ও রাজনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তনে তৃণমূলের সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩। বিজেপির সদস্যসংখ্যা হয় তিন।

বুধবার বিডিও অফিসের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও বৈঠকে হাজির হন শুধু বিজেপির তিনজন সদস্য— বিশ্ব বিশ্বাস, ঊষা শিকদার ও মুক্তা দাস। তৃণমূলের ১৩ জনের কেউই আসেননি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসন ও সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ার যুক্তিতে শাসকদল কার্যত বিজেপির জন্যই রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, সাতদিন পর ফের বৈঠক ডাকা হবে। সেই বৈঠকে কোরামের নিয়ম অনুযায়ী যে ক'জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের মতামতের ভিত্তিতেই প্রধান নির্বাচিত হবেন। আর পরবর্তী বৈঠকে তৃণমূলের সদস্যরা যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে উপপ্রধান বলেন, 'পরের তারিখে আমি যাব না। তবে বাকি কে যাবে, তা বলতে পারছি না।'

মদ পাচার

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : সিকিমে বিক্রির জন্য নির্ধারিত শুল্কবিহীন বিদেশি মদ পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল আবগারি দপ্তর। বেঙ্গল সাফারির কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত হল ১০৩ কার্টন বিদেশি মদ। বাজেয়াপ্ত মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৪৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এই ঘটনায় বিহারের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে আবগারি দপ্তর। ধৃতদের নাম নিকেশ কুমার ও মহম্মদ সাবির। তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে খাগাড়িয়া ও পূর্ণিয়া জেলায়।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৪ নভেম্বর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি আবগারি জেলার ভক্তিনগর রেঞ্জ এবং এনজেপি আবগারি স্টেশনের আধিকারিকরা মালবাজার আবগারি স্টেশনের সহযোগিতায় অভিযান চালান। ভক্তিনগর রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টরের নেতৃত্বে একটি ট্রাকে তল্লাশি চালানো হয়। ট্রাকের ছাদে বিশেষভাবে তৈরি লোহার কার্গো গ্রিডের ওপর ত্রিপলের একাধিক স্তরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মদের কার্টনগুলি। সব মিলিয়ে বাজেয়াপ্ত মদের পরিমাণ ৯২৫.২ লিটার। আবগারি দপ্তরের দাবি, বোতল ও কার্টনে 'ফর সেল ইন সিকিম ওনলি' লেখা ছিল। অর্থাৎ, ওই মদ শুধুমাত্র সিকিমে বিক্রির জন্য নির্ধারিত। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধার, গ্রেপ্তারিতে শীর্ষে এনজেপি

মাদক পাচারে প্রথম পছন্দ রেল

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : ট্রেনে করে গাঁজা, ব্রাউন সুগারের পাশাপাশি বিভিন্ন মাদক পাচার চলছেই। রেল পুলিশের তরফে চলা লাগাতার অভিযানে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। শিলিগুড়ি জিআরপি সূত্রে খবর, গত ছয় মাসে ৯টি থানা এলাকায় বিভিন্ন অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে ৯০ জন পাচারকারী। রেল পুলিশের তথ্য বলছে, এই ক'মাসে ট্রেনে গাঁজা পাচারের চেষ্টা সব থেকে বেশি হয়েছে। সেইসঙ্গে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগারের পরিমাণও নেহাত কম নয়।

তথ্যের হিসেবে, মাত্র ছয় মাসে ন'টি থানা এলাকায় চলা অভিযানে আনুমানিক ৮৯২.৭৭০ কেজি গাঁজা ও ৯.৩২৬ কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ইয়াবা ট্যাবলেট, নারকোটিক ট্যাবলেট ও কাফ সিরাপ যথেষ্ট পরিমাণে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এই ছয় মাসে। শিলিগুড়ি জিআরপির কর্তাদের দাবি, বাজেয়াপ্ত হওয়া বেশিরভাগ মাদকই নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার থানা এলাকা থেকে মিলেছে। স্বাভাবিকভাবে ওই চারটি থানা এলাকাকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারিও। তবে মাদক শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কুকুর না থাকার বিষয়টিও পুলিশের কর্তাদের ভাবিয়ে তুলছে। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপার ইন্দ্রবদন ঝা বলেন, 'মাদক পাচার রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। তাতে সাফল্যও মিলছে। স্পর্শকাতর চারটি থানা এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। লোকবল বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও আরও একাধিক পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি জিআরপির তরফে জানা গিয়েছে, জুন মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ৯টি থানার তরফে মোট ৭৯টি অভিযান চালানো হয়েছে। এনজেপি জিআরপির তরফে সব থেকে বেশি অভিযান চলেছে। এখানে ছয় মাসে ২৯টি অভিযানে ৩১ জন মাদক পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের হেপাজত থেকে মোট ৫৪৬.১১৯ কেজি গাঁজা, ১.৩১২ কেজি ব্রাউন সুগার ও অন্যান্য মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মালদা জিআরপি। মালদা জিআরপির তরফে চলা ১৪টি অভিযানে ছয় মাসে ২৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের হেপাজত থেকে ১০৬.৫৪৩ কেজি গাঁজা, ৭.৯১১ কেজি ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য মাদকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিউ কোচবিহার জিআরপির তরফে চলা ১৫টি অভিযানে ১৬ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের হেপাজত থেকে ৭৬.৫৫০ কেজি গাঁজা, ০.১০৩ কেজি ব্রাউন সুগার এবং বেশ কিছু কাফ সিরাপের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জিআরপির তরফে চলা ১০টি অভিযানে ছয় মাসে মোট ৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের হেপাজত থেকে ৬০.৪০০ কেজি গাঁজা ও অন্যান্য মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি জিআরপির কর্তারা জানাচ্ছেন, এই পরিস্থিতিতে ওই চারটি থানা এলাকায় বেশি সংখ্যক লোকবল মোতায়েনের পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে এসওজি জিআরপি গ্রুপ। সংশ্লিষ্ট থানাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এসওজি জিআরপির তরফে নিয়ম করে মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্ল্যাটফর্ম চত্বরেও কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে।



- ছয় মাসে শিলিগুড়ি জিআরপির ৯টি থানা এলাকায় ৯০ জন পাচারকারী গ্রেপ্তার
- অভিযান ও মাদক উদ্ধারে শীর্ষে রয়েছে এনজেপি, দ্বিতীয় স্থানে মালদা জিআরপি
- পাচার রোধে স্পর্শকাতর চার থানা এলাকায় নজরদারি ও লোকবল বাড়িয়েছে রেল পুলিশ

মাদক পাচার রুখতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। তাতে সাফল্যও মিলছে। স্পর্শকাতর চারটি থানা এলাকায় বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। লোকবল বাড়ানো হয়েছে। আরও পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে।

ইন্দ্রবদন ঝা
শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপার



ধান কাটার মরশুমে। রাঙ্গাপানিতে বুধবার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

কমিটি না হওয়ায় অনিশ্চিত শীতকালীন ক্রীড়া

চোপড়া, ২৫ নভেম্বর : শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরুর নির্ধারিত সময় চলে এলেও চোপড়া ব্লকে এখনও তৈরি হয়নি অঞ্চল ও সার্কেল স্তরের পরিচালন কমিটি। কমিটি গঠনে শিক্ষকদের মতামত উপেক্ষা করে একতরফা তালিকা তৈরির অভিযোগে বুধবার স্কুল পরিদর্শক দপ্তরের (প্রাথমিক) উদ্যোগে ডাকা বৈঠকও কার্যত ভেস্তে গেল। শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে তালিকা প্রকাশ হতেই আপত্তি ওঠে। শেষপর্যন্ত মতবিরোধের জেরে কমিটি গঠন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে এবছর গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নির্ধারিত শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

বুধবার বিকেলে চোপড়া গার্লস হাইস্কুলে ব্লকের দুই সার্কেলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠকটি হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর এবং মহকুমা ক্রীড়া সম্পাদক। দুই সার্কেলের পরিচালন কমিটির তালিকা প্রকাশ হতেই শিক্ষকদের একাংশ আপত্তি জানায়। তাঁদের অভিযোগ, কোনও আলোচনা বা মতামত গ্রহণ না করেই আগে থেকে তৈরি তালিকা পড়ে শোনানো হয়। কমিটিতে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষক সংগঠনের সদস্যদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে। মহকুমা ক্রীড়া সম্পাদক সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'বিশৃঙ্খলা এড়াতে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকরা তা মানতে চাননি।'

গত বছরের ক্রীড়া কমিটির কোঅর্ডিনেটর সঞ্জীব বসাকের অভিযোগ, বৈঠকে গিয়ে দেখা যায়, আগে থেকেই তৈরি কমিটির তালিকা পড়ে শোনানো হচ্ছে। এই পদ্ধতি নিয়েই শিক্ষকদের আপত্তি।

এর আগে এবিআরএসএম এবং বিজেপি টিচার্স সেলের শিক্ষক প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে স্কুল পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করে কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক চলছিল। কিন্তু বুধবারের বৈঠকেও মতৈক্য না হওয়ায় জট কাটেনি।

বিজেপি টিচার্স সেলের মণ্ডল কনভেনার সমীর দাসের অভিযোগ, কমিটি গঠনের আগে তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। এবিআরএসএম-এর স্থানীয় শিক্ষক নেতৃত্ব অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এবিপিটিএ-র চোপড়া উত্তর চক্রের সম্পাদক সৌমিত্র চক্রবর্তী বলেন, 'সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হলে এই সমস্যা তৈরি হত না। এ বিষয়ে আগেও কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল।' জটিলতা কাটাতে এবার জেলা স্তরে সমস্যার কথা বলে স্কুল পরিদর্শক দপ্তর।



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ব্যস্ততা।। মাথাভাঙ্গার সুটুঙ্গা নদীতে ছবিটি তুলেছেন কাজল রায়।

প্রতিবাদে বন্ধ পুকুর ভরাট

নকশালবাড়ি, ২৫ নভেম্বর : পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আর্থমুভার দিয়ে রাতারাতি পুকুর ভরাটের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। এছাড়া নির্বিচারে পুকুরপাড়ের একাধিক বড় গাছও কেটে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদে শেষপর্যন্ত ভেস্তে যায় বেআইনি কারবার। বুধবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত বন্ধ হয়েছে ভরাটের কাজ। আর্থমুভারচালককে আটক করা হলেও পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত কিলারাম মৌজায় এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ, কোনওরকম সরকারি অনুমতি ছাড়াই কাজ শুরু হয়। নির্মাণের পথ প্রশস্ত করতে পুকুরপাড়ের একাধিক গাছও কেটে ফেলা হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই মঙ্গলবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বুধবার ঘটনাস্থলে যান নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা এবং পুলিশ। তারপর এলাকা পরিদর্শন করে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও ওই পুকুর সহ জমির মালিক উমরেশ রাইকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শুধু জানান, তাঁর সব নথি রয়েছে। তবে আবার যাতে রাতের অন্ধকারে বা গোপনে ভরাটের কাজ শুরু না হয়, তা নিশ্চিত করতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রশাসনের এই তৎপরতায় আপাতত স্বিস্ত পেয়েছেন স্থানীয়রা। এক স্থানীয় বাসিন্দা নুর জামাল বলেন, 'এলাকার জমির দালালরা অবৈধভাবে পুকুর ভরাট করায় আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। প্রশাসনকে জানিয়েছি।' এদিকে নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলেন, 'বেআইনিভাবে পুকুর ভরাটের কাজ চলছিল। আমরা অভিযোগ পেয়েই এলাকা পরিদর্শনে যাই। কাজ বন্ধ করা হয়েছে। নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।' তিনিও আরও জানান, অভিযুক্ত কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই কাজ করছিলেন।

ধৃত ২

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ নভেম্বর : দুটি পৃথক ঘটনায় দুই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। বুধবার ঘোষপুকুর ও বিধাননগর এলাকায় অভিযোগ দায়েরের পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম ঘটনাটি ঘোষপুকুর এলাকার। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় ২৪ বছর বয়সি এক তরুণ এক নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন করে। দ্বিতীয় ঘটনাটি বিধাননগর এলাকার। বুধবার রাতে ১৭ বছর বয়সি এক নাবালিকার মা থানায় অভিযোগ করেন, স্থানীয় এক তরুণের তাঁর মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধোঁকা দিয়ে পালাল দুষ্কৃতী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : মাইসুরুতে সোনার শোরুমে ডাকাতির ঘটনায় সোমবার রাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুজন লখন্দ্রী। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়। বুধবার তাঁর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছে। এদিন সকাল আটটায় শিলিগুড়ি জংশনের একটি হোটেলের শৌচাগারের জানলা খুলে সুজন পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় কর্ণাটক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেইসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে নাকা চেকিং করা শুরু হয়েছে। তবে এদিন রাত পর্যন্ত সুজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিগাড়া থানার সহযোগিতায় ঝাড়খণ্ড এসটিএফ শালবাড়ি থেকে সুজনকে পাকড়াও করার পর শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলে। সেখানে বিচারক চারদিনের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর ঝাড়খণ্ড এসটিএফ কর্ণাটক পুলিশের হাতে তুলে দেয় সুজনকে। কর্ণাটক পুলিশ সন্ধ্যার মধ্যেই সুজনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এদিকে, হেপাজতে নেওয়ার পর তারা কোথায় যাচ্ছে কিংবা কবে কর্ণাটকে নিয়ে যাচ্ছে, সেব্যাপারে থানায় কিছু জানানো হয়নি বলে মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে জংশনের একটি হোটেলের দ্বিতীয় তলায় সুজনকে নিয়ে ঘরভাড়া নেয় কর্ণাটক পুলিশ। কর্ণাটক পুলিশ সূত্রে খবর, তাদের এদিন দুপুরে কর্ণাটক যাওয়ার বিমান ছিল। চারজন পুলিশকর্মী ওই দুষ্কৃতীকে নিয়ে একই রুমে ছিলেন। রাতটা ঠিকভাবেই কাটে।

এদিন সকাল হতেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। হোটেলটির শৌচাগারের একটি জানলা থাকলেও কোনও গ্রিল ছিল না। এই সুযোগকেই কাজে লাগায় সুজন। শৌচকর্ম করার নাম করে ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতী। অনেকক্ষণ পরেও না বেরোলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন পুলিশকর্মীরা। তাঁরা দেখেন, শৌচাগারে কেউ নেই। জানলাও খোলা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শৌচাগারের জানলা খুলে পাইপ বেয়ে নীচে নেমেছেন সুজন। এদিকে, গোটা ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। এত বড় আসামি থাকা সত্ত্বেও প্রধাননগর কিংবা মাটিগাড়া থানার পুলিশকে না জানিয়ে হোটেলে কর্ণাটকের পুলিশকর্মীরা রাখলেন কেন? আসামিকে মাটিগাড়া কিংবা প্রধাননগর থানার লক আপেও রাখা যেত। সুজন কোথায় পালিয়েছেন, সিসিটিভি ক্যামেরার সূত্র ধরে খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শালবাড়িতে থাকা ভাড়াবাড়ির ওপরও নজর রাখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। চলছে নাকা চেকিংও। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'ওই দুষ্কৃতীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'



- ঝাড়খণ্ড এসটিএফ কর্ণাটক পুলিশের হাতে তুলে দেয় সুজনকে
- মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে জংশনের একটি হোটেলে সুজনকে নিয়ে ঘরভাড়া নেয় পুলিশ
- সেখানেরই একটি শৌচাগারের জানলা খুলে পালিয়েছে দুষ্কৃতী

'পরিষেবা না দিলে পদত্যাগ করুন'

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : 'প্রধান এবং উপপ্রধান দুজনে হয় নিয়মিত অফিসে এসে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিন, তা না হলে পদত্যাগ করুন। আমরা কাস্টডিয়ান বসিয়ে দেব।' বুধবার লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পরিদর্শন করার পর কার্যত এভাবেই হুমকি দিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিজেপির বিরোধী দলনেতা তথা জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অজয় ওরাওঁ। এদিন অজয় ছাড়াও বিজেপির জেলা প্রোটোকল ইনচার্জ সজলকান্তি সরকার, যুব মোর্চার লোয়ার বাগডোগরা মণ্ডল সভাপতি শান্তনু মোহন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যান। পাশাপাশি, এবার থেকে মহকুমার সমস্ত পঞ্চায়েত পরিদর্শনে গিয়ে নাগরিক পরিষেবার হাল অজয় খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। কোনও অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট পদস্থ আধিকারিকদের জানানো হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, উন্নয়নে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলে রাজ্য সরকার তা বরদাস্ত করবে না। তবে এব্যাপারে অজয়ের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের প্রধানদের একাংশ।

তাঁদের অভিযোগ, নানাভাবে তৃণমূলের বোর্ড ভাঙার ও জনপ্রতিনিধিদের ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, যাতে বিজেপি পঞ্চায়েতগুলিতে ক্ষমতা পায়। অজয় বলেন, 'আমি পড়ে থাকলেও ব্যবহার না হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

তবে পঞ্চায়েত প্রধান মমতা বর্মনের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'আমি এখন অফিসে যাই।' অন্যদিকে উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে পালাবদলের পর আমাকে হেনস্তা করা হয়। তবুও আমি অফিসে যেতাম। তবে ২৯ সেপ্টেম্বর প্রধানকে হেনস্তার পর থেকে অফিসে যাইনি। আমরা

হুঁশিয়ারি অজয়ের, এক্তিয়ারে প্রশ্ন

এদিন লোয়ার বাগডোগরার অফিসে দেখি তৃণমূলের প্রধান মমতা বর্মন, উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ অফিসে নেই। চেম্বারে তালা। জানলাম, তাঁরা অফিসে আসেন না। এভাবে চলবে না। হয় পদত্যাগ করুন, না হলে নিয়মিত অফিসে আসুন।' এ ছাড়া মাস্থলি মিটিং না হওয়া, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ৭০-৭৫ লক্ষ টাকা এসে প্রশাসনের সহায়তা চেয়ে বিডিওকে চিঠি লিখলেও লাভ হয়নি। আজকে বিরোধী দলনেতা এসে আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা অফিসে যাব।' রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর ডিম ছুড়ে উপপ্রধানকে হেনস্তা করা হয়েছে, এমন অভিযোগ উঠেছিল। এরপর গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিজেপির লোয়ার বাগডোগরা ও গোঁসাইপুর মণ্ডল এবং মহিলা মোর্চার তরফ থেকে প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়। তারপর দুজনের চেম্বারে তালা ঝুলছিল। প্রধান মাঝে মাঝে অফিসে এলেও বাইরে বসেন। এ নিয়ে অজয় বলেন, 'প্রধান-উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল বলেই বিজেপি স্মারকলিপি দিয়েছিল, বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। কিন্তু আমি বলছি, মেয়াদ যত দিন আছে পরিষেবা দিন ওঁরা।'

পঞ্চায়েত আইন বলছে, সভাধিপতি না থাকলেও কোনও জেলা কিংবা মহকুমা পরিষদ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের আইনি ক্ষমতা থাকে না কোনও প্রধানকে সরানোর। তবে তিনি পরিদর্শন করতে পারেন। এছাড়া তদারকি, পরামর্শ, হিসেবনিকেশের সঙ্গে অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে পারেন। কিন্তু পঞ্চায়েতে গিয়ে নিবাচিত সদস্যদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আইনি এক্তিয়ার নেই।

রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ইউনিট

ফের চাঁদা বিতর্কে বিএমএস

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : সদস্যপদ দেওয়ার নাম করে ৩৬০ টাকা করে চাঁদা তোলার অভিযোগ ঘিরে শিলিগুড়িতে ফের অস্বস্তিতে পড়েছে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। এর আগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) এই শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল। তখন আরএসএসের কয়েকজন নেতাকে শক্ত হাতে তোলাবাজি বন্ধের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। কিন্তু নতুন অভিযোগে সংগঠনের অনেকেরই দাবি, তোলাবাজি এখনও বন্ধ হয়নি। যদিও সংগঠন চালানোর খরচ মেটাতেই সদস্যদের থেকে চাঁদা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বিএমএসের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক মিহিরবরণ হালদার।

মিহিরের বক্তব্য, 'যে কোনও কর্মসূচি হলে ভবন, ব্যাজ এবং জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। সেই অর্থের জোগান দিতেই চাঁদা নেওয়া হয়।' তবে এর বদলে রশিদ দেওয়া হয় বলে যুক্তি তাঁর। কিন্তু এই রশিদের বৈধতা নিয়েই জলঘোলা শুরু হয়েছে সংগঠনের অন্দরে। অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিএমএসের শাখা হিসেবে একাধিক ইউনিট রয়েছে, যার অনেকগুলিরই রেজিস্ট্রেশন নেই। নেতৃত্বের একাংশের দাবি, বিএমএসের নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনহীন সংগঠনে সদস্য করানো যায় না। ফলে সদস্যপদের নাম করে দেওয়া রশিদের বৈধতা ও সংগৃহীত অর্থ কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠছে।

যদিও যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে মিহিরের সাফাই, সরকারি ও বেসরকারি পরিবহণ, সরকারি কর্মচারী এবং ঠিকাকর্মীদের মতো বেশ কয়েকটি রেজিস্টার্ড সংগঠন রয়েছে তাঁদের। বাকিগুলির রেজিস্ট্রেশনের আবেদন জানানো হয়েছে। মিহিরের কথায়, 'এনজেপি থেকে পানিট্যাঙ্কি, ফাঁসিদেওয়ার প্রায় সমস্ত পরিবহণ সংগঠন রেজিস্টার্ড। লোডিং, আনলোডিং কর্মীদের কিছু সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করতে দেওয়া হয়েছে। পেয়ে যাব।' তিনি জানান, গত তিন মাসে তিন হাজার সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। পালাবদলের পর অনেকেই যুক্ত হতে চাওয়ায় বর্তমানে কিছুটা ডামাডোল চলছে। আগামী বছর থেকে সঠিক পদ্ধতি মেনে পুরোদমে সদস্য সংগ্রহ করা হবে বলে মনে করছেন তিনি।

বিএমএস সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির মধ্যে এনজেপিতে ৩০টি এবং শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে ১১টি শ্রমিক ইউনিট সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। এছাড়া বিধাননগর, পানিট্যাঙ্কির মতো ব্যবসায়িক এলাকাতেও কয়েকটি ইউনিট রয়েছে। অভিযোগ, সেখানে নিয়ম না মেনেই বহু সংগঠন তৈরি হয়েছে এবং সদস্যতার নামে চাঁদা তোলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শুধু তা-ই নয়, রেজিস্টার্ড সংগঠনের রশিদের অর্থ আদৌ কেন্দ্রীয় স্তরে পৌঁছাচ্ছে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে সংগঠনের একাংশের। শুধু শহর নয়, চা বাগান এলাকাতেও বিএমএসের শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতি বলে অভিযোগ। যদিও বিএমএস পরিচালিত চা মজদুর সংগঠনের এক নেতার পালটা বক্তব্য, 'চা মজদুর সংগঠনের সমস্ত হিসাব কেন্দ্রীয় স্তরে জানানো রয়েছে।'

পুজোর আয়োজনে ব্র্যান্ড বোল্লার জয়জয়কার



মালদা ব্যুরো

২৫ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরের বর্ধিষ্ণু গ্রাম বোল্লা। কয়েকশো বছর আগে এই গ্রামের মাটিতে শুরু হয়েছিল রক্ষাকালীর আরাধনা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো সেই পুজোই আজ পরিচিত বোল্লাকালী নামে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোল্লাকালী আর নিছক একটি গ্রামের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেনি। হয়ে উঠেছে একটা ব্র্যান্ড। সেই ব্র্যান্ডের টানেই আগামী শুক্রবার পতিরাম থেকে কুশমণ্ডি হয়ে গঙ্গারামপুর- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নানা প্রান্তে বোল্লাকালীর পুজোর আয়োজন করা হবে। কোথাও বারোয়ারি পুজো, কোথাও তা পারিবারিক আয়োজন। সবক্ষেত্রেই কিন্তু নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে সেই এক পরিচয়— বোল্লাকালী।

মূল বোল্লার পুজোর ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তা থেকেই জ

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রকের সহযোগিতায় রাজ্যজুড়ে



প্রায় ₹ ৮,৭০০ কোটি টাকার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের পরিবহন ও বাণিজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রকল্প

NH-19-এর পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেনে উন্নীতকরণ	ফারাক্কা ব্যারেজের নিম্নপ্রবাহে (ডাউনস্ট্রিমে) গঙ্গা নদীর ওপর ৪-লেনের সেতু

শিলান্যাস হওয়া প্রকল্পসমূহ

পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH-116B) চাউলখোলা থেকে অলঙ্কারপুর পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং রামনগর বাইপাস নির্মাণ	পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH-116B) ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	দঃ চব্বিশ পরগনার ১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	বীরভূম জেলার ১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-14) ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ	বীরভূম জেলার ১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-14) মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ
বীরভূম জেলার ১১৪ নং জাতীয় সড়কের (NH-114) বোলপুরের নিকট সুরুল গ্রাম থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত রাস্তার মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রাঙ্গাইপুর পর্যন্ত রাস্তার দুই লেনের প্রশস্তকরণ	পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১১৬বি নং জাতীয় সড়কের (NH-116B) নরঘাটে প্রধান সেতু নির্মাণ	পূর্ব বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত মন্তেশ্বর-দাঁইহাট রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্ধমান-কাটোয়া সড়কের ছয় মাইল মোড় থেকে কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে কাটোয়া পৌরসভা পর্যন্ত মজবুতিকরণ	পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর হাসপাতাল মোড় থেকে গোয়াই নদী চেক পোস্ট—ঝাড়খণ্ড সীমান্ত পর্যন্ত রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারী -চাস রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
হুগলি জেলায় মগরা স্টেশন থেকে সুলতানগাছা পর্যন্ত মগরা-সুলতানগাছা রাস্তা এবং সুলতানগাছা থেকে দশঘরা পর্যন্ত সুলতানগাছা-খানপুর-দাশঘরা রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় লাঙ্গলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর-বেলিয়াঘাটা রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ এবং সেতু নির্মাণ	পূর্ব বর্ধমান জেলার বন্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-কালনা-কাটোয়া (STKK) রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জুবিলি মোড় থেকে রনকুরাঘাট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর ট্রাফিক মোড় থেকে পাকোরি মোড় পর্যন্ত রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তার প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ
হুগলি জেলায় আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুর পাশে দ্বারকেশ্বর নদের ওপর কালিপুর ও দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ	১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) বারাসাত-কৃষ্ণনগর-বহরমপুর শাখায় কিমি ৪৮.৫৫৩ থেকে কিমি ১৯৩.০০পর্যন্ত ২০টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	১২ নং জাতীয় সড়কের (NH-12) বহরমপুর-ফারাক্কা-রায়গঞ্জ-ডাল খোলা শাখায় ২৫টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	১৯ নং জাতীয় সড়কের (NH-19) বারওয়া আড্ডা - পানাগড় শাখায় ১২টি ভিইউপি/এলভিইউপি (VUP/LVUP) নির্মাণের সড়ক নিরাপত্তার কাজ	বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ১২ নং জাতীয় সড়ক (NH-12), পুরাতন ২ই নং জাতীয় সড়ক (NH-2E)-এর মজবুতিকরণ ও সড়ক নিরাপত্তার কাজ

শুভ উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন

শ্রী নিতিন গডকড়ী
(মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক)

সভাপতিত্ব করবেন

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
(মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ)

অনুষ্ঠানের বিবরণ ও অতিথিবৃন্দ

বৃহস্পতিবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৬ | দুপুর ১২:৩০ | কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

গৌরবময় উপস্থিতি

শ্রী হর্ষ মালহোত্রা (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক) | **শ্রী সুকান্ত মজুমদার** (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক)
শ্রী অজয় টামটা (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক) | **শ্রী শান্তনু ঠাকুর** (মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রক)

জাতীয় মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ

- উন্নত সড়ক সুরক্ষা ও আঞ্চলিক সংযোগ ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সময় হ্রাসের ফলে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও দেশগুলির উন্নততর সংযোগ
- বাণিজ্য, লজিস্টিকস এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
- গ্রামীণ ও মফঃস্বল এলাকায় উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা
- সেতু পরিকাঠামোর মাধ্যমে উন্নত নদী সংযোগ ব্যবস্থা
- প্রধান অর্থনৈতিক করিডোরগুলির উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1810(10)/2026

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

জোটে জট

উত্তরপ্রদেশ এবং পঞ্জাবে বিধানসভা ভোটের আগে দুই রাজ্যে 'ইন্ডিয়া' এবং এনডিএ জোটের বিপরীতধর্মী ছবিতে রাজনীতির পারদ আপাতত ঊর্ধ্বমুখী। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে টানাপোড়েন 'ইন্ডিয়া' জোটের বিজেপি বিরোধী ভাবমূর্তিকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে। ওই রাজ্যে ৪০৩টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৩০টিতে লড়তে আগ্রহী।

এতে ক্ষুব্ধ সমাজবাদী পার্টি পালটা ২৬টি আসনের একটি তালিকা ধরানোয় আরও চটেছে কংগ্রেস। দলীয় সাংসদ ইমরান মাসুদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, সমাজবাদী পার্টির কাছে আসন ভিক্ষা চাইছে না কংগ্রেস। তাঁরা ভিখারি নন। পাশাপাশি মায়াবতীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস। এই ক্ষোভ এবং তিক্ততার সুরে উত্তরপ্রদেশে বিরোধী জোটের ছন্দপতনের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

পঞ্জাবে আবার এনডিএ শিবিরে ফিল গুড হাওয়া বইছে। ছয় বছরের দূরত্ব ও তিক্ততা মুছে শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে বিজেপির গাঁটছড়া বাঁধার এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনটি কৃষি আইনকে ঘিরে দুই এনডিএ শরিকের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে সরে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন, অকালি প্রধান সুখবীর সিং বাদলদের হাতে হাত রেখে একসঙ্গে লড়ার ঘোষণা পঞ্জাবে এনডিএ-কে অক্সিজেন দিয়েছে।

বিশেষভাবে নজর কেড়েছে বিজেপির অবস্থান। যেখানে শিরোমণি অকালি দলকে 'বড় ভাই'-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবেও শরিক দলের দিকে ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। বিজেপি বরাবরই পঞ্জাবে ছোট শরিক। ১৯৯৭ থেকে একসঙ্গে পাঁচটি বিধানসভা ভোটে লড়লেও বরাবর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রয়াত অকালি নেতা প্রকাশ সিং বাদল।

এবারও সেই ঘোষণা সামনে রেখে বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে, জোটের স্বার্থে তারা এটুকু স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিহার এবং মহারাষ্ট্রে ছিল অন্য ছবি। একদা এই রাজ্যগুলিতে এনডিএ-র ছোট শরিকই ছিল বিজেপি। দুই রাজ্যে দুই বড় শরিক শিবসেনা এবং জেডিইউয়ের ছায়ায় থেকে ধাপে ধাপে সংগঠন বিস্তার, নিজস্ব ভোটব্যাংক মজবুত করে এবং সময়ের ফেরে জোটের মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠার যে কৌশল প্রয়োগ করেছিল বিজেপি।

বিহারে জেডিইউ-এর ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব কিংবা নীতীশ কুমারের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার জল্পনা, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ও এনসিপির ভাঙনের পর নতুন বাস্তবতা ইত্যাদি বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে জোটের ভিতরে শক্তির ভারসাম্য বদলের ইতিহাস হয়ে আছে। পঞ্জাবে মাঝপথে একলা চলার নীতিতে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি বলেই পদ্ম শিবির পুরোনো শরিকের হাত ধরেছে।

মাদক সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা, কৃষকদের প্রশ্ন এবং হিন্দু-শিখ সম্প্রীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রচারের কৌশল সাজানো হলেও বিজেপির আসল লক্ষ্য পঞ্জাবের মাটিতে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা এবং পায়ের তলার মাটি তৈরি করা। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টির টানাপোড়েন বুঝিয়ে দিচ্ছে, অভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করলেই জোট টিকে থাকে না। তার জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত সমঝোতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং শরিকের প্রতি সম্মান বজায় রাখা।

বিপরীতে পঞ্জাবে পুরোনো শরিককে বড় ভাইয়ের আসন ছেড়ে দিয়ে বিজেপির জোট পুনরুজ্জীবিত করার পদক্ষেপ দেখায় যে, কৌশলগত ধৈর্য এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য থাকলে তাৎক্ষণিক ছাড় দিতে পিছুপা না হলেও চলে। শরিকি সমন্বয় ঠিকমতো হলে জোটের সাফল্য সম্ভব। শরিকি টানাপোড়েন সত্ত্বেও বামফ্রন্ট, ইউডিএফ, এলডিএফ, এনডিএ, ইউপিএ-র মতো জোটগুলি কার্যকর হয়েছিল শুধুমাত্র যোগ্য নেতৃত্ব এবং বিচক্ষণতার কারণে।

উত্তরপ্রদেশের 'ইন্ডিয়া' জোটে সেই গুণগুলির অভাব দেখা যাচ্ছে। জোটের মূল কথা হল একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠা। প্রকাশ্য বাগযুদ্ধ এবং পালটা চাপের রাজনীতি সেই আস্থার ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। ভোটারদের কাছে সেই ফাটল বা ক্ষোভের ছবি পৌঁছালে ভোটে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। পঞ্জাবে বিজেপি-অকালি নেতৃত্ব যা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে সেটুকু হল না।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে শরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

সোনার বাজারে তিন প্রধান সন্দেহভাজন

চিন, আমেরিকার ভূমিকা ও ধার করা টাকার জল্পনায় খুলছে দামের পতনের অজানা হিসেব।

সঞ্জিত সাহা





গত মে মাসে ইতালি সহ পাঁচ দেশ সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর কাছে কয়েকটি অনুরোধ রেখেছিলেন। এক বছর অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনা থেকে বিরত থাকুন, ভোজ্য তেলের ব্যবহার কমান, জরুরি না হলে বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত রাখুন। ছ'মাসও গড়াল না, সোনার দামে নামল ধস। সাধারণ মানুষ যখন সোনা কেনার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, তখনই এই আশাতীত খবর। এক দল কৃতিত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। জয়ধ্বনিতে উপচে পড়ল সমাজমাধ্যম। বিরোধীদের প্রশ্নও কম ধারালো নয়। যে সোনার দাম ঠিক হয় লন্ডন-নিউ ইয়র্কের বাজারে, ডলারের মেজাজে আর ওয়াশিংটনের সুদের হারে, সেই দামটা যদি দিল্লি থেকে নামানোই যায়, তবে রান্নার গ্যাস, পেট্রোল-ডিজেল, ওষুধ, চাল-ডাল-তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তিনি নামান না কেন?

এসব যুক্তিহীন তর্ক তো চলবে, চলতেই থাকবে। আসুন, একেনবাবুর মতো খাতা খুলে বসি। প্রশ্ন একটাই, সোনার দামটা নামাল কে?

ঘটনার সূত্রপাত ২৯ জানুয়ারি। ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বা আইবিজেএ-র হিসাবে, সেদিন ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ছিল প্রতি দশ গ্রামে ১,৭৫,৩৪০ টাকা। ১৩ নভেম্বর সেই একই সোনা নেমে আসে ১,৩৫,৮০৯ টাকায়। প্রতি দশ গ্রামে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা স্রেফ হাওয়া। আন্তর্জাতিক বাজারেও ছবিটা আলাদা নয়। ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৫,৫০১.৭০ ডলারের রেকর্ড ছুঁয়েছিল। ১২ নভেম্বরের লেনদেনে তা নেমে আসে ৩,৮৮০.৯৩ ডলারে। পতন প্রায় ৩০ শতাংশ।

কিন্তু মামলার আসল জট এখানেই। দাম যখন হুড়মুড়িয়ে পড়ছে, সারা দুনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি তখনও সোনা কিনছে। বিশ্ব গোল্ড কাউন্সিলের হিসাবে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সোনার নিট চাহিদা ছিল ৩২১ টন, আগের বছরের চেয়ে ৪২ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ১২০ টন কেনার তথ্য সরাসরি জানানো হয়েছে, বাকিটা অনুমানভিত্তিক। পাড়ার সবচেয়ে বড় খদ্দের রোজ দোকানে আসছে, থলে ভরে সোনা কিনছে, তবু দাম পড়ছে! খুনি তাহলে কে?

সন্দেহের প্রথম আঙুলটাই ওঠে বেজিংয়ের দিকে। চিন দুনিয়ার বড় সোনার ক্রেতাদের অন্যতম। সে হাত গুটোলেই নাকি দাম পড়ে। অথচ চিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিনেই চলেছে। বিশ্ব গোল্ড কাউন্সিলের হিসাবে, জুলাই-সেপ্টেম্বরেই তারা ৬৩ টন সোনা কিনেছে। কারণটাও পরিষ্কার। ২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমী দেশগুলি রাশিয়ার প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ আটকে দিয়েছিল। সেদিন গোটা দুনিয়া একটা নির্মম শিক্ষা পেয়েছে। ডলারে রাখা সম্পদ নিষেধাজ্ঞায় আটকে যেতে পারে, নিজের সিন্দুকের সোনার ক্ষেত্রে সেই ঝুঁকি তুলনায় কম। এই ব্যাংকগুলি শুধু দাম নয়, নিরাপত্তার কথাও ভেবে সোনা কেনে। আর সে ভয় এখনও কাটেনি। তাই বলাই যায়, চিনকে একা দায়ী করা যাচ্ছে না। একেনবাবুর ভাষায়, আপাতত বেকসুর খালাস।

এবার ক্যামেরা ঘোরান ওয়াশিংটনের দিকে। ইরান ঘিরে সংঘাত তেলের দাম ও মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়েছে। লাগাম টানতে সেপ্টেম্বরে মার্কিন ফেডেরাল রিজার্ভ সুদ বাড়িয়ে ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশে নিয়ে গিয়েছে। তিন বছরেরও বেশি সময় পরে এটাই ছিল প্রথম সুদবৃদ্ধি। অক্টোবরে মার্কিন মূল্যসূচক বেড়েছে ০.৪ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে ০.৬ শতাংশ। ডিসেম্বরে আরেক দফা সুদবৃদ্ধি নিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছে। ফেড গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার তো এক ধাক্কায় আধা শতাংশ বাড়ানোর কথাও তুলেছেন। ডলার সূচক উঠে গিয়েছে ১৯ মাসের শিখরে।

অঙ্কটা কিন্তু জলের মতো সোজা। আলমারির সোনা বছর ঘুরলেও এক পয়সা সুদ দেয় না, মার্কিন সরকারি বন্ড দেয় মোটা সুদ। বড় লগ্নিকারীরা প্রশ্ন তুললেন, সোনা আঁকড়ে থাকব কেন? তার ওপর ১২ নভেম্বর ডোনাল্ড ট্রাম্প জানালেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তির আর দরকার নেই। তেলের দাম বাড়ল, মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা চড়ল, সোনা এক পর্যায়ে প্রায় ৩ শতাংশ পড়ে গেল। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর রসিকতা! যুদ্ধ চিরকাল সোনাকে আকাশে তোলে, এবার সেই যুদ্ধই তাকে মাটিতে নামাল। দেশলাইটা আমেরিকাই জ্বালাল। কিন্তু একটা কাঠির আগুনে গোটা গুদাম পুড়ল কী করে?

উত্তর লুকিয়ে আছে তৃতীয় সন্দেহভাজনের পকেটে, ধারের টাকার জুয়াড়ি। রয়টার্সের হিসাবে, ২০২৫ সালে সোনার দাম বেড়েছিল প্রায় ৬৪ শতাংশ, ১৯৭৯ সালের পর সেরা বছর। সোনার দৌড় দেখে সবাই ঘোড়ায় চড়তে চাইলেন। জানুয়ারি আসতে আসতে বাজারে রীতিমতো পৌষমেলা। বহু লোক এদিক-ওদিক থেকে টাকা ধার করে দামের ওপর বাজি ধরছেন। এ সোনা কারও মায়ের আলমারির সোনা নয়, কাগজের সোনা। কেউ ছুঁয়েও দেখেন না। তারপর, ৩০ জানুয়ারি ট্রাম্প কেভিন ওয়ার্শকে ফেডের পরবর্তী চেয়ারম্যান মনোনীত করলেন। একদিনে সোনা নামল প্রায় ৯.৫ শতাংশ, ১৯৮৩ সালের পর বৃহত্তম পতন। রুপো একদিনে খোয়াল প্রায় ২৮ শতাংশ। এরপর সিএমই গ্রুপ মার্জিন বাড়াল, যা ২ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হল। যাঁদের পকেট ফাঁকা, তাঁরা বেচতে বাধ্য হলেন। দাম আরও পড়ল, পরের জন বেচলেন, তার পরের জনও। একেবারে তাসের ঘরের মতো। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গোল্ড ইটিএফ থেকে নিট ১.০৬ বিলিয়ন ডলার বেরিয়ে যায়। আপনার মায়ের আলমারির সোনার দাম ঠিক করছেন তাঁরাও, যাঁরা হয়তো একরত্তি সোনা ছুঁয়েও দেখেননি।

গল্পের মোচড়। বিশ্ববাজারে সোনার দাম শিখর থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ নেমেছে, ভারতে ২৯ জানুয়ারি থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে প্রায় ২২.৫ শতাংশ। আমরা কম ঘা খেলাম কেন? এক, বছরভর দুর্বল রুপি। মে মাসে এক সময় ডলারপ্রতি প্রায় ৯৭ ছুঁয়েছিল। বিদেশি সোনা তাই আমাদের কাছে দামিই থেকেছে। দুই, মে মাসেই সরকার সোনার আমদানি শুল্ক ৬ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। অর্থাৎ যে সরকারের নামে দাম কমানোর ঢাক বাজছে, তার নিজের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আমদানির খরচ বরং বাড়িয়েছে। বিশ্ববাজারে দাম পড়লেও সেই শুল্ক ও দুর্বল টাকার প্রভাব ভারতে পতনের গতি কিছুটা আটকে রেখেছে।

তবে এ শুধু বাজারের গল্প নয়, ঘরের গল্পও। ভারতীয় পরিবার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে আনুমানিক ২৩,০০০ থেকে ২৫,০০০ টন সোনা রয়েছে। আর রিজার্ভ ব্যাংকের ভাঁড়ারে গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৮৮০.৫২ টন। জানুয়ারিতে যিনি সোনা বন্ধক রেখে গোল্ড লোন নিয়েছেন, তাঁর ফোনে এখন ব্যাংকের বার্তা আসছে। বাড়তি টাকা জমা দিন, নয়তো ঋণের একাংশ শোধ করুন। বন্ধক রাখা গয়নার দাম কমায় কিছু ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থা বাড়তি জামানত বা আংশিক ঋণ শোধের কথা বলছে। আবার যাঁর মেয়ের বিয়ে ডিসেম্বরে, তাঁর কাছে এই পতন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার নাম। একই খবর, কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস।

আজকের গোয়েন্দা তদন্তের রহস্যের উন্মোচন তাই স্পষ্ট। চিনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনও সোনা কিনছে। আমেরিকার সুদনীতি, শক্তিশালী ডলার ও জল্পনা বাজারে চাপ বাড়িয়েছে। দিল্লির ভাষণ এই মামলায় বড়জোর এক কৌতূহলী দর্শক, আসামিও নয়, নায়কও নয়। ইতিহাস অবশ্য একটা সতর্কবার্তা রেখে যায়। ২০১১ সালের শিখর ফের ছুঁতে সোনার লেগেছিল প্রায় ন'বছর। ১৯৮০ সালের রেকর্ড ভাঙতে লেগেছিল ২৮ বছর। চোখ রাখুন আসছে ডিসেম্বরে। প্রথমে ২-৪ ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠক, পরে ৮-৯ ডিসেম্বর মার্কিন ফেডের বৈঠক। এই রহস্য উপন্যাসের পরের অধ্যায় লেখা হবে সেখানেই।

আর রান্নার গ্যাসের দামের রহস্যটা? সেটা তো আলাদা রহস্য। সেই কেসটা এখনও একেনবাবুর কাছে এসে পৌঁছায়নি।

(লেখক শিল্পোদ্যোগী ও প্রাবন্ধিক)

সোনার দামের পতনের পিছনে একক কোনও কারণ নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী ডলার, মার্কিন সুদবৃদ্ধির প্রত্যাশা, ইরান ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং জল্পনামূলক লেনদেন একসঙ্গে চাপ তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সোনা কিনলেও লগ্নিকারীদের মুনাফা তোলা ও ইটিএফ থেকে অর্থ প্রত্যাহার পতন বাড়িয়েছে। ভারতে দুর্বল রুপি ও আমদানি শুল্কের কারণে দাম তুলনায় কম নেমেছে। তবে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া সাধারণ মানুষ এখন নতুন চাপে পড়ছেন। পারিবারিক সঞ্চয় ও বিয়ের পরিকল্পনাতেও সরাসরি পড়েছে এই দামের প্রভাব। ডিসেম্বরের আরবিআই ও ফেডের বৈঠকের দিকে নজর থাকবে।

আজ

১৯২১



ভারতে শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গিস কুরিয়েনের জন্ম এই দিনে।

১৯৭২



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অর্জুন রামপাল।

আলোচিত



মৃত তৃণমূল আর ঋত তৃণমূল। এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত তৃণমূল শেষ হয়ে গিয়েছে। আর ঋত তৃণমূল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে, তাঁর হাতের ছোঁয়ায় চলছে। যেদিন হাত নামিয়ে দেবেন, সেদিন শেষ হয়ে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছিলেন, আমরা চাইলে ২৮০টা ভোট আমাদেরই দেবে। মিথ্যে কথা কিছু বলেননি। মৃত তৃণমূলের কেউ নেই আর ঋত তৃণমূলের সকলে আমাদের দয়াদাক্ষিণ্যে রয়েছেন।

- শারদ্বত মুখোপাধ্যায়

ভাইরাল/১



ব্রাজিলে বন্যার জলে আটকে পড়া একটি গাড়ির ভিতরে ছিলেন এক বৃদ্ধ। জলের টানে ধীরে ধীরে গাড়িটি তলিয়ে যেতে শুরু করে। পরিস্থিতি বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক ডাক্তার সার্ফবোর্ড এবং হাতুড়ি নিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে দরজা খুলতে না পেরে সাইড কাচ ভেঙে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচান। সাহসী ওই ডাক্তার 'নায়ক' তকমা দিল নেটপাড়া।

ভাইরাল/২



পাকিস্তানে 'সোয়াত প্রিমিয়ার লিগ'-এর ম্যাচে এক ব্যাটারের বিশাল ছক্কা স্টেডিয়ামের বাইরে উড়ে যায়। ঠিক তখনই পাশের রাস্তায় চলন্ত বাইকের পেছনে এক সওয়ারি ভারসাম্য সামলে অবিশ্বাস্যভাবে বলটি তালুবন্দি করেন। স্টেডিয়ামের বাইরে এই দুর্দান্ত ক্যাচের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল।

জনমন জনমত

রাসমেলা ও শৈশব স্মৃতি

কোচবিহার আমার কাছে এক আবেগ ও ভালোবাসার জায়গা। সেখানে মা-বাবা, ভাইবোন, শৈশব-কৈশোরের বন্ধুবান্ধব, স্কুলের সহপাঠী, মাস্টারমশাইদের বেতের বাড়ি ও স্নেহ, পাড়ার খেলার মাঠ, শিবযজ্ঞ, ডাঙ্গরআই দিঘির পাড়ে রথে চেপে মদনমোহন ঠাকুরের আগমন- সব স্মৃতি আজও উজ্জ্বল।

প্রায় ৬২-৬৩ বছর আগে মা-বাবার হাত ধরে প্রথম রাসমেলায় যাওয়া। একটা টমটম গাড়ি পাওয়া ছিল স্বপ্ন, যার কের কের আওয়াজ কোচবিহার বিমানবন্দরে প্লেন নামার শব্দের চেয়েও মিষ্টি লাগত। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সার্কাস- বাঘ, হাতি, ঘোড়া, বামনবীর জোকার আর শূন্যে রিংয়ে ছেলেমেয়েদের ঝোলাঝুলি দেখার আনন্দ ছিল অমূল্য। অভাবের সংসারে বড় ছেলে হিসেবে আমিই সার্কাস দেখার সুযোগ পেতাম। মদনমোহনবাড়িতে মৃৎশিল্পী নিতাই পালের তৈরি কংস বধ, একলব্য ও অর্জুন, শিব-পার্বতী কিংবা বিশালাকায় পুতনা রাক্ষসীর বুকে ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখতাম। আর বাবার কোলে চেপে রাসচক্র ঘোরানোর সেই স্মৃতি আজও ১৬০ কিলোমিটার দূরে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মনের মণিকোঠায় উঁকি দেয়।

১৮১২ সালের রাসপূর্ণিমায় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভেটাগুড়ির নতুন রাজপ্রাসাদে গৃহপ্রবেশের স্মৃতিতে মদনমোহনের পুজো উপলক্ষ্যে এই মেলার সূচনা করেন। ১৮৮৯-১৮৯০ সালে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বর্তমান শহরে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে মেলাটি এখানে চলে আসে এবং ১৯১২ সাল থেকে সংলগ্ন রাসমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩০-৩৪ ফুট উঁচু বাঁশ ও কাগজের ঐতিহ্যবাহী রাসচক্র বংশপরম্পরায় ঘুঘুমারির এক মুসলিম পরিবার তৈরি করে, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির। ১৫-২০ দিনব্যাপী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এই মেলা ও উৎসব শান্তি, সৌহার্দ্য ও আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হোক- শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনাই করি।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সপ্তাহে দু'দিন চলুক পাহাড়িয়া

এনজেপি থেকে দিঘা- একটাই মাত্র ট্রেন পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস, তাও সপ্তাহে একদিন। দু'মাস আগেও টিকিট পাওয়া কঠিন! উত্তরবঙ্গের বর্তমান সাংসদ যাঁরা আছেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এই ট্রেনটি সপ্তাহে দু'দিন করে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজন। সেইসঙ্গে একটি ট্রেন কোচবিহার থেকেও চালু করা দরকার। পর্যটকদের এই সময়ের অতি প্রয়োজনীয় দাবি এটি। এর ফলে উত্তরবঙ্গের পর্যটকরা যেমন সহজেই দক্ষিণবঙ্গে যাবেন, তেমনই দক্ষিণের পর্যটকরাও সহজেই উত্তরবঙ্গে আসতে পারবেন। এতে উভয় বঙ্গের পর্যটন ব্যবসার আরও উন্নতি হবে। এ ব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং আমাদের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কল্যাণ রায় বসুনিয়া, কোচবিহার।

চিতই পিঠের অর্ঘ্যে নাটাইপুজো

অগ্রহায়ণের উঠোনে পিঠে, আলপনা ও ব্রতকথায় বেঁচে রয়েছে নারীদের নাটাইচণ্ডীর প্রাচীন লোকাচার।

মনোমিতা চক্রবর্তী





অগ্রহায়ণ এলেই বাংলার গ্রামাঞ্চলে নতুন ধানের গন্ধে জমে ওঠে নবান্নের প্রস্তুতি। ঘরে ঘরে পিঠেপুলি তৈরির ব্যস্ততার পাশাপাশি অনেক পরিবারে ফিরে আসে পুরোনো এক লোকাচার, নাটাইপুজো। দেবী নাটাইচণ্ডীকে উদ্দেশ্য করে পালিত এই ব্রত পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত বলে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকাতেও এই পুজো ঘিরে রয়েছে পারিবারিক আয়োজন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ব্রত পালনের রীতি রয়েছে। এক রবিবার শুরু করলে পরপর বাকি তিন রবিবারও পালনের চল আছে। এই ব্রতের যোগ নতুন ধানের উৎসবের সঙ্গেও।

নাটাইপুজোর একটি প্রস্তুতি রয়েছে। ব্রতী পুজোর আগের দিন বাড়ির মূল দরজায় দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে দেবীকে ঘরে আসার আমন্ত্রণ জানান। অগ্রহায়ণের প্রথম রবিবার তুলসীতলার সামনে ছোট চৌকো পুকুরের মতো গর্ত কাটা হয়। তার মাটিতে জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করা হয়। এরপর জায়গাটি ভালো করে মুছে নেওয়া হয়। শুধু পুকুরের ধার নয়, পরিষ্কার করা হয় গোটা উঠোনও। আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা হয় আলপনা। তার ওপর আমের পল্লব সহ ঘট বসানো হয়। জ্বালানো হয় ধূপ ও দীপ। ছোট্ট উঠোনেই তৈরি হয় পুজোর পরিসর।

এই ব্রতের প্রধান অর্ঘ্য বাড়িতে তৈরি চিতই পিঠে। মোট চোদ্দোটি পিঠে দেবীকে নিবেদন করা হয়। তার মধ্যে সাতটি লবণ ছাড়া, বাকি সাতটি লবণ দেওয়া। পিঠের ওপর দেওয়া হয় আখের গুড়। প্রথম দিকের রবিবারগুলিতে কচুপাতার ওপর পিঠে সাজিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। শেষ রবিবারের আয়োজন কিছুটা আলাদা। একটি কুলোর মধ্যে কলাপাতা বিছিয়ে তার ওপর চোদ্দোটি কচুপাতা সাজানো হয়। সেই পাতায় রাখা হয় লবণযুক্ত ও লবণছাড়া চিতই পিঠে। পাশাপাশি থাকে আরও পাঁচরকম পিঠে ও পায়েস। ফলমূলও নিবেদন করা হয় দেবীকে। অঞ্চলভেদে উপকরণ ও নিবেদনের নিয়ম বদলাতে পারে। নতুন চালের পিঠে নিবেদন তাই শুধু খাদ্য নয়, এখানে নতুন ফসলকে ঘিরে কৃতজ্ঞতা ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষারও প্রকাশ।

নাটাইপুজোয় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গৃহকর্ত্রী বা পরিবারের মহিলারাই নিজের হাতে ব্রত পালন করেন। প্রতিটি রবিবারের আয়োজন ঘিরে তাঁদের ব্যস্ততা, আনন্দ ও ভক্তি মিশে থাকে পারিবারিক মিলনেও। সন্ধ্যার আলো ফিকে হলে ব্রতী ছোট্ট পুকুরে জল ও দুধ ঢালেন। সন্ধ্যাপ্রদীপ, আলপনা, ধূপ ও দীপের আলোয় মুহূর্তটি হয়ে ওঠে শান্ত, মায়াময়। পুজো শেষে পরিবারের ছোট-বড় সবাই একসঙ্গে বসে ব্রতকথা শোনেন। সেই কাহিনীতে থাকে হারানো ধন, বিপদ ও দুঃখের কথা। শেষে দেবীর কৃপায় ফিরে আসে সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি। লোকবিশ্বাসে, নাটাইচণ্ডীর ব্রত সংসারের মঙ্গল, উর্বরতা, অভাব দূর হওয়া এবং হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আশার সঙ্গে জড়িত। মাটির বুকে জল ঢালার এই রীতি উর্বরতা ও প্রাচুর্যের আহ্বান জানায়। নতুন ফসলের প্রার্থনাও এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

বাহাদুর অঞ্চলের গেদিপাড়ার বাসিন্দা নাটাইব্রতী শিপ্রা সরকার মনে করিয়ে দিলেন, 'নাটাইপুজো শুধু একটি ব্রত নয়, এটি গ্রামীণ নারীর নীরব প্রার্থনা, সংসারের মঙ্গল চাওয়ার এক সহজ ভাষা। বড় কোনও আয়োজন নেই, পুরোহিতের বড় বড় মন্ত্রোচ্চারণ নেই। এই পুজোর মধ্যে আছে শুধু গভীর আবেগ আর মাটির টান।' তবে নাটাইপুজোর দিন ও পদ্ধতি সব জায়গায় এক নয়। কোথাও অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবার ব্রত পালিত হয়, আবার কিছু অঞ্চলে অগ্রহায়ণের চারটি বুধবার সন্ধ্যায় এই পুজো করার রীতির কথাও জানা যায়। এই ভিন্নতা লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। উঠোনের আলপনা, নতুন চালের চিতই পিঠে, গুড় এবং ব্রতকথার মধ্য দিয়ে এক প্রজন্মের বিশ্বাস পৌঁছে যায় পরের প্রজন্মে। আধুনিকতার ব্যস্ততায় এমন আঞ্চলিক লোকাচার হারিয়ে যাওয়ার আগে সেগুলির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ জরুরি। এইভাবেই ঘরের আচার হয়ে ওঠে প্রজন্মের স্মৃতি ও পরিচয়।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ



শব্দরঙ্গ ■ ৪৬০৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★	

Ministry of Road Transport and Highways
Government of India

ভারতীয় জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ
ভারত সরকার

Government of West Bengal

ডবল ইঞ্জিন সরকার, দ্বিগুণ গতি—নতুন সড়ক, নতুন গতি, নতুন উন্নয়নের দিশা



"যেকোনো দেশের উন্নয়নের যাত্রায় পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রগতি, কর্মসংস্থান ও শিল্পের প্রসারের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।"
— প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী

৮,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ২২টি সড়ক প্রকল্পের
শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

শিলান্যাস

- রামনগর বাইপাস-সহ চাউলখোলা থেকে অলংকারপুর পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ৮১২.৫০ কোটি টাকা)
- ঠাকুরনগর থেকে নাচিন্দা পর্যন্ত NH-116B -এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ৪৬৯.৩৫ কোটি টাকা)
- নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত NH-12-এর প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২৩৭.০৭ কোটি টাকা)
- ভীমগড় থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-14-এর মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২৫৭.০৫ কোটি টাকা)
- মল্লারপুর থেকে নলহাটি পর্যন্ত NH-14 -এর মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১০০.২৯ কোটি টাকা)
- সুরুল থেকে মল্লারপুর পর্যন্ত NH-114 -এর মজবুতিকরণ এবং পুরন্দরপুর থেকে রঙাইপুর পর্যন্ত সড়ককে দুই লেনে উন্নীতকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৩২ কোটি টাকা)
- NH-116B-এর নরঘাটে বৃহৎ সেতু নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ২৩১.৭১ কোটি টাকা)
- মন্তেশ্বর–দাঁইহাট সড়কের (মন্তেশ্বর থেকে দাঁইহাট মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৫১.৯৯ কোটি টাকা)
- বর্ধমান–কাটোয়া সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৭২.২৯ কোটি টাকা)
- রঘুনাথপুর–চন্দনকিয়ারি–চাস সড়কের (গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ, (প্রকল্প মূল্য - ২৩৫.২৬ কোটি টাকা)
- মগরা–সুলতানগাছা–খানপুর –দশঘরা সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৮৭.৩৩ কোটি টাকা)
- বিষ্ণুপুর–বেলিয়াঘাটা সড়কের (লাঙলপোতা থেকে কাঁচকল পর্যন্ত) সেতু-সহ প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৫৪.৮০ কোটি টাকা)
- এসটিকেকে (STKK) সড়কের (বান্দেবাজ, গুপ্তিপাড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২৯১.৬৪ কোটি টাকা)
- জুবিলি মোড় থেকে রুনাকুড়াঘাট পর্যন্ত সড়কের প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২০৫.২০ কোটি টাকা)
- রঘুনাথপুর–চেলিয়ামা সড়কের (ট্রাফিক মোড় থেকে পাকুড়ি মোড় পর্যন্ত) প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ১৮২.৭১ কোটি টাকা)
- আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদীর উপর কালিপুর থেকে দৌলতপুর সংযোগকারী নতুন সেতু নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ৩৭৫.৭৮ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বারাসত–কৃষ্ণনগর–বহরমপুর অংশে ২০টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ৭৬৭ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-12 -এর বহরমপুর–ফারাক্কা–রায়গঞ্জ–ডালখোলা অংশে ২৫টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ৬৯০ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-19 -এর বরওয়াড্ডা–পানাগড় অংশে ১২টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ (প্রকল্প মূল্য - ২৭৭ কোটি টাকা)
- সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পে NH-১২-এর বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের মজবুতিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ৭৮ কোটি টাকা)

জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত



- ১৯ নং জাতীয় সড়কের পালসিট থেকে ডানকুনি অংশের ৬-লেন প্রশস্তিকরণ (প্রকল্প মূল্য - ২১৯৩ কোটি টাকা)
- ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু (প্রকল্প মূল্য - ৫২১ কোটি টাকা)



উদ্বোধন করবেন
নিতিন গডকরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

এবং

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
সভাপতিত্বে

বৃহস্পতিবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টা, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকল্পগুলির প্রধান সুবিধাসমূহ



- নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন স্থানীয় যাতায়াত নিশ্চিত করতে NH-12 ও NH-19 এর উপর ৫৭টি ভেহিকুলার আন্ডারপাস (VUP)/লাইট ভেহিকুলার আন্ডারপাস (LVUP) নির্মাণ
- NH-116B-এর উপর রামনগর বাইপাস নির্মাণে শহরের যানজট হ্রাস ও যান চলাচল সুগম
- দ্রুত ও সর্ব ঋতুতে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নরঘাট ও দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ২টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ
- দুই লেনের সড়ক উন্নয়ন ও বাইপাস নির্মাণের মাধ্যমে যাত্রার সময়ে আধ ঘণ্টা সাশ্রয়
- NH-12, NH-19 এবং রাজ্য সড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ অংশগুলিতে নিরাপদ যাত্রা
- দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর ও বকখালিতে পর্যটন ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার
- ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী গোয়াই নদী চেকপোস্ট পর্যন্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণে সময়ের সাশ্রয়



গৌরবময় উপস্থিতি

অজয় টামটা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

মাননীয় সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
ডা. শর্মিলা সরকার
খগেন মুর্মু
জগন্নাথ সরকার
কীর্তি আজাদ ঝা
সামিরুল ইসলাম

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময় সিং মাহতো
ইশা খান চৌধুরী
মহুয়া মৈত্র
কার্তিক চন্দ্র পাল
বিশ্বজিৎ সিনহা (রাহুল সিনহা)

সৌমেন্দু অধিকারী
অরূপ চক্রবর্তী
খলিলুর রহমান
সৌগত রায়
পার্থ ভৌমিক
রুক্মিণী মল্লিক

জুন মালিয়া
বাপী হালদার
রচনা ব্যানার্জী
ইউসুফ পাঠান
মহম্মদ নাদিমুল হক
সুখেন্দুশেখর রায়

অসিত কুমার মাল
শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিন্‌হা
সৌমিত্র খাঁ
বাবুল সুপ্রিয় বরাল
ডেরেক ও'ব্রায়ান
রাজীব কুমার

শতাব্দী রায়
মিতালি বাগ
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতাবালা ঠাকুর
দোলা সেন
সাগরিকা ঘোষ

FOR LIVE STREAMING : www.facebook.com/nitingadkary https://twitter.com/nitin_gadkari www.youtube.com/c/NitinGadkariOfficial

শুধু সড়কই নয়, জাতি গঠনে রত

CBC 37107/13/0027/2627



৭৫ বছরের প্রথা ভেঙে প্রথম মা হিসেবে মিস ইউনিভার্স খেতাব জয় করলেন পুয়ের্তো রিকোর ২৭ বছর বয়সি জেনিফার ব্যারেটো। ১১৬টি দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে সান জুয়ানের গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই ঐতিহাসিক জয়।

শত্রু বামপন্থীরা, ‘দয়ায়’ ঋত-তৃণমূল

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : বিধাননগরের একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়ের বেফাঁস মন্তব্য বঙ্গ রাজনীতিতে এক ঢিলে দুই বিপরীতমুখী ঢেউ তুলে দিয়েছে। একদিকে তা যেমন বাংলার মাটিতে বামপন্থীদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নিয়ে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের উদ্বেগকে স্পষ্ট করল, অন্যদিকে তেমনই আদালত ও নির্বাচন কমিশনের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে কার্যত রাজনৈতিক অক্সিজেন জুগিয়ে দিল।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে শারদতকে বলতে শোনা গিয়েছে, তৃণমূলকে একবার হারানো গিয়েছে, প্রয়োজনে বারবার হারানো যাবে। কিন্তু বিজেপির সামনে ‘নতুন থ্রেট’ হল বামপন্থা ও বামপন্থীরা। সিপিএম সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও মূল লড়াইটা তাদের সঙ্গেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশ কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে নিছক ব্যক্তিগত মত বলে উড়িয়ে দিতে নারাজ। আসলে এর নেপথ্যে রয়েছে আগামী দিনের স্পষ্ট রাজনৈতিক পাটিগণিত। বিগত পনেরো বছরের দুর্নীতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তৃণমূল দ্রুত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবে না, তা শাসক শিবির যেমন বোঝে, তেমনই উপলব্ধি করছে তৃণমূলও। এই বিরোধী শূন্যস্থান ভরাট করে কলকাতা, হাওড়া-সহ একাধিক পুরসভা এবং আগামী বছরের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে ময়দানে নেমে পড়েছে বামেরা। সম্প্রতি যাদবপুর কিংবা বুক স্টল বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বারবার বামেদের নিশানা করে বার্তা দিয়েছেন, তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে খতম করার পাশাপাশি বামপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত রোখাই তাঁদের লক্ষ্য। শারদতের মন্তব্য সেই কৌশলগত অবস্থানেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। স্বাভাবিক ভাবেই শাসক শিবিরের এই ‘স্বীকৃতি’ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে আলিমুদ্দিন। ভিডিওটি শেয়ার করে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের তির্যক রসিকতা, ‘আমার তো বেশ ভালো লাগল, আপনাদের কেমন লাগছে সেটা জানাবেন?’

বামেদের গুরুত্ব দিয়ে দলের রাজনৈতিক লাইন স্পষ্ট করলেও, তৃণমূল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যেন উলটো বিপত্তি ডেকে আনলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মৃত তৃণমূলের কেউ নেই বলে দাবি করেই তাঁর মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ আর শাসকদলের দয়া-দাক্ষিণ্যেই চলছে ঋত তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর হাত সরে গেলেই সেই দল শেষ হয়ে যাবে! আর এখানেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিধানসভা ভোটের পর প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। পরে পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরিয়ে মমতা মনোনীত নেতাকে অস্বীকার করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের আসল তৃণমূল দাবি করলে, মমতা শিবিরের আপত্তি উড়িয়ে তাঁদেরই প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেন অধ্যক্ষ। দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনে টানাপোড়েনের পাশাপাশি বিষয়টি হাইকোর্টেও বিচারাধীন—শুনানি শেষ হয়েছে, যেকোনও দিন রায় ঘোষণা হতে পারে। মামলায় মমতা শিবিরের মূল অভিযোগই হল, আগে তালিকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে তাঁদের উপেক্ষা করে পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্যে দল ভেঙে বিধানসভায় বিজেপির বশংবদ ‘বি টিম’ তৈরি করা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের ঠিক আগে শারদতের ‘আশীর্বাদ’-তত্ত্ব কার্যত সেই অভিযোগেই সিলমোহর বসিয়ে দিল!

সুযোগ লুফে নিতে এক মুহূর্ত দেরি করেনি মমতা শিবির। বিধায়ক কুণাল ঘোষের চাঁচাছোলা আক্রমণ, ‘শারদতের কথায় চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে গিয়েছে। এটা ওদের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতায় কুঠারাঘাত।’ মুখরক্ষায় পালটা হুঁশিয়ারি দিয়ে ঋতব্রত তৃণমূলের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান বলেন, ‘বিরোধিতা কাকে বলে শারদত মুখোপাধ্যায় এবার দেখবেন।’ অন্যদিকে, শারদতের অতীত বেফাঁস মন্তব্যের নজির টেনে বিজেপির একাংশ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ব্যাখ্যা, বিরোধীরা এখন অস্তিত্বহীন, সম্ভবত সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ফের বেফাঁস শারদত



আমার তো বেশ ভালো লাগল, আপনাদের কেমন লাগছে সেটা জানাবেন
শতরূপ ঘোষ



বিরোধিতা কাকে বলে শারদত মুখোপাধ্যায় এবার দেখবেন।
আখরুজ্জামান



চাটন শিবিরের মুখোশ খুলে গিয়েছে। ওদের অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতায় কুঠারাঘাত।
কুণাল ঘোষ

‘হাসিনার ইচ্ছা এবং প্রত্যর্পণ ভিন্ন বিষয়’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : শেখ হাসিনা ইস্যুতে ঢাকাকে এবার গুগলি দিল নয়াদিল্লি।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে স্বদেশে ফিরতে চান বলে মঙ্গলবার মুখপাত্র মারফত ঘোষণা করেছিলেন। তারেক রহমানের সরকারকে আকাশপথে দেশে ফেরানোর বন্দোবস্ত করতেও বলেছিলেন তিনি। তার জবাবে বাংলাদেশ বলেছিল, শেখ হাসিনাকে শুধুমাত্র প্রত্যর্পণই করা যাবে। এই নিয়ে ঢাকা শুধুমাত্র নয়াদিল্লির সঙ্গেই কথা বলবে, আওয়ামী লিগ সভানেত্রীর সঙ্গে নয়। এই অবস্থায় বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফেরাতে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের আবেদন এবং হাসিনার নিজের দেশে ফেরার ইচ্ছা, এই দুটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা দরকার। অর্থাৎ, ঢাকার কূটনৈতিক অনুরোধের সঙ্গে হাসিনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে এক করে দেখতে নারাজ ভারত।

নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বুধবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান সরকারের মধ্যেকার বিষয় নিয়ে ভারতের কিছু বলার নেই। তবে হাসিনার নিজের দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি বলেন, ‘নিজের দেশে স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ফেরত চেয়ে পাঠানো কূটনৈতিক বার্তা-দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ঢাকার তরফে পাঠানো প্রত্যর্পণের অনুরোধ ভারতের প্রচলিত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মেনেই বিবেচনা করা হচ্ছে।’

নয়াদিল্লির এই কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার নীতিতে ঢাকা খানিকটা হলেও ফাঁপরে। যদিও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এদিন জানিয়েছেন, হাসিনা দেশে ফিরবেন কি না, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার কোনও চাপের মধ্যে নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে থাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনেই হাসিনাকে দেশে ফেরানো সম্ভব। সেই অনুযায়ী ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি পাঠানো হয়েছে। নয়াদিল্লি আইন অনুযায়ী বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের প্রধান কৌঁসুলি মো.আমিনুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দিলে সেটি অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। সেক্ষেত্রে আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, হাসিনাকে ঘিরে ভারতের সামনে এখন দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ। একদিকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার নিষ্পত্তি, অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনও পক্ষের অবস্থানকে সরাসরি সমর্থন করার অভিযোগ এড়ানো। কারণ, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পরিসর শুধুমাত্র শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নয়। সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্বালানি সহযোগিতা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুই দেশের সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই বিষয়ে দুই দেশের যৌথ নদী কমিশন রয়েছে। পরিস্থিতি এবং সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কমিশনই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে।

বাংলাদেশকে গুগলি ভারতের

হাইকোর্টে সৌরভ

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ব্রিটেনে যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন ককরোচ নেতা সৌরভ দাস। জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়ে আদালতে পিটিশন দাখিল করেছেন তিনি। কোনও লুকআউট নোটিশ ছাড়াই অবৈধভাবে তাঁকে বিদেশযাত্রায় বাধা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবী। আগামীকাল মামলার শুনানি। সৌরভ কাণ্ডে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, কোনও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নয়, নিয়ম মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উমরদের জামিন অধরাই

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা ষড়যন্ত্র মামলায় ছাত্রকর্মী উমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে এখনই অন্তর্বর্তী জামিন দিল না সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি পুলিশের জবাব না শুনে তাঁদের কোনও অন্তর্বর্তী স্বস্তি দিতে নারাজ শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়ে অবস্থান জানতে চেয়েছে। উমরদের দ্রুত জামিনের আবেদন করলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, ‘আজ নয়।’ ইউএপিএ আইনে দীর্ঘ কারাবাস জামিনের যুক্তি হতে পারে কি না, পূর্ববর্তী রায়ের সেই সংঘাত মেটাতে তিন বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুব্রত-মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আরএসএসের পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীশুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি সুব্রতর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। এদিন সুব্রত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিলীপ ঘোষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন সুব্রত ছিলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন। কিন্তু ’২১-এর বিধানসভা ভোটের মুখে আচমকা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় অমিতাভ চক্রবর্তীকে। আরএসএসই তাঁকে রাজ্য বিজেপি থেকে সংঘের দায়িত্বে ফিরিয়ে এনেছিল। সম্প্রতি রাজ্যের সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অমিতাভর বিকল্প খোঁজা শুরু হয়েছে। সেই নিরিখে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও সুব্রতর সাক্ষাৎকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছে দল।



বুধবার কলকাতার মল্লিকবাজারে এক আবাসনে ভয়াবহ আগুন।

২০ সাংসদের ভাগ্য ঝুলে, সুপ্রিম নোটিশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : তৃণমূল ছেড়ে অন্য শিবিরে পা বাড়ানো বাংলার ২০ জন সাংসদের ভাগ্য যখন লোকসভার স্পিকারের কলমের ডগায় ঝুলছে, ঠিক তখনই দলবদলের রাজনীতিতে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দলত্যাগ বিরোধী আইনের কোপ এড়াতে সাংসদ বা বিধায়কদের ‘কৌশলগত পদত্যাগ’ কি তবে আর চলবে না? ইস্তফা দিলেই কি অযোগ্যতার খাঁড়া থেকে রেহাই মেলে? এই জ্বলন্ত প্রশ্নে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন-সহ একাধিক সংস্থার জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মহনার বেঞ্চ এএ সেতুর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটির শুনানিতে এই নোটিশ জারি করে। সংবিধানের দশম তপশিলের আওতায় কোনও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অযোগ্য ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু হলেই, পদত্যাগ করে গোটা আইনি প্রক্রিয়াকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার যে চেনা কৌশল দেশজুড়ে চলছে, তা রুখতেই কড়া আইনি সুরক্ষার আর্জি জানানো হয়েছে মামলায়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক আবহে এই মামলার তাৎপর্য অপরিসীম। বিধানসভা

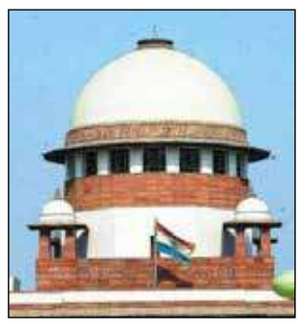

ভোটের ফলের পরই তৃণমূল ছেড়ে অন্য দলে নাম লিখিয়েছেন ২০ জন সাংসদ। তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা নিতে লোকসভার স্পিকারের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্ত সাংসদরা নিজেদের জবাবও জমা দিয়েছেন। এখন শুধু স্পিকারের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা।

আবেদনকারীর জোরালো যুক্তি, অযোগ্যতার শুনানি চলাকালীন জনপ্রতিনিধি ইস্তফা দিয়ে দিলে গোটা আইনটাই প্রহসনে পরিণত হয়। মূল অভিযোগের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই উপনির্বাচন হয়ে যায়, বদলে যায় সরকার গড়া বা টিকিয়ে রাখার অঙ্ক-যা সরাসরি জনতার রায় ও দশম তপশিলের মূল উদ্দেশ্যকেই খর্ব করে। তাই মামলায় তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবি তোলা হয়েছে-প্রথমত, ইস্তফা দিলেও অযোগ্যতার প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে থামানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিকে মন্ত্রী বা কোনও লাভজনক রাজনৈতিক পদে বসানো নিষিদ্ধ করতে হবে। এবং তৃতীয়ত, পদত্যাগ সত্যিই স্বেচ্ছায় কি না, তা যাচাইয়ে স্পিকার বা চেয়ারম্যানদের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। শীর্ষ আদালতের এই পদক্ষেপে দলবদলের পরিচিত অঙ্ক যে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল, তা বলাই বাহুল্য।

মামলা ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : কলকাতা পুরসভার নির্বাচন অযৌক্তিকভাবে পিছিয়ে রাখা উচিত নয়। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরসভার নির্বাচন স্থগিত রাখতে বলে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তাতে বুধবার এমনই পর্যবেক্ষণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের পরিবর্তে ডিভিশন বেঞ্চে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা মামলার শুনানিতে এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ এই প্রস্তাব দেয়। আদালতের বক্তব্য, নির্বাচন প্রক্রিয়া অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত হওয়া কাম্য নয়। তবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে ওঠা আইনি ও প্রশাসনিক প্রশ্নগুলিরও যথাযথ বিচার হওয়া প্রয়োজন।

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়, হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ খারিজ করে মামলাটি নতুন করে বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো যেতে পারে। সিঙ্গল বেঞ্চের পরিবর্তে ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হলে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব বলেও মনে করছে শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের তোলা সমস্ত তথ্যগত ও আইনি যুক্তি হাইকোর্টের আগের নির্দেশে বিবেচিত হয়নি বলেও জানিয়েছে বেঞ্চ। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে।

উত্থান সেনসেক্সের

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে অস্থিরতা থাকলেও ফের বড় অঙ্কের উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এদিন সেনসেক্স ১৫০২.২৯ পয়েন্ট উঠে ৮৩৯৩৮.২৮ পয়েন্টে এবং নিফটি ৪৬৯.৬০ পয়েন্ট উঠে ২৫৮১৯.২৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একদিনের লেনদেনেই লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকার। এদিন টাকার দাম বেড়েছে। ডলারের নিরিখে ৯২ টাকা ৬৫ পয়সা হয়েছে।

স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : আয় বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে সিবিআই ও ইডি তদন্তের নির্দেশ খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ওই আদেশ বাতিল করে মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানিয়েছে, কর্ণাটকের বিজেপি কর্মী ভিগনেশ শিশিরের আবেদনের আইনি গ্রহণযোগ্যতা সহ সমস্ত দিক হাইকোর্টকে নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। একইসঙ্গে এই শুনানিতে কংগ্রেস নেতাকে নিজের যাবতীয় বক্তব্য পেশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অস্বস্তি সুজিতের

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : নতুন করে অস্বস্তি বাড়ছে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক পরেশরাম দাসের। পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে বুধবার সুজিতের শ্যালককে তলব করেছে সিবিআই। অপরদিকে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আগেই ছিল। এবার গণধর্ষণের অভিযোগে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ভারতীয় পণ্যে ফের ট্রাম্পের শুল্ক-কাঁটা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। সাম্প্রতিক ভোটে ভরাডুবির পরেও নিজের গোঁ-ই বজায় রাখলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার ভারতীয় পণ্যে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দিল আমেরিকা। তবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে এই বর্ধিত শুল্কের বোঝা কমে ১৭ শতাংশে দাঁড়াবে। এটুকুই সুবিধা হবে ভারতের।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ১৬টি দেশের ওপরে আট মাস ধরে তদন্ত চালানোর পর জানিয়েছে, ভারত সৌর মডিউল ও ইস্পাতে মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন করছে। ভারতের পাশাপাশি কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও ২৫ শতাংশ এবং চিনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ শুল্কের সুপারিশ করা হয়েছে।

এক শীর্ষ মার্কিন বাণিজ্যকর্তার বক্তব্য, ‘বাধ্যতামূলক শ্রম সংক্রান্ত শুল্কের সঙ্গে এই অতিরিক্ত উৎপাদনের শুল্ক যুক্ত হবে না। কেবল উচ্চতর হারটি ব্যবসায়ীদের দিতে হবে।’ অর্থাৎ, গত জুলাই থেকে চলা ১০ শতাংশ শুল্কের ওপরে এটি চাপবে না। তেল, সার, ওষুধ ও সেমিকন্ডাক্টরে ছাড় থাকছে।



বাণিজ্যমন্ত্রক অতিরিক্ত উৎপাদনের অভিযোগ খারিজ করে জানিয়েছে, ১৪০ কোটি মানুষের বিপুল অভ্যন্তরীণ চাহিদাই ভারতের অর্থনীতির আসল ভিত্তি। আগামী মাসে আমেরিকার ফ্লোরিডায় জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই বাণিজ্য চুক্তির নিষ্পত্তি হতে পারে।

আমেরিকার সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ভরাডুবির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ট্রাম্পের বিতর্কিত শুল্কনীতি। তিনি নিজেও আকারে-ইঙ্গিতে সেই দায় কবুল করেছিলেন। কিন্তু বড় নির্বাচনি ধাক্কা সত্ত্বেও অনড় ট্রাম্প নিজের অবস্থান বদল করতে যে রাজি নন, এই কঠোর শুল্ক প্রস্তাবেই তা ফের স্পষ্ট হল।

নার্সিং, বিএড কলেজে কড়া হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ক্লাস নেই, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই, শিক্ষক নিয়োগেরও বালাই নেই—রাজ্যে নার্সিং, ফার্মাসি, বিএড আর ডিএলএডের মতো পেশাদারি শিক্ষার নামে কি তবে স্রেফ টাকার বিনিময়ে ডিগ্রি বিক্রির কারবার চলছে? বুধবার এই ভাষাতেই রাজ্যের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। অনুমোদন ও পরিকাঠামোর চরম ঘাটতি সত্ত্বেও রমরমিয়ে চলা কলেজগুলোর লাগাম টানতে এদিন বেনজির কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

ঘটনার সূত্রপাত একটি নার্সিং কলেজের পড়ুয়াদের দুর্দশা ঘিরে। দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দেওয়ার পরই আচমকা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় বসা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় পড়েন একদল পড়ুয়া। নিরুপায় হয়ে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। শুনানিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য স্বীকার করে নেন, এই ধরনের অনিয়মে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। তখনই রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহার প্রশ্ন, নার্সিংয়ের মতো স্পর্শকাতর পেশায় ন্যূনতম জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ কীভাবে রোগীর সেবায় যুক্ত হবেন? এভাবে কি চলে?

পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে এবং বেআইনি কারবারে তালা ঝোলাতে এদিন জোড়া নির্দেশিকা জারি করেছে আদালত। রাজ্যের সমস্ত নার্সিং প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিবকে বিশেষ পরিদর্শক দল গড়তে বলা হয়েছে। কোনও আগাম নোটিশ ছাড়াই চলবে আকস্মিক পরিদর্শন। পাশাপাশি ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলকে নির্দেশ, আগামী শিক্ষাবর্ষে কোনও প্রতিষ্ঠানের পুনর্নবীকরণের আগে খুঁটিয়ে তথ্য যাচাই করতে হবে। আর মামলাকারী পড়ুয়ারা যাতে পিছিয়ে না পড়েন, সেজন্য তাঁদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানের তালিকা কাউন্সিলের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। বিএড কলেজগুলোর পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের মান যাচাইয়ে এনসিটিই-কেও বিশেষ দল গড়ে আচমকা হানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ক্লাস নেই, শুধু ডিগ্রি বিক্রি

আত্মসমর্পণের নির্দেশ মিলনকে

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : নন্দীগ্রামের কংগ্রেস নেতা মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ আর বাড়াল না কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

আত্মসমর্পণ না করে বারবার জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করায় এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে বিচারপতি জানান, নির্বাচনে লড়াই করার জন্যই মিলনকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল। তাই আর জামিনের মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব নয়। তবে আত্মসমর্পণের পর তিনি নিয়মিত বেঞ্চে জামিনের আবেদন করতে পারবেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ‘বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কিন্তু যাঁদের টিভির পর্দায় ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছে, তাঁরা ক্ষমতার শীর্ষে বসে খোলা আকাশের নিচে ঘুরছেন। তবে এই নির্দেশে মিলনের মনোবল ভাঙা যাবে না।’

দুই তৃণমূলকে তলব

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং ঘাসের ওপর জোড়াফুল প্রতীক কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে এবার কি হেস্তনেস্ত করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন? ২৭ নভেম্বর মমতা এবং ঋতব্রত, দুই শিবিরকেই মুখোমুখি শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। মমতা-তৃণমূল কংগ্রেস এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে পৃথক চিঠি পাঠিয়ে ওই দিন কমিশনের দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে। দুপুর ৩টে থেকে শুনানি শুরু হওয়ার কথা। উভয় পক্ষের বক্তব্য, পাল্টা যুক

ছোট্ট তারা



বারোঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা বর্মন ছবি আঁকায় আগ্রহী। নৃত্য এবং পড়াশোনাতেও তার আগ্রহ রয়েছে।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে দখল সরাতে ফের অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে অভিযান চালানোর পর বুধবার ফের মার্কেটে ঢুকল ট্রাফিক পুলিশ। মার্কেটে ঢোকার পর পরিস্থিতি দেখে ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের মধ্যে একই প্রশ্ন, পরিস্থিতির কি আদৌ কোনও পরিবর্তন হয়েছে? পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে এ বার হুঁশিয়ারির সুর আরও চড়ালেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'ফের আমরা এলাকায় অভিযান চালাব। তারপরও যদি এ রকমভাবে যত্রতত্র ঠেলাগাড়ি কিংবা গাড়ি পার্কিং করতে দেখি, তা হলে সবকিছু তুলে নিয়ে যাব।'

এ দিনের অভিযানে মোমো গলিতে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের। ট্রাফিক কর্মীদের দেখেই মোমোর দোকানগুলির উলটো দিকে থাকা বসার জায়গাগুলি সরানোর তোড়জোড় শুরু করেন দোকানের কর্মীরা। তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান বসার জায়গায় বসেই মোমোর স্বাদ নিতে ব্যস্ত ক্রেতারা। মোমোপ্রেমীদের উদ্দেশে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের বলতে শোনা যায়, 'আপনাদের কারও মোমো খাওয়ার থাকলে দাঁড়িয়ে খেয়ে যান। কোনও অসুবিধা নেই। তবে বসে খাওয়া আর হবে না। পায়ে হেঁটে চলার রাস্তাই তো আর থাকছে না।'এদিকে, ট্রাফিক পুলিশের এই অভিযান প্রকাশ্যে ব্যবসায়ীদের একটা অংশকে সমর্থন করতে দেখা গেলেও, একাংশে অবশ্য অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এদিন অভিযান চলাকালীন একাধিক জায়গায় দখলদারির দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। মোমোগলি দিয়ে সোজা যেতেই একটি মোড়ের মাথার একপাশে থাকা ফাস্ট ফুডের দোকানের পাশের নালার ওপর দিয়ে একেবারে রাস্তার কিছুটা অংশ ঢালাই দেওয়া হয়েছে। উলটো পাশে আবার দেখা গিয়েছে, একটি কাপড়ের দোকানের সামনের রাস্তার একপাশ বরাবর অংশ লোহার চেন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফে এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তার দখল অংশ খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদের।

অভিযান চলাকালীন ট্রাফিকের এক কর্তাকে বলতে শোনা যায়, 'সচেতন করে গেলাম। এরপরেও এই দৃশ্য?' এদিকে, এদিনের অভিযান শেষে ব্যবসায়ীদের বিশেষ বার্তাও দেন ট্রাফিক পুলিশকর্তারা। ট্রাফিকের এক কর্তা উপদেশ দেন, 'আপনারা ভ্যানে অতিরিক্ত মাল ওঠাবেন না। ভ্যানচালককে ওই মাল নিয়ে যেতে সময় লাগে। ওঁরও কষ্ট হয়। রাস্তার গতিতেও প্রভাব পড়ে। এরপর আমরা এব্যাপারেও কড়া ব্যবস্থা নেব।'

ফিলা কুইজে সেরা শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : আঞ্চলিক স্তরে যুব ভারত ফিলা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম হয়ে সার্কেল স্তরে যাওয়ার সুযোগ পেল শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের দুই পড়ুয়া। ডাক বিভাগের আয়োজনে শিলিগুড়ি হেড পোস্ট অফিসে এই প্রতিযোগিতা হয়। নেতাজি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির দুজন ছাত্র সৌম্যদীপ দাস এবং হরিশ বর্মন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় সার্কেল স্তরের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।



শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মোমো গলিতে ট্রাফিক পুলিশের অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান। বুধবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পড়ুয়া সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৩

অবহেলায় ধুঁকছে শহরের প্রথম স্কুল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে মুড়িহাটির ভেতরে রয়েছে শহরের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক প্রাইমারি স্কুল। মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে স্কুলের বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে প্রতিষ্ঠা সাল, ১৮৯০। একদিকে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দাপট ও অন্যদিকে হাইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক স্কুলে পড়ানোর প্রতি অভিভাবকদের বাড়তি আগ্রহ। ফলে পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। পড়ুয়া সংখ্যা কমতে কমতে এসে ঠেকেছে ৩৩-এ। অথচ স্কুলের পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত। তবু প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও ক্লাসেই পড়ুয়ার সংখ্যা দুই অঙ্কের নয়।

শহরের প্রথম স্কুল কোনটি? অনেকেই উত্তর দিতে পারবেন না এই প্রশ্নের। তবে ইতিহাস বলছে, শহরের সব থেকে পুরোনো স্কুল হল পাবলিক প্রাইমারি বিদ্যালয়। 'মামা-ভাগ্নে' স্কুল নামে পথ চলা শুরু হয়েছিল। সেসময় পাতির বেড়া দিয়ে তৈরি স্কুলে দুজন পাদ্রি পড়াতেন। তাঁরা সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে ছিলেন বলে স্কুলের এমন পরিচিতি। একসময় শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই স্কুলে পড়াশোনা করতে আসত পড়ুয়ারা। তবে এখন মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখানে আসে।

পরিকাঠামোর দিক থেকে যথেষ্ট ভালো স্কুলটি। পাকা দোতলা ভবন, মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘর সহ পর্যাপ্ত শিক্ষক রয়েছে। তবে পড়ুয়া কমতে থাকায় আক্ষেপ করে প্রধান শিক্ষক সুজাতা নন্দী বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, নাটক সহ বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করানো হয়। এমনকি শিক্ষামূলক ভ্রমণেও নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পড়ুয়া সংখ্যা যাতে বাড়ে।'



শিলিগুড়ি শহরের পুরোনো প্রাইমারি স্কুল।

> **পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ, গান, নাটক সহ বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করানো হয়। এমনকি শিক্ষামূলক ভ্রমণেও নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পড়ুয়া সংখ্যা যাতে বাড়ে।**
>
> **সুজাতা নন্দী** *প্রধান শিক্ষক*

করোনা অতিমারির আগে স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ছিল একশোর ওপর। তবে কোভিডের পর থেকে তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। ২০২২ সালে পড়ুয়া সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৯ জন। ২০২৪ সালে তা আরও কমে হয় ৪৯ জন। আর এখন তা এসে ঠেকেছে ৩০-এর ঘরে। প্রাকপ্রাথমিকে ৩ জন, প্রথম শ্রেণিতে ৬, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪, তৃতীয়তে ৬, চতুর্থতে ৭ এবং পঞ্চমে ৭ জন পড়ুয়া রয়েছে এই স্কুলে।

এখন মূলত মাতঙ্গিনী কলোনি, সর্বহারা কলোনি, টিকিয়াপাড়া থেকে আসা পড়ুয়াদের নিয়ে চলছে এই স্কুল। পড়াশোনা যে স্কুলে ভালো হয় তা অভিভাবকেরাও মানছেন নির্দ্বিধায়। সুমি ঘোষ নামে এক অভিভাবক বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ে স্কুল খোলা থেকে মিড-ডে মিলের খাবারের মান, পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক চর্চা—সবকিছুই হয়ে থাকে এই স্কুলে।'

স্কুলের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার জন্য সীমানা প্রাচীর সংস্কার, ক্লাসঘর রং করার আবেদন করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, সমগ্র শিক্ষা মিশনের কাছে। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার চেয়ারম্যান মণিকুমার লামা বলেন, 'প্রাথমিক স্কুলগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে।'

স্কুল পরিদর্শনে এডিআই

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পড়াশোনার মান খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে নামলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক (এডিআই) অরিন্দম রায়। বুধবার তিনি শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল ও হাকিমপাড়া জিএসএফপি স্কুলে যান। পড়ুয়াদের পড়াশোনার মান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এডিআই বলেন, 'আমি কয়েকজন পড়ুয়াকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা সেগুলির উত্তর দিতে পেরেছে। শহরের বুকে স্কুলগুলির পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও পড়াশোনা নিয়ে বেশ সচেতন।' পাশাপাশি, বিভিন্ন স্কুলের সমস্যার কথাও শুনছেন তিনি। এই পরিদর্শন চলবে বলে জানান এডিআই।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সন্ধ্যা সাতটায় দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের নাট্যসন্ধ্যার শেষ দিনে মঞ্চস্থ হবে অনুপ চক্রবর্তীর নাটক 'চাণক্যর শেষ প্রহর'।

আবাস যোজনা দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিন পাওয়ার পর ফের জনসংযোগে সক্রিয় রামভজন মাহাতো। ওয়ার্ডে অফিস খুলে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছেন তিনি। তবে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা, আর বিজেপির অন্দরে বাড়ছে অসন্তোষ।

পদ্মে ঠাঁই নেই, এককাট্টা কর্মীরা

সক্রিয়তা বাড়াচ্ছেন রামভজন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : আবাস যোজনা দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিন পেতেই ফের জনসংযোগে নেমে পড়েছেন তিন নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো। নিজের পরিচিতি ও দীর্ঘদিনের জনসংযোগকে কাজে লাগিয়ে ওয়ার্ডের কোথাও কোনও সমস্যা হলেই ছুটে যাচ্ছেন তিনি। দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন নাকচ হতেই নতুন করে সক্রিয় হন তিনি। সাতজনের আইনজীবীর একটি দল রামভজনের হয়ে সওয়াল করেছেন সুপ্রিম কোর্টে।

এদিকে, ভোটের পর এই প্রথম বুধবার ফের গুরুংবস্তির কার্যালয় খোলায় ওয়ার্ডে কৌতূহল তৈরি হয়। তবে এদিন কার্যালয়ের বেশকিছু পরিবর্তন নজরে এসেছে।

বাম সংস্রব ছেড়ে রামভজন তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই কাউন্সিলার কার্যালয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রাখা হয়েছিল। কার্যালয়ের রংও ছিল নীল-সাদা। তবে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ছবি নজরে আসেনি। কার্যালয়ের ভিতরে বসেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই ব্যক্তি। রামভজনের খোঁজ করতেই তাঁদের মধ্যে একজন উঠে বললেন, 'রামভজনবাবু এখন নেই। সোমবার থেকে বাইরে গিয়েছেন। দুই-তিনদিনের মধ্যে চলে আসবেন।'

প্রশ্ন করা হল, হঠাৎ এতদিন পর কার্যালয় খোলা হল কেন? ওই কর্মী বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'আসলে এখন তো আর আগের মতো সেরকম কাজ নেই। তাই আমরা একটু গল্প করার জন্যই কার্যালয় খুললাম। রামভজনবাবুর বাড়িতে অনেকে সমস্যায় পড়লে এখনও যান। তাঁদের মধ্যে কেউ চাইলে কার্যালয়ে আসতে পারেন।'

কিন্তু মমতার ছবি তো সরে গিয়েছে। তা হলে কি পুরভোটের আগে অন্য কোনও দলে নাম লেখাতে দেখা যাবে রামভজনকে? প্রশ্ন করতেই সতর্ক হয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি। গলার স্বর চড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'দেওয়ালে রং করার সময় ছবিটা খুলে রাখা হয়েছিল। বাকিটা রামভজনবাবু বলবেন। তবে এখন উনি কোনও দল করছেন না।'

প্রশ্নের মুখে আরও সাবধানী রামভজনও। গত কয়েক মাস ধরে আবাস যোজনা দুর্নীতি মামলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া চাপের কারণে এখনও নিজের মূল ফোন নম্বরটি বন্ধ রেখেছেন তিনি। আলাদা একটি নম্বর ব্যবহার করেন শুধু পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। ফোন করার পর প্রতিবেদকের গলা চিনতে পেরেই তিনি বলে উঠলেন, 'এখন বাইরে রয়েছি। যা হওয়ার হয়েছে। এখন আর কিছু বলব না। পরে সময় এলে বলব।'



- প্রাক্তন কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো সক্রিয়তা বাড়াতে ওয়ার্ডে তাঁর কার্যালয় খুলেছেন
- তবে কাউন্সিলার অফিস থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে
- ফলে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে
- যদিও নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাননি তিনি

সুপ্রিম কোর্ট থেকে স্বস্তি মিললেও ওয়ার্ডবাসীর মধ্যে আবাস যোজনা দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে চর্চা কমছে না। রামভজনের বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরেই থাকেন মীনাক্ষী শর্মা। রামভজনের বিলাসবহুল বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। রামভজনকে এখন আর দেখা যায় কি না, জানতে চাইলে বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হাত নাড়িয়ে ওই তরুণী বলে উঠলেন, ''ওঁর কাছে তো এখন আর 'পাওয়ার' নেই। তাই অত দেখা যায় না। বেশিরভাগ সময়ই বাইরে থাকেন। এই কয়েকদিন হল, একটু পাড়ায় ঘুরছেন।''

বাড়ির অন্য সদস্যরা যে এখনও আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন, তা তরুণীর কথা বলার সময়ই বোঝা গেল। বারবার বাড়ির অন্য সদস্যদের উঁকি মেরে দেখতে দেখা গেল।

তবে রামভজনের সক্রিয়তা ভাবাচ্ছে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের। এমনকি, রামভজন ইস্যুতে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা এবং দলের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এক বিজেপি কর্মীর কথায়, 'এত বড় দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পরেও দলের তরফে সেরকম কোনও কর্মসূচিই নজরে পড়ল না। রামভজনের স্ত্রীর নামে থাকা নির্মাণকাজ নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। কোনও আন্দোলন বা কর্মসূচিই তো নজরে পড়ল না।'

বিজেপির এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিনোদ গুপ্তার কথায়, 'বিজেপি কর্মীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, এটা ঠিক। তবে এটা প্রশাসনের ব্যাপার। এটুকু বলতে পারি, রামভজনকে বিজেপিতে ঢুকতে দেব না। যতই জনসংযোগ করার চেষ্টা করুন, রামভজন আবাস যোজনা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, এটা সবাই জেনে গিয়েছে।'

পুরনিগমে গতি আনতে কমিটি

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : শহরের নাগরিক পরিষেবায় গতি আনতে এবার কোঅর্ডিনেশন কমিটি গড়তে চলেছে প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম। এ নিয়ে সম্প্রতি পুরনিগমের কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপক একটি বিশেষ বৈঠকও সেরে নিয়েছেন।

প্রতি মাসে দু'বার করে কোঅর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বৈঠকের নেতৃত্ব দেবেন খোদ পুর কমিশনার। এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'বিশেষ করে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে কিছু সময় সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। সেইসঙ্গে জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী নদীকে পরিষ্কার রাখাও একটা চ্যালেঞ্জ। তাই একাধিক বিভাগকে নিয়ে কোঅর্ডিনেশন কমিটি গড়া হচ্ছে। আগামীতে ওই কমিটির তত্ত্বাবধানেই সমস্ত কাজ করা হবে।'

পানীয় জল সরবরাহ ইস্যুতে মঙ্গলবারই শিলিগুড়ি পুরনিগমকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। দিনভর জলকষ্টে ভুগতে হয়েছিল শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের। এহেন সমস্যার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা গিয়েছিল।

ক্যানসারের উন্নত চিকিৎসা মণিপালে



শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে ক্যানসার চিকিৎসায় আরও উন্নত পরিকাঠামো তৈরি করেছে রাঙ্গাপানির মণিপাল হাসপাতাল। আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত মেশিন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের টিম এবং এক ছাদের নীচে ক্যানসারের বিভিন্ন বিভাগ চালু করা হয়েছে। হাসপাতালের কম্প্রিহেনসিভ ক্যানসার কেয়ার সেন্টারে মেডিকেল, সার্জিক্যাল এবং রেডিয়েশন অঙ্কোলজি পরিষেবা রয়েছে। রেডিয়েশন অঙ্কোলজি বিভাগে অত্যাধুনিক ট্রুবিম (TrueBeam) প্রযুক্তি এবং আইএমআরটি, আইজিআরটি ও ভিএমএটি-র মতো আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যায়। মণিপাল হাসপাতাল শিলিগুড়ির ডিরেক্টর সঞ্জয় সিংহ মহাপাত্র বলেন, 'রোগীদের সুবিধার্থে ক্যানসার চিকিৎসার পরিষেবা আরও উন্নত করা আমাদের লক্ষ্য।' হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে হাসপাতালে হেড অ্যান্ড নেক সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ মণীশ গোস্বামী জানান, ক্যানসার চিকিৎসা প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে আলাদা। তাই টিউমারের ধরন, রোগের স্টেজ এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে তারপর চিকিৎসা শুরু হয়।

আবাস নিয়ে চাপানউতোর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ নভেম্বর : আবাস যোজনায় 'অনিয়ম' নিয়ে ইসলামপুর পুরসভার বিরুদ্ধে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। পুর প্রশাসনের দাবি, এলাকায় আবাস যোজনার আওতায় কোনও 'অযোগ্য' উপভোক্তা নেই। ১৭টি ওয়ার্ড এলাকাজুড়ে সমীক্ষা করে কোনও অযোগ্য উপভোক্তা পাওয়া যায়নি।

যদিও রিপোর্টের তথ্য নিয়ে আপত্তি তুলেছে পদ্ম শিবির। তাদের অভিযোগ, নিজেদের পিঠ বাঁচাতে 'আষাঢ়ে গপ্প' ফাঁদছে পুর প্রশাসন। শহরের একাধিক ওয়ার্ডে প্রচুর সংখ্যায় অযোগ্যদের আবাস যোজনার আওতায় ঘর পাইয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূল আমলে। বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'নিরপেক্ষভাবে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হলে দুর্নীতির স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে।'

ইসলামপুর শহরে আবাস যোজনা নিয়ে রাজনীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পালাবদলের আগে বিরোধীরা দফায় দফায় এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। এরপর গত মে মাসে সরকার বদল হতেই আবাস যোজনা নিয়ে নিজেদের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে বিজেপি সরকার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনিয়মে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও বিজেপির অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পুর চেয়ারম্যান তথা ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তাঁর দাবি, 'যা হয়েছে, সরকারি নিয়ম মেনে হয়েছে। এখনও সমস্তকিছু সরকারি নিয়ম মেনেই হচ্ছে।'



- পুর প্রশাসনের দাবি, আবাস যোজনায় 'অযোগ্য' উপভোক্তা নেই
- ১৭টি ওয়ার্ড এলাকাজুড়ে সমীক্ষা করে কোনও অযোগ্য উপভোক্তা পাওয়া যায়নি
- যদিও বিজেপির অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ পুর চেয়ারম্যান

> **আমি হলফ করে বলছি, ছাদওয়ালা বড় বাড়ি থাকা মানুষকেও সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। যোগ্যরা ঘর পাননি। নেতা এবং সরকারি কর্মীরা এই অনিয়মে যুক্ত।**
>
> **সুরজিৎ সেন** *বিজেপি নেতা*

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, কারও ছাদওয়ালা পাকা বাড়ি থাকলে আবাস যোজনার সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু নিয়মকানুন লাটে তুলে তৃণমূল আমলে একাধিক ওয়ার্ডে আবাস বণ্টন হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে, এখনও অযোগ্যদের আড়াল করা হচ্ছে কেন? সমীক্ষার রিপোর্ট কি আদৌ নির্ভুল? সুরজিৎ বলেন, 'সরকারি দপ্তরে এখনও আগের আমলের সম্পদরা স্বপদে বসে আছেন। তাঁরা প্রকৃত তথ্য দেবেন না। কিন্তু আমি হলফ করে বলছি, ছাদওয়ালা বড় বাড়ি থাকা মানুষকেও সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ যোগ্যরা ঘর পাননি। নেতা এবং সরকারি কর্মীরা এই অনিয়মে যুক্ত। এখন তাঁরা ড্যামেজ কন্ট্রোলের মরিয়া চেষ্টা করছেন।' বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে কানাইয়ার প্রতিক্রিয়া, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রকল্পের সমস্ত কাজ সরকারি নিয়ম মেনে হয়েছে। বেনিয়মে যাঁদের নোটিশ ধরানো হয়েছে, সেটাও সরকারি নিয়ম মেনে হয়েছে।'





পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির নীচে আস্ত শহর



অস্ট্রেলিয়ার কুবার পেডি শহরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হবে কোনও জনমানবহীন রুক্ষ মরুভূমি। অথচ পায়ের ঠিক নীচেই দিব্যি জমজমাট একটা শহর। গ্রীষ্মকালে এখানকার তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। সেই অসহ্য গরম থেকে বাঁচতেই প্রায় এক শতাব্দী আগে এখানকার ওপাল পাথরের খনিশ্রমিকরা মাটির নীচে ঘর বানাতে শুরু করেন। আজ শহরের অধিকাংশ মানুষই থাকেন মাটির তলায় বানানো বাড়িতে। সেখানে ঘরদোরের পাশাপাশি গির্জা, হোটেল, বইয়ের দোকান এমনকি সংগ্রহশালাও রয়েছে। বাইরের আবহাওয়া যতই চরম হোক, মাটির নীচের এই বাড়িগুলো সারাবছর প্রাকৃতিকভাবেই আরামদায়ক ঠান্ডা থাকে।

মাছের চামড়ায় চিকিৎসা



আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষত সারাতে ব্রাজিলের চিকিৎসকরা বেছে নিয়েছেন এক অদ্ভুত অথচ দারুণ কার্যকরী উপায়। গজ বা সাধারণ ব্যান্ডেজের বদলে তাঁরা রোগীর পোড়া ত্বকে ব্যবহার করছেন তেলাপিয়া মাছের চামড়া। ভালো করে জীবাণুমুক্ত করা এই মাছের চামড়ায় মানুষের ত্বকের মতোই প্রচুর কোলাজেন আর আর্দ্রতা থাকে। ফলে পোড়া জায়গায় এটি লাগিয়ে দিলে ক্ষত অনেক দ্রুত শুকোয় এবং সংক্রমণের ঝুঁকিও কমে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, সাধারণ ব্যান্ডেজের মতো এটি রোজ রোজ বদলাতে হয় না, ফলে রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা অনেকটাই কমে আসে। খরচ কম হওয়ায় বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকরা এখন এই পদ্ধতির প্রশংসা করছেন।

বর্জ্য প্লাস্টিকের মজবুত ইট

রাস্তাঘাটে জমে থাকা পরিত্যক্ত প্লাস্টিক নিয়ে সারা বিশ্ব যখন জেরবার, তখন কেনিয়ার তরুণী ইঞ্জিনিয়ার এনজাম্বি মাতি বের করে ফেলেছেন এক দারুণ সমাধান। নাইরোবিতে নিজের কারখানায় তিনি ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক আর বালি একসঙ্গে গলিয়ে তৈরি করছেন রাস্তা বাঁধানোর ইট। অবাক করা ব্যাপার হল, সিমেন্ট বা কংক্রিটের সাধারণ ইটের তুলনায় এই প্লাস্টিকের ইট অনেক বেশি হালকা এবং কয়েক গুণ বেশি টেকসই। এটি সহজে ভাঙে না এবং দামেও বেশ সস্তা। প্রতিদিন কয়েক টন প্লাস্টিক বর্জ্য এভাবে ইটে পরিণত করে তিনি যেমন শহরকে আবর্জনামুক্ত করছেন, তেমনই বহু মানুষের কর্মসংস্থানের পথও খুলে দিয়েছেন।

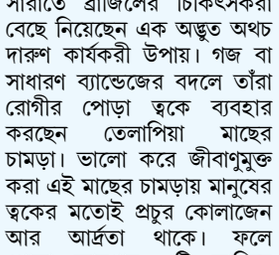

মৌমাছিদের জন্য বাসস্টপ



নেদারল্যান্ডসের উট্রেখট শহরে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ালে শুধু যাত্রী নয়, চোখে পড়বে অসংখ্য মৌমাছির আনাগোনা। শহরের তিনশোর বেশি বাসস্টপের ছাদে বসানো হয়েছে সবুজ ঘাস আর বাহারি বুনোফুলের ছোট্ট বাগান। কংক্রিটের জঙ্গলে মৌমাছিদের খাবার আর আশ্রয় ক্রমশ কমে আসছিল। সেই সংকট মেটাতেই প্রশাসনের এই সুন্দর ভাবনা। এই সবুজ ছাদগুলো যেমন বিপন্ন মৌমাছি আর প্রজাপতিদের বাঁচিয়ে রাখছে, তেমনই বৃষ্টির জল শুষে নিয়ে শহরের ধুলোবালিও অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ একটা বাসস্টপও যে পরিবেশ রক্ষার বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, উট্রেখট সেটাই দেখিয়ে দিল।

কাজে গিয়ে চরম ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

তা ছাড়া এতদিন কাউন্সিলার অফিসে বসেই হোল্ডিং ট্যাক্স নিতেন পুরসভার কাউন্সিলাররা। কাউন্সিলারদের অধিকাংশের অফিস এখন কার্যত বন্ধ। ফলে হোল্ডিং ট্যাক্স দিতে বা সেই সংক্রান্ত নথি নিতে এখন বরো অফিসেই যেতে হচ্ছে নাগরিকদের।

ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে কাউন্সিলারদের সরাসরি যোগাযোগ থাকায় দ্রুত যাচাই করে এই শংসাপত্রগুলি দেওয়া সহজ হয়। কিন্তু এখন সেইসব দায়িত্ব বরো চেয়ারম্যানদের ওপর বর্তানোয় নাগরিকদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে।

শংসাপত্র পেতে সাধারণ মানুষের এই হয়রানির কথা সামনে এনেছেন বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটররাও। একাধিক কোঅর্ডিনেটরের দাবি, প্রয়োজনীয় শংসাপত্রের আশায় সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছে এলেও শংসাপত্র দেওয়ার প্রশাসনিক এক্তিয়ার না থাকায় তাঁদের বরো অফিসগুলিতে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। এতে যেমন হয়রানি বাড়ছে, তেমনই একসঙ্গে এতগুলি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বরো অফিসারদের পক্ষে চেনাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কোনও শংসাপত্র ইস্যু করতে গিয়ে জটিলতা দেখা দিলে অনেক সময় বিজেপির কোঅর্ডিনেটরদের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে বরো চেয়ারম্যানদের। আবার অনেক ক্ষেত্রে আবেদন জমা পড়ার পর কয়েকদিন অপেক্ষায় রেখে যাচাই-বাছাইয়ের পর শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। সকলেই বলছেন, নির্বাচিত কাউন্সিলার থাকলে নাগরিকদের এই ধরনের শংসাপত্র পেতে অনেকটাই সুবিধা হত। দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের দাবি উঠলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ভোট না হলে কাউন্সিলার পদে ফেরা সম্ভব নয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে ফেব্রুয়ারিতে ভোট করানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। এরই মধ্যে কলকাতা পুরনিগমে প্রশাসনিকভাবে কোঅর্ডিনেটর বসানো হতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই সূত্রে বিজেপির একাধিক নেতার দাবি, শিলিগুড়িতে সময়মতো ভোট না হলে এখানেও প্রশাসনিক কোঅর্ডিনেটর নিযুক্ত করা হোক। তবেই নাগরিক পরিষেবার এই জট কাটানো সম্ভব। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তুফান সাহা বলেন, 'নাগরিকদের সমস্যা হচ্ছে, সেটা আমরাও বুঝতে পারছি। কিন্তু আপাতত আমাদের কিছু করার থাকছে না।' তিনি জানান, সম্প্রতি তাঁর ওয়ার্ডেরই এক বাসিন্দা শংসাপত্রের জন্য বরো অফিসে গিয়ে তিন-চারদিন ঘোরাঘুরির পর তা পেয়েছেন। বিষয়টি তাঁকে জানানো হলেও তাঁর হাতে কোনও ক্ষমতা না থাকায় তিনি সহযোগিতা করতে পারেননি। তুফানের সংযোজন, 'এতগুলি ওয়ার্ডের শংসাপত্র বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব সামলাতে বরো চেয়ারম্যানদের সময় লাগাটাই স্বাভাবিক। তবে তাঁদের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া উচিত।'

৩ নম্বর বরো অফিসে শংসাপত্র নিতে গিয়ে টানা তিনদিন ঘুরতে হয়েছে ওই বরোরই এক বাসিন্দাকে। ওই বাসিন্দার ক্ষোভ, বরো চেয়ারম্যানরা নিজেদের সর্বেসর্বা ভাবছেন। অনেক কাজ সহজেই করে দেওয়া সম্ভব হলেও অযথা ঘোরানো হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলে বরো অফিসার জানান, তিনি অফিসের বাইরে কোনও মন্তব্য করবেন না।

৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর রিঙ্কু বাগচীর বক্তব্য, 'শংসাপত্র পেতে সাধারণ মানুষের কিছুটা হয়রানি হচ্ছে। বরো অফিসগুলির কাজের ধরন পালটানো প্রয়োজন।' আরেক কোঅর্ডিনেটর বলেন, আমার কাছে তো রোজই কেউ না কেউ নানা শংসাপত্রের জন্য আসছেন। হয়রানির অভিযোগ করছেন।

আট বছরের অপেক্ষার অবসান • চার লেনেই যান চলাচল

আজ চালু দ্বিতীয় ফরাক্কা সেতু



সেনাউল হক ও পরাগ মজুমদার

কালিয়াচক ও জঙ্গিপুর, ২৫ নভেম্বর : অবশেষে শেষ হতে চলেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বৃহস্পতিবার থেকে ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর নবনির্মিত চার লেনের সেতু দিয়ে উভয়মুখী যান চলাচল শুরু হচ্ছে। এত দিন নতুন সেতুর দুটি লেন দিয়ে গাড়ি চললেও বাকি দুটি লেন চালু হয়নি। তাই উত্তরবঙ্গমুখী যানবাহনকে পুরোনো ফরাক্কা ব্যারাজের সেতুর ওপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর চারটি লেনই খুলে দেওয়া হবে। ফলে মালদা ও ফরাক্কার দীর্ঘদিনের যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের একটি সভা থেকে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ভার্চুয়ালি সেই সেতুর উদ্বোধন করবেন। ওই সভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। বৃহস্পতিবার রাজ্যের আরও কয়েকটি সেতুর উদ্বোধন হওয়ার কথা। আপাতত সেই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ফরাক্কা ব্যারেজ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ব্যারেজের দু'ধারে জাতীয় পতাকা লাগানো হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের ম্যানেজার স্বামী রাও সহ কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন।

১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মালদা ডিভিশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '৩১ অক্টোবর সেতুর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। যানজটের কারণে সেতুর একদিক সাময়িকভাবে খুলে দেওয়া হলেও বৃহস্পতিবার চার লেনের সেতুটি সম্পূর্ণভাবে চালু হবে। দুগাপুজোর আগেই চার লেন চালু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কোনও কারণে উদ্বোধন পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২৬ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ২.৪৬৮ কিলোমিটার এবং দু'দিকের সংযোগ সড়ক সহ প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৫.৪৬৮ কিলোমিটার। অন্যদিকে, প্রকল্পের বিবরণে মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ২.৫৮ কিলোমিটার এবং অ্যাপ্রোচ রোড সহ মোট দৈর্ঘ্য ৫.০৮ কিলোমিটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেতুতে রয়েছে প্রায় ১০০টি স্তম্ভ। একদিকে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কোনও গাড়ি বিকল হলে সেতুর ওপর নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে মেরামতির ব্যবস্থা থাকবে।

পুরোনো ফরাক্কা ব্যারাজের সেতু থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গঙ্গার ওপর নতুন সেতু বানানো হয়েছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল তিন বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ করার। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি এবং নির্মাণকাজ চলাকালীন দুটি দুর্ঘটনায় ইঞ্জিনিয়ার সহ তিনজনের মৃত্যুতে দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকে। ফলে বারবার পিছিয়ে যায় সময়সীমা। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় প্রথমে ছিল ৫২১.১৯ কোটি টাকা। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬২২.০৪ কোটি টাকা।

১৯৭৫ সালে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে গঙ্গার ওপর পুরোনো দু'লেনের সেতুটি চালু হয়। বর্তমানে সেটিই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের অংশ। বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১২ হাজার গাড়ি সেই সেতু দিয়ে চলাচল করে। ফলে ফরাক্কায় যানজট ক্রমশ বাড়ছিল। নতুন সেতু চালু হলে দূরপাল্লার বাস, পণ্যবাহী লরি সহ অন্যান্য যানবাহনের চলাচল অনেক মসৃণ হবে বলে আশা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, নতুন সেতু পুরোপুরি চালু হলে পুরোনো সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে নতুন সেতুতে পথচারীদের চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ গুপ্ত বলেন, 'ফরাক্কায় যে যানজট হচ্ছিল, তা থাকবে না। গাড়ির গতিও বাড়বে। অফিসের কাজে যাঁরা প্রতিদিন যাতায়াত করেন, স্কুলের বাস, পর্যটক—সকলেরই সুবিধা হবে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁদেরও উপকার হবে।'

বাজার আগুন

প্রথম পাতার পর

বেড়ে বর্তমানে ২৬ কেজি বস্তার দাম হয়েছে ১৪৩০ টাকা। সর্ষের তেল ক'দিন আগেও প্রতি লিটার ১৭০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। তবে বর্তমানে ওই তেল লিটার প্রতি ২০৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। নামী ব্র্যান্ড হলে তা ২৩০ টাকাতেও উঠছে।

ডিআই ফান্ড মার্কেট চাউলহাটির ব্যবসায়ী ওমপ্রকাশ গুপ্তার দাবি, 'নিশ্চয় কালোবাজারি চলছে। নইলে এমনভাবে দাম বাড়ার কথা নয়।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জেরে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের দেখা মিলছে না।'

শুধুই কি চাল, তেল? শীতের গোড়া থেকে প্রায় প্রতিদিন সবজির দাম নামতে থাকে। এ বছর তার উলটপুরাণ। এদিন খুচরো বাজারে ফুলকপি ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। ক'দিন আগেও এই ফুলকপির দর ছিল কেজি প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা। ৪০ টাকা কেজি দরের বেগুন ৫০ থেকে ৬০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। তবে রাঙ্গাপানির বেগুনের দর আরও বেশি। এক কেজির দাম পড়ছে ৮০ টাকা। অন্যদিকে ক'দিন আগেও ৪০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হওয়া পটল এদিন ৬০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়েছে। ঝিঙে ও ঢ্যাঁড়শের দরও একই। পেঁয়াজ তো গত এক মাস ধরেই কেজি প্রতি ৬০-৭০ টাকা দর। দাম বেড়েছে শিমেরও। ক'দিন আগে কেজি প্রতি ৩০ টাকা দরে বিক্রি হওয়া শিমের বর্তমান মূল্য ৬০ টাকা। টমেটোর দর প্রতি কেজি ১০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা হয়েছে।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেট এলাকার বাসিন্দা সরস্বতী ভক্ত বলেন, 'ব্যবসায়ীরা বলছেন, বেশিরভাগ সবজিই নতুন, মরশুমি। তাই নাকি দাম বেশি। সেইসঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে। কিন্তু আয় তো বাড়ছে না। ফলে আমরা সমস্যায় পড়ছি। এই পরিস্থিতিতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের তরফে জোরদার নজরদারি চালানো প্রয়োজন।'

হায়দরপাড়া এলাকার বাসিন্দা কেনাকাটার ফাঁকে বলেন, 'বাজারে তো এখন সবকিছুর দামই বেশি। এভাবে দাম না বাড়লেই ভালো। তার জন্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের নিয়মিত নজরদারি প্রয়োজন।' শান্তিনগরের বাসিন্দা স্বপন সাহা বলছিলেন, 'অনেকদিন আগে শুনেছিলাম দাম বাড়ার জন্য বাজারে নাকি প্রশাসনের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মিত নজরদারি না চললে যা হওয়ার, তা-ই হচ্ছে এখন। আমরা ভুক্তভোগী।'

সুভাষপল্লির সবজি ব্যবসায়ী সুকুমার সরকারও স্বীকার করলেন, 'কোনও নজরদারি তো নেই। একজন আধিকারিক কোনওদিন এসে সবজির দাম জানতে চাননি।' বিধান মার্কেটের সবজি ব্যবসায়ী পবিত্র সাহা বলেন, 'আমদানি কম থাকায় দাম বেড়েছে। আমদানি স্বাভাবিক হলে ফের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বাজারে জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বাড়তেই মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন। এরপরই রাজ্যের নানা প্রান্তে অভিযান শুরু হয়। সেই তালিকায় শিলিগুড়ি শহরও রয়েছে। এদিন শহরের বাগরাকোটের টাউন স্টেশন বাজার, চম্পাসারি বাজার, টিকিয়াপাড়া বাজার ও রেগুলেটেড মার্কেটে অভিযান চালানো হয়েছে। নিয়ম করে অভিযান চলছে, আগামীতেও চলবে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। মুদিখানাগুলিও নজরদারির আওতায় রয়েছে।

নজরদারির যে গল্পই এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কর্তারা শোনান না কেন, তাতে আমজনতার ভোগান্তি যে এতটুকু কমছে না, তা খুব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে শহরের যে কোনও বাজারে পা রাখলেই।

রাজ আবেগে

প্রথম পাতার পর

দিয়েছে রাজ্যের নানা প্রান্তের দর্শকের কাছে। সমর্থনের পাশাপাশি বিতর্কও কম নেই। শোয়ের বিচার, প্রতিযোগীদের আচরণ, রাজবীরকে ঘিরে অন্যদের অবস্থান- সব নিয়েই চলছে আলোচনা।

রিয়েলিটি শোয়ের দর্শকপ্রিয়তার অঙ্কে এমন আবেগ নতুন নয়। কিন্তু রাজবীরকে ঘিরে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা নজর এড়ানোর মতোও নয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, পরিচালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সমাজমাধ্যমে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। তাঁর একটি পোস্টে উঠে এসেছে সম্ভাবনার প্রসঙ্গ। বাংলা সিনেমার প্রযোজক রানা সরকারও ধারাবাহিকভাবে রাজবীরকে নিয়ে পোস্ট করছেন। কখনও লিখছেন, 'রাজবীর... রাজবীর... সবার সমস্যা ওকে নিয়ে। সেখানেই ওর জয়।' কখনও আবার প্রশ্ন তুলছেন, রাজবীরকে নিয়ে সিনেমা হলে নায়িকা কে হবেন? একটি ফ্যানবেস ওয়েবসাইটের দাবি, চলতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ভোটও পেয়েছেন তিনি।

এই সমস্ত চর্চা থেকে অবশ্য খানিকটা দূরেই থাকতে চান রিতা। ছেলেকে সমর্থন করেন, কিন্তু অন্য প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুর তাঁর কথায় নেই। বরং বলছেন, 'দেখুন, ওই ঘরে সবাই খেলতে গিয়েছেন। জিততে গিয়েছেন। নিজের মতো করে খেলছেন। সবাই চাইবেন, এগিয়ে থাকতে।' মায়ের এই নির্লিপ্তি খানিকটা আশ্চর্যও করে।

তবে রাজবীরের এই জায়গায় পৌঁছানোর গল্পটা শুধু একটি রিয়েলিটি শোয়ের নয়। শিলিগুড়ির ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শুভম, যাঁকে আজ দর্শক রাজবীর নামে চেনেন, ছোট থেকেই ছিলেন দুরন্ত। এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যেত না। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবাকে হারান। এরপর তাঁকে কোচবিহার রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠিয়ে দেন মা। রিতার আশা ছিল, নিয়মের মধ্যে থাকলে হয়তো ছেলের চঞ্চলতা কিছুটা কমবে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা। তারপর শিলিগুড়িতে ফিরে তরাই তারাপদ থেকে উচ্চমাধ্যমিক। শিলিগুড়ি কলেজে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে স্নাতক।

পথে অবশ্য একাধিকবার দিক বদলেছে স্বপ্ন। প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে। পরে সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহ। শেষপর্যন্ত টান পড়ে বিনোদনের জগতে। মুম্বইয়ে পাড়ি দেন রাজবীর। বেশ কয়েক বছর ধরে সেখানেই রয়েছেন। এর আগে একটি হিন্দি রিয়েলিটি শোয়ে অংশ নিয়েছেন, কাজ করেছেন একাধিক সিরিয়ালেও। কিন্তু যে পরিচিতি এতদিন অধরা ছিল, বিগ বস বাংলা তা এনে দিয়েছে।

এই পথ চলায় মায়ের সমর্থন ছিল বরাবর। কলেজ শেষ করে ছেলের ইচ্ছেতেই নাচ ও স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে ভর্তি করিয়েছিলেন রিতা। হাতে সামান্য টাকা দিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে একাধিকবার মুম্বই পাঠিয়েছেন।

বুধবার দোকানে বসে রিতা বলছিলেন, 'আমি তো আগে এতকিছু জানতামই না। ও মুম্বইয়ে এমন বাড়িতে থাকত, যেখানে ইঁদুর আর আরশোলা গিজগিজ করত। আমাকে বলেনি। জানে, মা কষ্ট পাবে।'

কথাটার মধ্যে মুম্বইয়ের ঝলমলে পর্দার বাইরের একটা ছবি রয়েছে। যে শহরে স্বপ্ন নিয়ে হাজার হাজার তরুণ পৌঁছান, সেখানে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই কতটা কঠিন, রাজবীরের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রাজবীর নিজে কিন্তু শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেননি। মাঝেমধ্যে শহরে ফিরলে মায়ের দোকানে হাত লাগান। বিগ বসের একটি পর্বে জলপাইগুড়ির মেয়ে তনুশ্রী দাসকে জানিয়েছেন, শো শেষ হলে মায়ের সঙ্গে ক্রিসমাস কাটাবেন। তারপর ফের মুম্বই। শিলিগুড়ির ব্যাগের দোকানঘরটি নতুন করে বানানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

বিগ বসের দ্বিতীয় শেষ সপ্তাহ চলছে। রাজবীর শেষপর্যন্ত জিতবেন কি না, এই সপ্তাহে টিকে থাকবেন, নাকি বিদায় নেবেন, তা নিয়ে অনুরাগীদের আগ্রহ তুঙ্গে। কিন্তু রিয়েলিটি শোয়ের ফলাফলই কি তাঁর জনপ্রিয়তার একমাত্র মাপকাঠি? অন্তত শিলিগুড়ির এই দোকানে দাঁড়ালে তেমন মনে হয় না। প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণার আগেই শহরের বহু মানুষের কাছে রাজবীর ঘরের ছেলে।

কাকু অজয় দে, কাকিমা শিখা দে, বন্ধু সায়ন্তনী কর্মকার ও শর্মিষ্ঠা পাল- পরিচিতদের কথাতেও সেই গর্ব স্পষ্ট। কারও সঙ্গে দেখা হলে, ফোনে কথা হলে ঘুরেফিরে আসছে রাজবীরের প্রসঙ্গ। ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম খুললেই ভেসে উঠছে তাঁর নানা মুহূর্তের ক্লিপিংস।

রিতা অবশ্য এখন আর কোনও বড় স্বপ্নের হিসেব কষছেন না। সারা বাংলার মানুষের ভালোবাসাকে ঈশ্বরের উপহার বলেই মনে করেন। দু'হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান সবাইকে। তাঁর নিজের অপেক্ষা অন্যরকম। বিগ বসে যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা রাজবীর মাকে জানিয়েছিলেন মাত্র দু'দিন আগে। তারপর থেকে কথা বলা বা দেখা, সবই বন্ধ। মাঝে একদিন অল্প সময়ের জন্য বিগ বসের ঘরে ঢুকেছিলেন রিতা। এখন অপেক্ষা, কবে ছেলে ফিরবে।

ফিরলে ক্রিসমাস কাটবে একসঙ্গে। তারপর হয়তো আবার মুম্বইয়ের পথে রওনা দেবেন রাজবীর। তার আগে মায়ের হাতে খাওয়া চাই। ছেলের পছন্দের তালিকাও তৈরি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর ধনেপাতা মুরগি। টেলিভিশনের পর্দায় এখন রাজবীরকে নিয়ে যত আলোচনা, যত বিতর্ক, যত ভোটের অঙ্ক। বিধান মার্কেটের দোকানে বসে রিতার কাছে অবশ্য হিসেবটা অনেক সহজ। ছেলেকে নিয়ে এত মানুষের আগ্রহ, এত ভালোবাসা- এটাই তাঁর প্রাপ্তি। আর বাকি সবকিছুর শেষে, তাঁর কাছে রাজবীর সেই চঞ্চল ছেলেটাই। যে একসময় এক জায়গায় বসতে চাইত না।

কড়া শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনাগুলি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'একজনও যদি কোনও দিদি, বোন, কন্যার উপরে আঙুল তোলে, তার আঙুলটা ভেঙে দিতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী যতবারই হুঁশিয়ারির সুরে সুর চড়িয়েছেন, ততবারই দর্শকদের মধ্যে থেকে হাততালির বন্যা বয়েছে।

প্রায় ১৮ মিনিটের ভাষণের একেবারে শেষ দিকে তিনি তাঁর ওপরে হামলার ঘটনার উল্লেখ করেন। ২০২৫ সালের ৫ অগাস্ট শুভেন্দু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন কোচবিহারে তৎকালীন পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সময় খাগড়াবাড়িতে তাঁর কনভয়ে ভাঙচুর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে সেই ঘটনায় কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও বাকিরা পুলিশের নাগালের বাইরেই থাকেন। এদিন ফের সেই ঘটনার উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুঁশিয়ারির পর পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ফের ঘটনার তদন্তে নেমে বাকিদেরও গ্রেপ্তার করতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

শীতে ফের ডিলিমিটেশন বিলের চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর : বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে শীতকালীন অধিবেশনের দিনক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, আগামী মাসের ১৫ তারিখ বা তার আগে শুরু হতে পারে অধিবেশন। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে এদিনের বৈঠকে সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বার্তা দিয়েছেন, তার আগে নিজেদের তরফে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রাখতে হবে। অধিবেশন চলাকালীন মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিদেশ সফর সহ বিশেষ কর্মসূচি না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখনও সংসদের বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা হয়নি। সেই ঘোষণার পরে ক্যাবিনেট বিষয়ক সংসদীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে, এবারের শীতকালীন অধিবেশন কবে থেকে শুরু হবে, কতদিন চলবে। ডিলিমিটেশন এবং এফসিআরএ বিল পাশ করানো নিয়ে আটঘাট বেঁধেই নামতে চাইছেন মোদি-শা'রা। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, এপ্রিল আর ডিসেম্বরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। তৃণমূলের ২০ সাংসদ এনসিআই হয়ে এনডিএতে মিশেছেন। সমর্থন এসেছে শিরোমণি অকালি দলেরও।

কুকুরকে খাওয়ানো নিয়ে বিরোধ

শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : কুকুরকে খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে ঝামেলায় রাজনীতির রং লাগল। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় সুভাষপল্লির নিউ রয়েল স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি ফ্ল্যাটের নীচের তলায় নিজের মেয়েকে নিয়ে থাকেন জ্যোৎস্না দাস। তৃতীয় তলায় ভাড়া নিয়ে থাকেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর ত্রিদিব সাহার বোন সুমিতা পাল। দ্বিতীয় তলায় মেয়েকে নিয়ে থাকেন স্কুলশিক্ষিকা ইপ্সিতা রায়। জ্যোৎস্নার অভিযোগ, 'সুমিতা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পর থেকেই ফ্ল্যাটের সামনে কুকুরকে খেতে দেন। আমি তার প্রতিবাদ করায় সুমিতা ও ইপ্সিতারা মিলে গালিগালাজ করেন। মঙ্গলবার রাতে আমি কুকুরকে একটা ছোট ঢিল মারি। এরপরই ইপ্সিতা তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে বেধড়ক মারধর করেন। আমার মেয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করলে ওকেও মারধর করেন।'

ইপ্সিতার পালটা অভিযোগ, 'মঙ্গলবার রাতে আমি বাজার করতে গিয়েছিলাম। মেয়ে বাড়িতে একা ছিল। আমি ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় দেখলাম, কুকুরকে ওঁরা মারছেন। কিছুক্ষণ পরেই ওঁরা আমাদের ওপর আক্রমণ করেন। জ্যোৎস্নার জামাইরা মদ্যপ অবস্থায় এসে আমাদের ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করেন। আমরা কোনওভাবে বেরিয়ে বিজেপি অফিসে যাই।'

এদিকে, অফিসে যাওয়ার পরেই কোঅর্ডিনেটর ত্রিদিব এসে তাঁদের হুমকি দেন বলে অভিযোগ জ্যোৎস্নাদের। শুধু তাই নয়, সোমবার রাত থেকে এদিন দুপুর পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দিতে এসে তিনবার ঘুরে যেতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জ্যোৎস্নার মেয়ে। এদিন ওই তরুণী মাকে নিয়েই থানায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমাদের রীতিমতো হেনস্তা করা হচ্ছে। বারবার লেখা ঠিক হয়নি বলে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। পরে আমাদের অভিযোগ নিয়েছে।' এর পেছনেও রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলন আছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বী

টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায় গুরনুর

ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ নভেম্বর : বিশ্রাম। আর সেই বিশ্রামের মাঝে আগামীর পরিকল্পনার নীল নকশা চূড়ান্ত করা।

ওয়েলিংটন টেস্ট এখন ইতিহাস। আর সেই ইতিহাস টিম ইন্ডিয়ার জন্য বড়ই তিক্ত। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে প্রথম একাদশ নির্বাচন, সব কিছু নিয়েই রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। বইছে বিতর্কের ঝড়ও।

শুক্রবার থেকে ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভালের মাঠে শুরু হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্ট। বুধবার ভারতীয় দল বিশ্রামে কাটালেও বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলন রয়েছে। সেই অনুশীলনের মাধ্যমেই স্পষ্ট হতে পারে দ্বিতীয় টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ। হ্যাগলে ওভালের বাইশ গজেও ঘাস রয়েছে। যদিও পিচের ঘাস নিয়ে এখন আর কেউই মাথা ঘামাচ্ছেন না। বরং পিচের ঘাসের তুলনায় অনেক বেশি করে ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোচনায় টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য প্রথম একাদশ। ক্রাইস্টচার্চে থাকা ভারতীয় দলের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, হ্যাগলে ওভাল টেস্টের প্রথম একাদশে কিছু রদবদল হচ্ছেই। অংশুল কম্বোজের বাদ পড়া সময়ের অপেক্ষা বলেই খবর। কিন্তু প্রশ্ন হল, অংশুলের বদলে কে খেলবেন?

স্পষ্ট জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, একদিনের সিরিজের সেরা বোলারের তকমা পাওয়া গুরনুর ব্রারের টেস্ট অভিষেকের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। একদিনের সিরিজে চার ম্যাচ খেলে মোট ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন গুরনুর। শুধু তাই নয়, কিউয়ি ব্যাটারদের বারবার সমস্যায় ফেলেছিলেন তিনি। উপরি হিসেবে নিউজিল্যান্ডের বাউন্সে ভরা বাইশ গজ থেকে ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলা বাড়তি বাউন্সও আদায় করে নিয়েছিলেন ব্রার। এহেন ব্রারকে অংশুলের বিকল্প হিসেবে ভাবনা দলের অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। এখানেও একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন রয়েছে। মহম্মদ সিরাজ কি ফের সাজঘরে বসবেন?

অতীতে বারবার দেখা গিয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহর পাশে সিরাজ ভারতীয় দলের ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়েছেন। তাছাড়া সিরাজের ৪৮ টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
দ্বিতীয় টেস্ট শুরু কাল
সময় : রাত ৩.৩০ মিনিট
স্থান : ক্রাইস্টচার্চ
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

বাদ পড়ছেন অংশুল

১৪৪ টেস্ট উইকেটের মালিক সিরাজকে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে খেলানো নিয়ে আজ সওয়াল করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনও। আজহারের কথায়, 'আমরা সবাই সিরাজের পাশেই রয়েছি। চাই সিরাজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলুক। ওর অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগতে পারে।' ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভ টেস্টের মাঝেই সিরাজের বাদ পড়া প্রসঙ্গে ক্রিকেট ছাপিয়ে 'ধর্মের' তাস সামনে এসেছিল। আজ নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে সেই ধর্মের বিষয়টিকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজিব শুক্লা। তিনি জানিয়েছেন, সিরাজের প্রথম টেস্ট না খেলার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। ভারত অধিনায়ক ও কোচ কম্বিনেশনের কারণে সিরাজকে দলে নিতে চাননি।

লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, অধিনায়ক শুভমান, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেলদের সকলেই বড় রান করেছিলেন প্রথম টেস্টে। ছন্দে থাকা ভারতীয় ব্যাটিংলাইনে তেমন কোনও বদলের সম্ভাবনা নেই। যদিও অলরাউন্ডারের ভূমিকায় ওয়াশিংটন সুন্দরকে বসিয়ে অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজাকে খেলানোর সম্ভাবনাও ভারতীয় দলের অন্দর থেকে শোনা যাচ্ছে। জাদেজার খেলা নিয়ে রয়েছে কাঁটাও। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেটে সবারই জানা কোচ গৌতম গম্ভীরের 'আশীর্বাদ' রয়েছে ওয়াশিংটনের সঙ্গে। ফলে জাড্ডুর খেলা নিয়েও রয়েছে সংশয়। এমন অবস্থায় ক্রাইস্টচার্চ থেকে স্পষ্টভাবে একটি তথ্যই সামনে আসছে। অংশুল বাদ পড়ছেনই। কিন্তু তাঁর বদলি নিয়েই এখন যত কাণ্ড।

আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে অংশুল-ওয়াশিংটন রহস্যের যবনিকা পতন হয় কিনা, সেটাই দেখার।



ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় পেস ব্রিগেডের সদস্য হতে পারেন গুরনুর ব্রার।

যুবরাজের ফোনেই বাজিমাত বৈভবের

সূর্যবংশীর রেকর্ড ভাঙতে ফিরতে হবে গেইলকে!

দোহা, ২৫ নভেম্বর : ৫২ বলে দ্বিশতরান। ২৮ ছক্কায় ৫৩ বলে ২০৪! যে ইনিংসের ধাক্কা ভেঙে খানখান একঝাঁক রেকর্ড। বৈভব সূর্যবংশীর দাপট এখানেই থেমে থাকবে না। ওডিআইয়ে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে তিনশোর মাইলস্টোনও তৈরি করবে 'বস বেবি'। আর বৈভবের এইসব রেকর্ড ভাঙতে হয়তো ফিরতে হবে ক্রিস গেইলকে! দাবি বৈভবের ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝার। আইসল্যান্ড ক্রিকেটের রসিকতা, 'সূর্যবংশীর ব্যাট এনভিডিয়ার এআই চিপ দিয়ে তৈরি।'

সাদা হোক বা লাল, সব ফরম্যাট মিলিয়েও দ্রুততম দ্বিশতরানের নজির। কাতারের রাজধানী দোহায় যে বৈভব-তাণ্ডবের সঙ্গে যোগসূত্র মিলেছে 'সিক্সার কিং' যুবরাজ সিংয়েরও। বিস্ময় বালক স্বয়ং সেই রহস্য ভেদ করেছেন। বলেছেন, 'ম্যাচের আগে আমি চারজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। একজন অবশ্যই আমার বাবা। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, আমার বন্ধু এবং চতুর্থজন যুবরাজ স্যর। প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছিলাম।'

> ম্যাচের আগে আমি চারজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। একজন অবশ্যই আমার বাবা। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, আমার বন্ধু এবং চতুর্থজন যুবরাজ স্যার। প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছিলাম।
> -বৈভব সূর্যবংশী

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ১টি ম্যাচ খেললেও রান পাননি। চলতি টুর্নামেন্টে প্রথম দুই ম্যাচে ২৬ ও ১১। বিসিসিআই ওয়েবসাইটে যেকথা উল্লেখ করে বৈভব আরও বলেছেন, 'ম্যাচের আগে চাপে ছিলাম। রাখঢাক না করেই জিজ্ঞাসা করি, 'স্যর, যখন ব্যাট করতে নামছি, সমস্যা হচ্ছে।' জবাবে আধঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে সবকিছু নিয়ে কথা বলেন। বলেছিলেন, তুমি ২০ বল খেলতে পারলে দলের স্কোরের চেহারা আলাদা হবে। যুবরাজ স্যরের টেকনিকাল পরামর্শগুলি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।'

অভিষেক শর্মা, শুভমান গিলদের 'গুরু' যুবরাজকে নিজের আদর্শ মানেন বৈভবও। আরও বলেছেন, 'উনি আমার আদর্শ। আর নিজের আদর্শের সঙ্গে কথা বললে, তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। আমার ব্যাটিং নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলেছেন। এরপর নিজের ব্যাটিংয়ে পুরোনো ভিডিও দেখি। ভুলগুলি বুঝতে পারছিলাম। গতকাল যা ঠিক করে নিয়েছি। চেষ্টা করেছি যুবরাজ স্যর যা বলেছিলেন, তা মেনে চলতে।'

সাদা বলেই শুধু নয়, সুযোগ পেলেও টেস্টেও ঝড় তুলতে চান। যে ইচ্ছের কথাও উসকে দিয়েছেন। বৈভব বলেন, 'গত আইপিএলের সময় বলেছিলাম, আমি তিন ফরম্যাটেই খেলতে চাই। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের ব্যাটিং শৈলী পরিবর্তন করতে পারি। এখানেও গত দুটি ম্যাচে দীর্ঘমেয়াদি ফর্ম্যাটের মতো করে খেলার চেষ্টা করেছি। এদিনও মাথায় সেটাই ছিল। কিন্তু পিচ দেখার পর তা বদলে যায়।'

এদিকে, প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে 'বোমা' ফাটিয়েছেন মণীশ। সেঞ্চুরির পর দাবি করেন, শীঘ্রই দ্বিশতরানও করবে। এবার তিনশোর ভবিষদ্বাণী। 'ইউনিভার্স বস' গেইলের কথা মজার ছলে টেনে এনে বৈভবের ছোটবেলার কোচ বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি, একদিন ঠিক তিনশো করবে ও। অসাধারণ ইনিংস বললে কম হবে। আক্রমণাত্মক, বিনোদন, দুর্দান্ত ব্যাটিং। এই রেকর্ড ভাঙার মতো কাউকে দেখছি না। গেইলকেই হয়তো ফিরতে হবে! বৈভবের রেকর্ড একমাত্র বৈভবই ভাঙতে পারে।'



বৈভবের বিধ্বংসী ইনিংস নিয়ে এখনও ঘোরে ক্রিকেট সমাজ।

নিলামের আগে দলগুলি

ফ্র্যাঞ্চাইজি	হাতে রয়েছে (কোটি)	নিতে পারবে	বিদেশি
চেন্নাই সুপার কিংস	২৮.০৫	৬	২
দিল্লি ক্যাপিটালস	৩৯.৫০	৯	৪
গুজরাট টাইটান্স	৮.৭৫	৩	২
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৪১.৬৫	৮	৩
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৪৭.৪৫	৭	৩
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৩০.২৫	৯	২
পাঞ্জাব কিংস	১৮.৬০	৬	২
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৪.১৫	৫	১
রাজস্থান রয়্যালস	২৭.০৫	৬	৩
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৪০.১৫	৭	৩

নিলামে শেহবাগ-পুত্র

না 'জুনিয়ার' দ্রাবিড়ের

মুম্বই, ২৫ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে একসঙ্গে পা রেখেছেন ইতিমধ্যেই। তারকা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিভার ছাপও রাখতে শুরু করেছেন। এবার আইপিএলেও 'শেহবাগ স্পেশাল'-এর হাতছানি। বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর আইপিএলের নিলামের জন্য প্রথমবার নাম নথিভুক্ত করেছেন। বাবার মতোই ওপেনার আর্যবীর। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ৯০.২৫ ব্যাটিং গড়ে সবাধিক ৩৬১ রান করেছেন।

অপেক্ষা এবার মেগা আসরে দক্ষতা প্রমাণের। যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে দুরন্ত ইনিংসে পাকিস্তানের মুখ থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া মোহিত উলভাও আছেন। ৩০ লাখ টাকার বেস প্রাইসে জায়গা পেয়েছেন দুজনে। আছেন যুব দলের অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি। রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অনভয় যদিও ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। এখনই মেগা লিগের বাইশ গজে নামতে রাজি নন। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ১২২০ ক্রিকেট নাম নথিভুক্ত করলেও 'ধীরে চলো'-র পক্ষে অনভয়।



আর্যবীর শেহবাগ



অন্বয় দ্রাবিড়

সর্বাধিক ২ কোটি ক্যাটিগোরিতে মোট তিনজন। বেন স্টোকস আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের কথা গতকালই জানিয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এদিন প্রকাশিত তালিকায় ২ কোটি টাকার বেস প্রাইসে আছেন তারকা অলরাউন্ডার। বাকি দুজন ভারতীয় আবেশ খান ও দীপক চাহার। আকাশ দীপ, জয়দীপ উনাদকাত, তুষার দেশপান্ডে, উমেশ যাদব আছেন ১ কোটির তালিকায়।

তালিকায় ১২ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার!

নথিভুক্তদের মধ্যে ৯৩৯ জন ভারতীয়। এর মধ্যে ১৪ জন 'ক্যাপড' প্লেয়ার। আনক্যাপড ভারতীয় ৯২৫। 'ক্যাপড' বিদেশি প্লেয়ারের সংখ্যা ১৭০। অ্যাসোসিয়েটেড সদস্যভুক্ত দেশের ৪২ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। আছেন ৬৯ জন আনক্যাপড বিদেশিও। অন্যান্য দেশের মধ্যে সবাধিক ৫৩ জন অস্ট্রেলিয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের যথাক্রমে ৪০, ৩৬ জন। আছেন জাপানের দুই ক্রিকেটার বেঞ্জামিন ইতো-ডেভিস ও চার্লি হারা-হিঞ্জ।

গতবছর মুস্তাফিজুর রহমানকে ঘিরে বিতর্কের পর অবাক করে বাংলাদেশের ১২ জন ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন! এঁরা হলেন হাসান মাহমুদ, পারভেজ হোসেন ইমন, রিপন মণ্ডল, রিশাদ হোসেন, সইফ হাসান, মাহেদি হাসান, শামিম হোসেন, শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, তৌহিদ হৃদয়, মহম্মদ রুবেল ও তাসকিন আহমেদ। আইপিএলে সফল সাকিব আল হাসান, মুস্তাফিজুর অবশ্য সেই পথে হাঁটেননি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দীর্ঘদিন খেলা ইশান্ত শর্মা 'আনক্যাপড' তালিকায়। শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের পর (২০২১) ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় এই সুবিধা। একইভাবে এই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন সন্দীপ ওয়ারিয়ার, চেতন সাকারিয়া, নভদীপ সাইনি, নীতীশ রানা, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে, মনদীপ সিং। ১২২০ জনের থেকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের পর সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি হবে। যার থেকে সবাধিক ৬৬ জন সুযোগ পেতে পারেন। ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় মিনি নিলামে শেষপর্যন্ত কাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, সেটাই দেখার।

শীর্ষস্থান দখলের আরও কাছে বুমরাহ

দুবাই, ২৫ নভেম্বর : আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে হারানো শীর্ষস্থান ফিরে পাওয়ার আরও কাছে জসপ্রীত বুমরাহ। বুধবার প্রকাশিত তালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। ওয়েলিংটন টেস্টে পাটা পিচে ৫ উইকেট নেন বুমরাহ। যৌথভাবে ইংল্যান্ডের পেস তারকা অলি রবিনসনের সঙ্গে র‍্যাংকিং তালিকায় আপাতত 'সেকেন্ড বয়'।

সেরা দশে যশস্বীও

শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্কের (৮৮১) থেকে ২৫ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন বুমরাহ।

ঋষভ পন্থ, শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছেন ব্যাটিং ক্রমতালিকায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তিনজনই সফল। যশস্বী, শুভমান তিন অঙ্কের স্কোর মিস করলেও বিস্ফোরক সেঞ্চুরি ঋষভের। যার সুবাদে এক ধাপ এগিয়ে সাত থেকে ছয়ে উঠে এসেছেন। শুভমান (৭) তিন ধাপ উন্নতি ঘটিয়ে ঋষভের ঠিক পিছনে।

সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন বাঁহাতি ওপেনার যশস্বীও। ১৪ নম্বর থেকে ৯-এ উঠে এসেছেন। প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিকারী লোকেশ রাহুল রয়েছেন ২৫তম স্থানে। ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক (৮৬১ পয়েন্ট)। দ্বিতীয় ব্রুকের 'সিনিয়ার সতীর্থ' জো রুট (৮১৬)। তিনে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। পরবর্তী দুই স্থানে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও স্টিভেন স্মিথ। ওয়েলিংটন টেস্টের সেরা হেনরি নিকোলস ১৯ ধাপ এগিয়ে ৩০তম স্থানে। গ্লেন ফিলিপস পৌঁছে গিয়েছেন কেরিয়ার সেরা ১৭ নম্বরে।

শুভমান গিল সহ ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে তিনজন ভারতীয় সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন। এক নম্বরে স্বয়ং অধিনায়ক শুভমান। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা যথাক্রমে ৩ ও ৬ নম্বরে। দলের আরেক সিনিয়ার তারকা লোকেশ রাহুল আছেন ১১তম স্থানে। ওডিআই বোলিং বিভাগে শীর্ষে থাকা রশিদ খান (৭৬০) ১০০ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছেন দ্বিতীয় কেশব মহারাজের থেকে। পরের দুই স্থানে পাকিস্তানের আবরার আহমেদ (৩) ও শাহিন শা আফ্রিদি (৪)।



দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতীয় বোলিংয়ের প্রধান ভরসা জসপ্রীত বুমরাহ।

দাঁড়ালেন ব্যর্থ ডাফির পাশে

দ্বিতীয় টেস্টের পিচ নিয়ে ভাবছেন না হেনরি

ক্রাইস্টচার্চ, ২৫ নভেম্বর : ওয়েলিংটন টেস্টে কোনও হিসেব মেলেনি। চিরাচরিত পেস সহায়ক পিচের বদলে পাটা উইকেট, ব্যাটিং স্বর্গ। বোলারদের জন্য বধ্যভূমি। শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলে ওভারে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সবার চোখ মাঝের বাইশ গজে। যদিও ওয়েলিংটনে পাওয়া শিক্ষা থেকে পিচ নিয়ে আর মাথা খারাপে রাজি নন ম্যাট হেনরি। ঘরের মাঠে কিউয়ি কন্ডিশনে হেনরি প্রতিপক্ষের জন্য বরাবর আশঙ্কার জায়গা। যদিও ওয়েলিংটনে তিনিও ব্যর্থদের তালিকায়। সেই বিরক্তি নিয়েই এদিন কিউয়ি পেসার বলেছেন, 'প্রতিটি ম্যাচ আলাদা। মাঠ, পিচের চরিত্রেও কিছু না কিছু ব্যবধান থাকে। এখানেও সম্প্রতি শেষ কিছু ম্যাচে প্রচুর রান উঠেছে। সবমিলিয়ে পিচ নিয়ে কাটাছেঁড়া করে চূড়ান্ত ভাবনায় আসার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।'

হেনরির যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ভারত-নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচে ব্যাটাররা ক্রাইস্টচার্চে সুবিধা পেয়েছেন। ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সওয়াল সেঞ্চুরিও করেন। টেস্ট-দ্বৈরথের আগে যা চিন্তায় রাখছে কিউয়ি পেস অস্ত্র হেনরিকেও। আশা-আশঙ্কার দোলাচল নিয়ে জানান, এখানকার পিচে ঘাস থাকে। কিন্তু যত ম্যাচ এগোয়, ব্যাটিং সহায়ক হতে থাকে। তবে বাউন্স থাকলে পেসাররাও সাহায্য পায়। পাশাপাশি বাউন্সের জন্য দ্রুত রানের সুযোগ থাকে ব্যাটারদের।

ক্রাইস্টচার্চ ম্যাট হেনরির ঘরের মাঠ। এখান থেকেই উত্থান। হাতের তালুর মতো চেনেন মাঠে প্রতিটি ঘাসকে। সেই আবেগ নিয়ে এদিন বলেছেন, 'ঘরের মাঠে যখনই পা রাখি, আলাদা অনুভূতি অনুভব করি। এই মাঠে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। ফলে একটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। ক্রিকেটের জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ। আমি বরাবর উপভোগ করি এখানে খেলতে।' ভারতীয় ব্যাটারদের হাতে বেধড়ক মার খাওয়া সতীর্থ জ্যাকব ডাফির পাশেও দাঁড়ালেন। দাবি করেছেন, 'বছরের পর বছর ডাফি নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। আদ্যোপান্ত টিমম্যান। ব্যক্তিগত সাফল্য, প্রাপ্তিকে কখনও দলের আগে দেখেনি। ম্যাচে প্রভাব রাখার লক্ষ্য নিয়ে সবসময় তৈরি থাকে। একটা ম্যাচ দিয়ে ওর দক্ষতা, চেষ্টাকে বিচার করা অযৌক্তিক।'



অনুশীলনের ফাঁকে ব্যাট পরীক্ষা করে নিচ্ছেন গ্লেন ফিলিপস। ক্রাইস্টচার্চে বুধবার।

তিনদিনে টেস্ট জয় আফ্রিকার

সেঞ্চুরিয়ান, ২৫ নভেম্বর : তিনদিনে টেস্ট জয় দক্ষিণ আফ্রিকার। বুধবার দ্বিতীয় টেস্ট ইনিংস ও ২১৯ রানে বাংলাদেশকে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজ প্রোটিয়ারা ২-০ ব্যবধানে জিতে নিল। সৌজন্যে উইয়ান মুল্ডারের অলরাউন্ড পারফরমেন্স। গতকাল শতরান করেছিলেন। এদিন ৭ উইকেট তুলে একাই শেষ করে দিলেন বাংলাদেশ ইনিংস। কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার (৩১/৭) নিয়ে দিনটি শেষ করলেন তিনি। যার সুবাদে ৪০৩ রানের ঘাটতি নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে যায় ১৮৪ রানে। যদিও শুরুটা খারাপ হয়নি তাদের। ওপেনিং জুটিতে ৫৮ রান যোগ করেছিলেন তানজিদ হাসান তামিম (২৯) ও মাহফিজুল ইসলাম (৩৮)। তানজিদকে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে ভাঙার কাজটি শুরু করেন মুল্ডার। ৫০ ওভারের মধ্যেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ইনিংস।



৭ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ভাঙলেন উইয়ান মুল্ডার।

আজ জিতলেই সুপার লিগে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : লড়াই দুই বনাম তিনের। যুদ্ধ সুপার লিগে জায়গা করে নেওয়ার।

আর সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাজস্থানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। জিতলেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র পরের পর্ব সুপার লিগ নিশ্চিত হয়ে যাবে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। দীপক চাহার, মানব সুথারদের মতো প্রতিষ্ঠিত তারকারা রয়েছেন রাজস্থান দলে। লিগ টেবিলে তিন নম্বরে থাকলেও রাজস্থানেরও ছয় ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। বাংলারও তাই। শুধুমাত্র রানরেটের কারণে লিগ টেবিলে দুই নম্বরে রয়েছে টিম বাংলা। এমন অবস্থায় আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আজকের দিনটা বিশ্রামে কাটিয়ে দিয়েছেন অভিষেক পোড়েলরা। কালকের মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে আজ সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, সেই ভাবনায় না গিয়ে মাঠে নেমে আমাদের সেরাটা দিতে হবে। বাকিটা দেখা যাবে।'

মুস্তাকে প্রতিপক্ষ রাজস্থান

SYED MUSHTAQ ALI TROPHY

কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ধাক্কা খেয়েছিল বাংলা। পরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন করণ লালরা। জয়ের হ্যাটট্রিকের পরও ফের বরোদার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল বাংলাকে। সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছেন অভিমন্যুরা। আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে অগ্নিপরীক্ষা। তার আগে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের মতোই বাংলার ব্যাটিং অর্ডার থাকবে কি না, সেই প্রশ্ন ঘুরছে। অভিষেকের সঙ্গে সুদীপ ঘরামি শেষ ম্যাচে ইনিংস ওপেন করেছিলেন। আর চার নম্বরে ব্যাটিং করে দলকে জিতিয়েছিলেন স্বপ্নের ফর্মে থাকা করণ। আগামীকালও কি সেই ব্যাটিং অর্ডারেই আস্থা রাখবে বাংলা? কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'আমরা সবদিক খোলা রাখছি। আগামীকাল খেলা শুরুর আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।' যদিও বাংলা দলের অন্দরের খবর, ব্যাটিং অর্ডারে বদলের সম্ভাবনা কম। বরং অতিরিক্ত স্পিনার নাকি জোরে বোলার খেলানো হবে, তা নিয়ে বাংলা শিবিরে চলছে আলোচনা। সঙ্গে সকাল ১১টায় খেলা শুরু হওয়ার কারণে শুরুর দিকে উইকেটের আর্দ্রতা নিয়েও সতর্ক রয়েছে টিম বাংলা। কারণ, আগামীকাল ফের ব্যর্থতা মানেই আবার এক বছরের অপেক্ষার শুরু।

শুভমানের আবেদনের অপেক্ষায় সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : করোনা এখন ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের প্রভাব এখনও রয়ে গিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। আর তার ফল ভুগছেন বোলাররা।

ওয়েলিংটন টেস্ট ড্র হওয়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সওয়াল করেছিলেন। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এখনই ভারত অধিনায়কের প্রস্তাবে সাড়া দিতে চলেছে, এমন কোনও খবর নেই। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে ভাবনা অবশ্যই শুরু হয়েছে। আজ সন্ধ্যার দিকে আইসিসি ক্রিকেট কমিটির প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাতেই তার ইঙ্গিত মিলেছে। মহারাজ জানিয়েছেন, শুভমান সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন, সেকথা আইসিসির কাছে সরকারিভাবে জানালে ক্রিকেট কমিটির পরবর্তী বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। এমনকি শুভমানের কথা মেনে নিয়ে বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথাও ভাবা যেতে পারে। মহারাজের কথায়, 'ক্রিকেট খেলাটা নিয়মিত ক্রিকেট কমিটির কাছে।'

থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

করোনার সময়ই বলে থুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আইসিসি। তখনও ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্যানের পদে ছিলেন সৌরভ। এখনও মহারাজই রয়েছেন। সিএবি বদলে চলেছে। আর সেই বদলের পথে পা মিলিয়ে ক্রিকেট মাঠে বলে থুতু ব্যবহার করা নিয়ে নতুনভাবে ভাবা যেতেই পারে। তার জন্য ভারত অধিনায়ক শুভমানকে আবেদন করতে হবে আইসিসির সভাপতির কথায়, 'শুভমানের যুক্তিতে ভুল নেই। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে বলে থুতু ব্যবহার ফেরানো গেলে বোলাররা বাড়তি সাহায্য পেতে পারে। এব্যাপারে আমাদেরও নতুনভাবে ভাবতে হবে।' প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভের মতোই আজ শুভমানের সুরে সুর মিলিয়েছেন হরভজন সিংও। ভাজ্জি আজ শুভমানের সমর্থনে ব্যাট ধরে বলেছেন, 'করোনার সময় বলে থুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা চালু হয়েছিল। সেই সময় এই সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। কিন্তু এখন করোনা নেই। ফলে এবার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথাই ভাবা উচিত। ক্রিকেট খেলাটা ক্রমশ ব্যাটারদের হয়ে উঠছে। সেখানে বোলারদের জন্য কিছু সাহায্য থাকলে ভালোই হবে। এমনটা হলে ক্রিকেটীয় প্রতিযোগিতার মান বাড়বে।'

মহারাজ ও তাঁর একসময় সতীর্থের মন্তব্য সামনে আসার পর বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয় কিনা, সেটাই দেখার। এদিকে, বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং বিস্ফোরণ নিয়ে বাকি দুনিয়ার মতো মজে রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভও। মহারাজের মতে, বৈভব ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর তারকা।

বাংলার দায়িত্বে লালকমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আসন্ন খেলো ইন্ডিয়া গেমসে বাংলা পুরুষ ফুটবল দলের কোচ হিসেবে লালকমল ভৌমিককে নিযুক্ত করল বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। গত কয়েকটা মরশুমে ঘরোয়া লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের কোচ হিসেবে বেশ সফল লালকমল। তারই পুরস্কারস্বরূপ বাংলার দায়িত্ব পেলেন মোহনবাগানের এই প্রাক্তন ফুটবলার। বুধবার আইএফএ কোচেস কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

চোট গুরুতর নয় র‍্যামিরেজের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ম্যাচ শেষে মিক্সড জোন দিয়ে যখন হেঁটে গেলেন তখন তাঁর চোট আছে বলে মনে হল না। তবু ড্যানি র‍্যামিরেজের চোট নিয়ে একটা রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করে রাখলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

প্রথম দল হিসাবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ পর্যায়ের কোনও ভারতীয় দলের প্রথম জয়। নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব। তবু খুশি বা আনন্দ থাকলেও উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা কমই ছিল আল হুসেইনকে হারানোর পর। কারণ হয়তো দুটি। এক, অত্যন্ত ছন্নছাড়া ফুটবলের প্রদর্শনী চিন্তায় রাখল ইস্টবেঙ্গল কোচ হাবাসকে তো বটেই, সমর্থকদেরও। সামনেই ডার্বি। রক্ষণের হালেও আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। তাই ম্যাচের পর হাবাস বলেই ফেলেন, 'এই ধরনের ম্যাচে ভাগ্যেরও প্রয়োজন হয়। ফুটবলে এবং জীবনে ভাগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এ দিন ভাগ্য আমাদের সঙ্গে ছিল। দুই দলই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত আমরা একটি গোল করতে পেরেছি যা জয় এনে দেয়।' তবে আল সিব জিতে যাওয়ায় এখনও কঠিন নকআউটে যাওয়ার রাস্তা। তার আগেই আর এক কঠিন ম্যাচ আগামী রবিবার। গত চার ম্যাচের পর মঙ্গলবারও না জিততে পারলে তার প্রভাব ডার্বিতে পড়ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই এই জয় গোটা দলকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী করবে বলে মনে করেন হাবাস, 'ডার্বির আগে এই জয় আবেগ ও আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিতে ডার্বি খেলতে নামা আর হেরে খেলতে নামার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা এই জয় থেকে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব। তবে দ্রুত রিকভারি করতে হবে। কারণ ডার্বিও অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ। সেখানে একই রকম তীব্রতা নিয়ে খেলতে হবে।'

তবে তাঁর দলের এখন রক্ষণের সঙ্গে বড় সমস্যা চোট-আঘাত। আনোয়ার আলি ও এডমুন্ড লালরিনডিকা তো খেলতেই পারবেন না। আল হুসেইন ম্যাচের পর দানিকে নিয়েও তাঁর বক্তব্যে আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি করে দেন হাবাস, 'ড্যানির অবস্থা এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। আমার খুব ভালো লাগল না। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আগামী কয়েক দিনে খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা ও রিকভারির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরই ডার্বির দল ঠিক হবে।' ড্যানি নিজেও বললেন, 'এখনও বুঝতে পারছি না আমার চোট কতটা গুরুতর।' তিনি কুঁচকিতে লাগায় মাঠ ছাড়লেও আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর বলে মনে হয়নি। এমনটা হতেই পারে, ডার্বিতে প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় রাখতে দানিকে নিয়ে রহস্য তৈরি করে রাখলেন হাবাস। দলসূত্রের খবর, চোট গুরুতর নয়। দলের ডাক্তাররাই নজরে রাখছেন তাঁকে। দিন দুয়েকের বিশ্রামেই সমস্যা কাটবে বলে মনে করছেন ডাক্তাররা।

> ড্যানির অবস্থা এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। আমার খুব ভালো লাগল না। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আগামী কয়েক দিনে খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা ও রিকভারির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস



এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ জয় পেলেও ড্যানি র‍্যামিরেজের চোট চিন্তা বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।



দাবার চাল দিয়ে দ্বিতীয়দিনের খেলার সূচনা করছেন বিশ্বনাথন আনন্দ।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় রাউন্ডও ড্র

সিন্দারভকে রুখে স্বস্তিতে গুকেশ

জুরিখ, ২৫ নভেম্বর : সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ছিলই। তার ওপর খেতাব ধরে রাখার বাড়তি চাপ, আর সামনে ক্যান্ডিডেটস জিতে দারুণ ছন্দে থাকা উজবেক চ্যালেঞ্জার জাভোখির সিন্দারভ। তবে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডেই সব সংশয় অনেকটা ঝেড়ে ফেললেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। কালো ঘুঁটি নিয়ে ৩৭ চালের লড়াইয়ে সিন্দারভকে রুখে দিয়ে ড্র করলেন তিনি। শুরুতেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিজের পারফরমেন্সে বেশ তৃপ্ত ভারতীয় তারকা। গতকালের মতো বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডেও ড্রয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল গুকেশকে। ১৮ চালের মাথায় গুকেশকে ড্রয়ের প্রস্তাব দেন সিন্দারভ। জয়ের সম্ভাবনা নেই দেখে প্রস্তাবে সম্মতি দেন গুকেশ। এর ফলে দুই রাউন্ড শেষে দুই দাবাড়ুরই পয়েন্ট দাঁড়াল ১-১।

মঙ্গলবার সিন্দারভের রুই লোপেজ ওপেনিংয়ের জবাব বার্লিন ডিফেন্সে দেন গুকেশ। মাঝপথে ভারতীয় দাবাড়ুর হাতে সময় কমে আসায় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সিন্দারভ। কিন্তু নিখুঁত রক্ষণাত্মক চালে প্রতিপক্ষের সব ছক বানচাল করে দেন গুকেশ। প্রথম রাউন্ড শেষে গুকেশ বলেছিলেন, 'প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বেশ চাপে ছিলাম। শুরুর দিকে কয়েকটি ছোটখাটো জটও খুলতে হয়েছে। তবে খেলা শুরু হতেই পুরো বিষয়টা উপভোগ করেছি। সার্বিকভাবে কোনও ভুল চাল দিইনি।' বার্লিন ডিফেন্স প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, সাদা ও কালো- দুই ঘুঁটিতেই আগে এই চাল খেলেছেন। তবে এদিনের ম্যাচে এর প্রভাব কতটা ছিল, তা নিয়ে নিশ্চিত নন।

প্রতিপক্ষের ধৈর্যের প্রশংসা শোনা গিয়েছে সিন্দারভের গলায়ও। উজবেক তারকার কথায়, 'গুকেশের হাতে সময় কম থাকার সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম। কয়েকটি আকর্ষণীয় চালে ওকে চাপে রাখার চেষ্টাও করেছিলাম। তবে শেষপর্যন্ত দারুণ ডিফেন্স করেছে ও।'

> প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বেশ চাপে ছিলাম। শুরুর দিকে কয়েকটি ছোটখাটো জটও খুলতে হয়েছে। তবে খেলা শুরু হতেই পুরো বিষয়টা উপভোগ করেছি। সার্বিকভাবে কোনও ভুল চাল দিইনি।
> -ডোম্মারাজু গুকেশ

হার বাঁচাল সিটি, আটকাল আর্সেনালও

পিএসভি-কে পাঁচ গোল উপহার রিয়ালের

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২৫ নভেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টানা পঞ্চম জয় রিয়াল মাদ্রিদের। পিএসভি আইন্দহোভেনকে পাঁচ গোল উপহার মাদ্রিদ জায়েন্টদের। সৌজন্যে কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল। দর্শনীয় গোল করে আলোচনায় জুডে বেলিংহামও। প্রথমার্ধে বেলিংহামকে নামাননি রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহো। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রং বদল হল তিনি মাঠে নামার পরই। এক গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত ৫-১ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল রিয়াল।

মঙ্গলবার রাতে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের প্রথমার্ধে রিয়ালকে বেশ চাপে রেখেছিল পিএসভি। তারই মধ্যে ডাচ ক্লাবটিকে পেনাল্টি উপহার দেন অরলিয়েন চৌয়ামেনি। স্পটকিক থেকে গোল করে পিএসভি-কে এগিয়ে দেন ইভান পেরিসিচ। বিক্ষিপ্তভাবে সুযোগ পেয়েছিল রিয়ালও। তার মধ্যে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের একটি শট পোস্টে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয়ার্ধে বেলিংহাম নামতেই ম্যাচের চেহারা বদলে গেল। ৫০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের সমতায় ফেরান ফেডেরিকো ভালভের্দে। দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদ করেন রিয়াল অধিনায়ক। ৬০ মিনিটে চমৎকার ভলিতে বল গোলে পাঠান বেলিংহাম। তাঁর এই গোল নিঃসন্দেহে বর্ষসেরার তালিকায় থাকতে পারে। মিনিট চারেকের ব্যবধানে আরদা গুলেরের পাস থেকে তৃতীয় গোল কিলিয়ান এমবাপের। ৮৪ মিনিটে ফের লক্ষ্যভেদ ফরাসি তারকার। ম্যাচের শেষলগ্নে বেলিংহামের পাস থেকে পঞ্চম গোল ভিনির। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে এই নিয়ে চতুর্থবার প্রথম পাঁচ ম্যাচে জয়ের নজির গড়ল রিয়াল।

ফলাফল

গালাতাসারে	১-০ অ্যাস্টন ভিলা
বোডো/গ্লিমট	১-০ এলএএসকে
ফেনুর্দ	০-১ এফসি পোর্তো
আর্সেনাল	১-১ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা	০-২ রিয়াল বেটিস
রিয়াল মাদ্রিদ	৫-১ পিএসভি আইন্দহোভেন
আরবি লিপজিগ	৩-১ লেন্স
কোমো	১-০ এইকে আথেন্স
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি	২-২ নাপোলি

এদিকে এদিন ম্যাচ শেষে বেলিংহাম প্রশংসায় ভরিয়েছেন রিয়াল কোচ মোরিনহো। তিনি বলেছেন, 'এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার বেলিংহাম। শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা সবই রয়েছে ওর মধ্যে। এবার ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে প্রথম দশে ওর থাকা উচিত ছিল।' দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের রং বদল প্রসঙ্গে মোরিনহো বলেছেন, 'প্রথমার্ধে পিএসভি আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। আমাদেরও অনেক ভুল হচ্ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পরিবর্তনগুলোই ম্যাচের গতি বদলে দেয়। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি আমাদের হাতে ছিল।' এক্ষেত্রে বেলিংহামের অবদানের কথাও আলাদা করে উল্লেখ করেন 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'।

মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে নাপোলির বিরুদ্ধে কোনওক্রমে হার বাঁচিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগে একেবারেই ছন্দে নেই সিটিজেনরা। শেষ চার ম্যাচ জয়হীন এনজো মারেস্কার দল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও সেই ধারা বজায় রইল। নাপোলির সঙ্গে ঘরের মাঠে ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করল সিটি। ৫৫ মিনিটে গোল হজমের পর আয়ুব বুয়াদ্দি ৬৭ মিনিটে সমতায় ফেরান সিটিকে। ৭৬ মিনিটে ফের ২-১ গোলে এগিয়ে যায় নাপোলি। শেষমেশ রায়ান চেরকির করা গোলে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে মারেস্কার দল। অন্য ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করেছে আর্সেনাল।



দুরন্ত ভলিতে গোলের পথে রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

ডার্বি টিকিটের দাম কমাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : আগামী রবিবার অর্থাৎ ২৯ নভেম্বর এই মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম লেগের কলকাতা ডার্বি। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মহারণের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছিল ৩০০ টাকা। তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা যায় সমর্থকদের মধ্যে। অভিযোগ, যে টিকিট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা অনেক সাধারণ সমর্থকেরই, বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের নাগালের বাইরে। সাধারণ সমর্থকদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অবশেষে টিকিটের দাম কমাল ম্যাচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গল।

বুধবার বিবৃতি দিয়ে ক্লাবের তরফে জানানো হয়, 'ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আইএসএল ডার্বি টিকিটের মূল্য পুনর্বিবেচনা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র সঙ্গে আলোচনা করেই নতুন টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'ডার্বি টিকিটের দাম নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ এসেছিল। যে কারণে এই ম্যাচের আয়োজক ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সকল স্তরের সমর্থকদের কথা মাথায় রেখে টিকিটের দাম পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানানো হয়েছিল।' সিদ্ধান্ত বদলের পর সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ২০০ টাকা। এছাড়াও ৩০০, ৪০০, ৫০০ ও ৫৫০ টাকার টিকিট রাখা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্যরা ৩০০ টাকা মূল্যের টিকিট ১৫০ টাকায় পাবেন। যাঁরা পূর্বনির্ধারিত অর্থ খরচ করে টিকিট কেটেছেন তাঁদের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে বলেও ক্লাবের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

আইএফএ-কে ছাঁটাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর : ভোটদাতাদের তালিকা প্রকাশ করে দিলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনি আধিকারিক রাজীব শর্মা। এই তালিকায় কর্ণাটক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবে বৈধ ভোটার হিসাবে থাকছেন এনএ হ্যারিসের সঙ্গে।

মোট ৩৩ রাজ্য থেকে ৬৬ জন ভোটার ভোটদান করবেন ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের ভোটে। এছাড়া চারজন নির্বাচিত এসওএম (স্পোর্টসপার্সন অফ আউটস্ট্যান্ডিং মেরিট) ফুটবলারও ভোট দেবেন। অর্থাৎ মোট ৭০ জন ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হবেন ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিনিধিরা। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে এখনও পর্যন্ত নির্বাচন না হলেও বাংলা থেকে ভোটদাতা হিসাবে নাম আছে সুব্রত দত্ত ও অনির্বাণ দত্তের। ভোটার তালিকায় আইএফএ-র নাম থাকলেও বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। আর সেটা করছিলেন বর্তমান কমিটির কিছু শীর্ষকর্তাই। তবে শেষপর্যন্ত তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বরং আইএফএ-কে ভোটার তালিকায় রেখে নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিলেন নির্বাচনি আধিকারিক।

কিন্তু নির্বাচন না হওয়ায় এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ু। এদিন ভোটার তালিকায় নাম থাকার ফলে কল্যাণের আর নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকল না। তবে তিনি নিজে আর দাঁড়াতে আগ্রহী হবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতিনিধি হতে চলেছেন অরবিন্দ মেনন। সেক্ষেত্রে তাঁর দল যে কল্যাণের পাশে নেই এটা স্পষ্ট। বর্তমান সভাপতি এনএ হ্যারিসের মাধ্যমে কংগ্রেসের হাত ধরে লড়াইয়ের ময়দানে নামার চেষ্টা করতে পারেন বলেও কানাঘুষো। প্রফুল প্যাটেল হয়তো আর ফেডারেশনের সভাপতি পদে দাঁড়াচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে তিনি এই কমিটির সঙ্গে কীভাবে থাকবেন নাকি তাঁকে ফিফা প্রতিনিধি করা হবে, সেদিকে নজর থাকবে। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তিনি ও মালোজিরাজে সাহু ছত্রপতির নাম আছে ভোটার তালিকায়।

বর্তমান কমিটির এখন বেশিরভাগ সদস্যই অবশ্য অরবিন্দের পক্ষে। নাম উল্লেখ করা যাবে না এই শর্তে অনেক সদস্যই জানাচ্ছেন, 'সরকার যাঁকেই নির্বাচিত করবে আমরা তাঁকেই মেনে নেব।' শুধু কল্যাণ যাতে না ফিরতে পারেন, সেটাই নিশ্চিত করতে চান তাঁরা। বর্তমান সভাপতির নিজের এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয় সেদিকেও নজর রাখছে ফুটবল মহল।

প্রথম ডিভিশন শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কস্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুক্রবার শুরু হবে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, সিয়ামের মাঠে গ্রুপ 'এ'-তে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে উল্কা ক্লাব ও রবীন্দ্র সংঘ। 'এ' গ্রুপের বাকি দলগুলি হল এনআরআই, ওয়াইএমএ ও মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, বিবেকানন্দ ক্লাব, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

অন্যদিকে, মণীন্দ্রনাথ সরকার ও স্নেহলতা সরকার ট্রফি ১০ দলীয় সুপার ডিভিশন ক্রিকেট রবিবার শুরু হবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে জিটিএসসি ও তরুণ তীর্থ। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ, অগ্রগামী সংঘ, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, নবীন সংঘ, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, নবোদয় সংঘ, স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।





ম্যাচের সেরা হয়ে প্রিয়াংশু পাল (বাঁয়ে) ও আশুতোষ গিরি।

বড় জয় মহানন্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বুধবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ৫-১ গোলে চূর্ণ করেছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। ৫ মিনিটেই মহানন্দাকে এগিয়ে দেন নবদ্বীপ নার্জিনারি। তাঁদের বাকি গোলগুলি হর্ষ পাড়ুই, সুদীপ দাস, দেবাশিস রাই এবং নবদ্বীপের। টান্ডিয়ার তামাং বিবেকানন্দের ব্যবধান কমান। ম্যাচের সেরা হয়ে নবদ্বীপ পেয়েছেন নিমাই চন্দ্র রায় ট্রফি। বৃহস্পতিবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।



ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন নবদ্বীপ নার্জিনারি।

প্রিয়াংশুর দাপটে জয়ী জার্মেলস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : দুন হেরিটেজ স্কুলের ২৪ দলীয় দুন প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার গ্রুপ 'সি'-তে জার্মেলস অ্যাকাডেমি ১ উইকেটে বিড়লা দিব্য জ্যোতি স্কুলকে হারিয়েছে। দুনের মাঠে টসে জিতে বিড়লা দিব্য জ্যোতি ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৯ রান তোলে। অশ্বীন ৩১ ও শিবালিক দাস ১৮ রান করে। আয়ুষ সিং ২৫ ও প্রিয়াংশু পাল ২৮ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে জার্মেলস ১৯.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩২ রান তুলে নেয়। সূর্যকান্ত ৫০ ও ম্যাচের সেরা প্রিয়াংশু ২০ রান করে। অভিনব ত্রিবেদী ১১ ও তীর্থ গোয়েল ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে গ্রুপ 'ডি'-তে ডিএভি স্কুল ৪ উইকেটে নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে নর্থ পয়েন্ট ৯ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। সমৃদ্ধ সেন ৩৭ ও পীযূষ ১৬ রান করে। দীপক সিং ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে পূর্বায়ন নস্করও (২৪/২)। জবাবে ডিএভি স্কুল ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আশুতোষ গিরি ৬৯ ও প্রিয়াংশু ৩১ রান করে। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে হিব্রন ইংলিশ স্কুল ও শ্রী কৃষ্ণ প্রণামি বিদ্যা নিকেতন। গ্রুপ 'বি'-তে নামবে নারায়ণা স্কুল ও নির্মাণ বিদ্যা জ্যোতি স্কুল।

জিতল ওরাওঁ ব্রাদার্স

বাগডোগরা, ২৫ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি উইনার্স ট্রফি, গীতারানি সাহা ও সন্ধ্যা দাস ট্রফি ফুটবলে বুধবার কমলপুর চা বাগানের ওরাওঁ ব্রাদার্স ২-০ গোলে এমএম তরাইয়ের জিএনএসসি-কে হারিয়েছে। পাইওনিয়ার মাঠে গোল করেন আশিক শবর এবং বাপি লোহার। বৃহস্পতিবার খেলবে প্রমোদনগর এসসি এবং সিঙ্গিঝোরা বয়েজ।



নর্থ বেঙ্গল দাবা প্রতিযোগিতার সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা।

নর্থ বেঙ্গল দাবা শুরু শনিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : সারা বাংলা দাবা সংস্থার অধীনে দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থা দ্বিতীয় বর্ষ নর্থ বেঙ্গল দাবা প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। বুধবার দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সহ সভাপতি মানস ঘোষ, সহ সচিব মিন্টু দাস, কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে সচিব বাবলু তালুকদার জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতাটি শনি ও রবিবার শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। গত বছর প্রতিযোগিতাটি কালিম্পংয়ে হয়েছিল। এবার এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে দিব্যেন্দু বড়ুয়া ফ্যান ক্লাবও সাহায্য করবে। পুরনিগমের তরফেও প্রতিযোগিতা আয়োজনে সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার দাবাড়ুরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
যশোমন্তপুর-এর এক বাসিন্দা



পশ্চিমবঙ্গ, যশোমন্তপুর - এর একজন বাসিন্দা বুদ্ধদেব সামন্ত - কে 22.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 38574 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রশংসা করার মতো ভাষা আমার কাছে নেই, যারা আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি যে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি আদর্শ মাধ্যম হতে পারে। এই বিশেষ আনন্দের মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোয়ার্টারে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের ব্যাডমিন্টনে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) দল। বুধবার তৃতীয় রাউন্ডে তারা ২-০ ব্যবধানে ধনমঞ্জরি ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। প্রথম সিঙ্গলসে অরিত্রি সাহা ১৫-৭, ১৫-১১ পয়েন্টে দেবিকাকে হারিয়েছেন। ডাবলসে অরিত্রি-আরাত্রিকা দে ১৫-৯, ১৫-১২ পয়েন্টে দেবিকা-লেং লেইয়ের বিরুদ্ধে জয় পান। চতুর্থ রাউন্ডে মহেন্দ্র কর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে জয় পায় এনবিইউ। প্রথম সিঙ্গলসে দেবাদৃতা দে মজুমদার ১৫-৫, ১৫-৮ পয়েন্টে পুষ্পলতা মাঝিকে হারিয়েছেন। ডাবলসে অরিত্রি-আরাত্রিকা ১৫-১০, ১৫-১৩ পয়েন্টে পুষ্পলতা-হেমলতার বিরুদ্ধে জিতেছেন।



বিকাশ ঘোষের স্মরণসভায় কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা।

বিকাশ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বুধবার প্রাক্তন মেয়র ও অ্যাকাডেমির প্রধান উপদেষ্টা বিকাশ ঘোষের ১৮তম প্রয়াণ বার্ষিকী পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, কুন্তল গোস্বামী, শুভ্র দে প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিল।

পাপ্পুর শতরানে জয়ী আরএসআর

চালসা, ২৫ নভেম্বর : নেওড়া মাঝিয়ালি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার আরএসআর একাদশ ১২ রানে আরএস ডমিনেটর বিরুদ্ধে জয় পায়। আরএসআর ৩ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পাপ্পু আলম ১২৮ রান করেন। জবাবে ডমিনেট ৭ উইকেটে ১৬৭ রানে আটকে যায়।

Anandaloke Multispeciality Hospital
DEPARTMENT OF
NEUROSURGERY
EXPERT CARE FOR BRAIN, SPINE & NERVOUS SYSTEM

Dr. Anup Chakraborty
MS, MCh (Neurosurgery)
Consultant Neurosurgeon

Dr. Vishal Abhijit
MS, MCh (Neurosurgery)
Consultant Neurosurgeon

Brain Tumour Surgery | Spine Surgery (Cervical, Dorsal & Lumbar) | Head Injury Management | Neurovascular Surgery (Aneurysm, AVM) | Disc Surgery & Spine Stabilisation | Stroke Management | Congenital Neurosurgical Conditions

24×7 EMERGENCY 9933100200
2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI – 734001, WEST BENGAL